চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 103 Wednesday, 13 March, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১০৩ সংখ্যা ❋ ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩০, বুধবার, ১৩ মার্চ, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সোমবার গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে একটি খড়ের গাড়িতে। গাড়ি চালকের বুদ্ধিতে বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় এলাকার দোকানপাট। ...বিস্তারিত পাতা ৩

চারটি লোকসভা কেন্দ্রের সভাপতিদের নিয়ে বিজেপির ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটির গুরুত্বপূর্ন বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার বর্ধমানে এলেন স্মৃতি ইরানি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

দার্জিলিং জেলা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামা। আজ বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে নেমে গাড়িতে করে বাজনা বাজিয়ে স্বাগত জানায়। ...বিস্তারিত পাতা ৭

শোনা যাচ্ছে, টি২০ বিশ্বকাপের টিম থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হতে পারে বিরাটকে। কারণ কী? আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপ। ...বিস্তারিত পাতা ৮

ভোটের আগে ভাঁওতা
আবেদন করলেই অবৈধ হয়ে যাবেন

সিএএ নিয়ে বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, হাবড়া, ১২ মার্চঃ হাবড়ায় এসে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের (সিএএ) বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দুপুরে সরাসরি বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। হাবড়ায় তৃণমূল সুপ্রিমোর সভা খুবই উল্লেখযোগ্য। কারণ গতকাল সিএএ কার্যকর করা হয়েছে দেশজুড়ে। আর মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই এটার বিরোধিতা করে এসেছেন। হাবড়ার বাণীপুরের এই সভা থেকে একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পরই সিএএ ইস্যুতে লাগাতার কেন্দ্রকে আক্রমণ শানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এখান থেকেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) কাজ নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, সিএএ কী ভাবে রূপায়ণ হবে সেটা নিয়ে পরিষ্কার কিছু জানানো হয়নি আইনে। তফসিলি, আদিবাসী, মতুয়াদের সংরক্ষণ নিয়ে কী হবে, তাও পরিষ্কার করা নেই। আজ, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বিজেপি দেশজুড়ে অশান্তির খেলা শুরু করেছে। সিএএ বাংলাকে আবার ভাগ করার খেলা। আমরা এটা করতে দিচ্ছি না। দেব না। আমরা সবাই নাগরিক।'' এরপরই সামনে আনেন ইডির কাজ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ''কয়েকদিন আগে আমাদের খুব ইমপর্টেন্ট ছেলেকে ডেকেছিল। তারপর বলছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। এরপর বলেছে রাজনৈতিক ব্যক্তির ফোন আসবে। ফোন এল। বলছে বিজেপি যা বলবে তাই শুনতে হবে। বিরুদ্ধে প্রচার করা যাবে না। এত ভয়ানক, কুৎসিত দল দেখিনি। ওরা মহিলাদের বিরুদ্ধে। আসল হিন্দু মানে না। এরা বহিরাগতের হিন্দুত্ব তৈরি করেছে।'' অন্যদিকে সোমবার দেশজুড়ে কার্যকর হয়েছে সিএএ। লোকসভা নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ভাঁওতা বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার হাবড়ার সভা থেকে সুর সপ্তমে চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ''ভোটের আগে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে গেলে আপনাদের সম্পত্তি, চাকরি, বাড়ি কী হবে? লুডো খেলা জানেন তো? ছক্কা মারে ঘর খোলে। এটা বিজেপির লুডো খেলার ছক্কা। ওরা ভাবছে এটা করলে ছক্কা পাবে। কিন্তু নিট রেজাল্ট শূন্য। এই দরখাস্ত করার আগে বারবার ভাববেন। একবার নয় হাজারবার ভাবুন।'' এছাড়া সিএএ'র সঙ্গে এনআরসি'র যোগ আছে বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তাঁর হুঙ্কার, ''যদি ক্যা দেখিয়ে এনআরসি নিয়ে এসে কারও নাগরিকত্ব বাতিল করা হয় তাহলে আমরা কঠোর প্রতিবাদ করব। আমি জীবন দেব, বাংলায় ডিটেনশান ক্যাম্প করতে দেব না।'' মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''তৃণমূলের সবাই চোর নয়। সিপিএম থেকে আসা কয়েকজন চোর হতে পারে। বিজেপির সবাই চোর। ঘরে ঘরে ইডি-সিবিআই পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমাদের একটা ছেলেকে ডেকে বোঝানো হয়েছিল। বিজেপির কোনও জায়গায় প্রচার করতে বারণ করা হয়। বিজেপির কথা শুনতে বলা হয়। বিজেপি ভয়ানক এবং কুৎসিত দল। ওরা আসল হিন্দুদের মানে না। ওরা রামকৃষ্ণ, পঞ্চানন বর্মা, সারদা মা, মতুয়া ঠাকুরদের মানে না। আমাদের সংস্কৃতিকে নষ্ট করতে চাই। শুধু আমার সঙ্গে পারে না। ওরা আমাকে লাঠি দেখালে আমি ডান্ডা দেখাই।'' মুখ্যমন্ত্রী কথায় এই আইনি একদম ভাঁওতা। নির্বাচনের আগে ভোট পাওয়ার জন্যই বিজেপি এই 'চক্রান্ত' করেছে। আইনটিকে 'জুমলা' বলেও কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আজ মমতা হাবড়ার সভায় উপস্থিত সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে এই আইনে দরখাস্ত করলে হারিয়ে যেতে পারে নাগরিকত্ব। অর্থাৎ যাঁরা দেশের নাগরিক তাঁরাও হারিয়ে ফেলতে পারেন নাগরিকত্ব। তিনি বলেন, ''আপনারা দরখাস্ত করলে সব নাগরিকত্ব বাতিল করে দেবে। অধিকার বাতিল করে দেবে। এটা এনআরসি-র সঙ্গে কানেকটেড। আপনাদের ডিটেনশান ক্যাম্পে নিয়ে যাবে। এই দরখাস্ত করার আগে বারবার ভাববেন। একবার নয় হাজার বার ভাবুন।'' এরপরই তৃণমূল সুপ্রিমো জানান এই আইন কতটা ভয়ঙ্কর। আর সেটা বোঝানোর জন্য তিনি তাঁর লেখা 'নাগরিকত্বের আতঙ্ক' বইটিও পড়তে বলেন। মমতা বলেছেন, ''আমি বই লিখেছিলাম নাগরিকত্বের আতঙ্ক। বইটা পারলে কিনে পড়বেন। যারা খুশি হচ্ছেন তাঁরা পড়ে দেখবেন আইনটা কত ভয়ঙ্কর। কত আতঙ্ক সৃষ্টিকারী। দু'জনকে দেবে আটজনকে দেবে না। যাঁরা পাবেন তাঁরা খুশি হবেন। বাকি আটজনকে ডিটেনশান ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে।'' তবে মুখ্যমন্ত্রী আজ ফের বলেছেন, প্রয়োজনে তিনি জীবন দেবেন। তবে বাংলায় ডিটেনশান ক্যাম্প করতে দেবেন না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অবশ্য বার বার দেশবাসীকে এও আশ্বস্ত করেছেন, কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার জন্য সিএএ নয়।

সিএএ কার্যকর হতেই সুপ্রিম কোর্টে মামলা

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চঃ সিএএ ইস্যু গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। সিএএ-এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গেল অসমের রাজনৈতিক দল আইইউএমএল (ইন্ডিয়ান ইউনাইটেড মুসলিম লিগ) ও ডিওয়াইএফআই। মামলাকারীদের অভিযোগ, সিএএ অসাংবিধানিক ও বৈষম্যমূলক। সিএএ ঘিরে অসম উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। সে বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসনও। ইতিমধ্যেই স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনগুলি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে আইইউএমএল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূরের ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানানো হয়েছে। তবে কেবলমাত্র আইইউএমএল নয়, এর পাশাপাশি আরও একাধিক সংগঠন এই মামলাতে সুপ্রিম কোর্টে ট্যাগ হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। দিল্লিতে ইতিমধ্যে একাধিক জায়গায় প্রতিবাদ কর্মসূচির

আয়োজন করা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের জানুয়ারিতে, সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে বলেছিল যে সিএএ সম্পর্কিত কোনও মামলা হাইকোর্টে শুনানি হবে না। সিএএ সমর্থনে এবং বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টে ইতিমধ্যেই ২০০টিরও বেশি পিটিশন দাখিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে আদালতের রায় এখনও আসেনি। গত বছরের অক্টোবরে সুপ্রিম কোর্টে ১৫০ পৃষ্ঠার হলফনামাও পেশ করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সিএএ সংক্রান্ত মামলাগুলি ২০২২ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ইউ ইউ ললিত, বিচারপতি রবীন্দ্র ভট্ট, বিচারপতি হিমা কোহলির বেঞ্চে বিচারাধীন ছিল। প্রধান বিচারপতি অবসরগ্রহণের পর এই মামলাগুলি বর্তমানে বিচারপতি পঙ্কজ মিথালের বেঞ্চে বিচারাধীন। প্রসঙ্গত, সোমবারই দেশে কার্যকর হয়েছে সিএএ মামলা। মঙ্গলবার থেকেই সিএএ আবেদন করা যাবে বলে জানানো হয়েছে। সিএএ-এর অধীনে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু, শিখ, জৈন, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, পার্সি ধর্মের লোকেরা নাগরিকত্ব পাবে। সেখানে মুসমিলদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আর তা নিয়েই বিবাদ।

শাহজাহানের আর্জি খারিজ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চঃ রেশন দুর্নীতি মামলায় শেখ শাহজাহানের আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন শেখ শাহজাহান। তবে সেই আবেদন খারিজ করল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। তদন্তে এই মুহূর্তে বাধা নয়। স্পষ্ট জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। রেশন দুর্নীতি মামলায় শেখ শাহজাহানকে যাতে গ্রেফতার না করে ইডি সেই কারণে তাঁর আইনজীবী আদালতে আবেদন করেন। তবে কোর্ট জানায় হাতে লেখা অন্য অভিযুক্তের বক্তব্য তাঁর বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য। তাই তদন্তে কোনও বাধা নেই। মঙ্গলবার মামলাকারীর আইনজীবী সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে বলেন যে, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে এখনও কোনও অভিযোগ নেই। গ্রেফতারির আগে ও পরে শুধু তাঁর বাড়িতে তল্লাশি হয়েছে। গত বছরের ১২ই ডিসেম্বর ইডি রেশন দুর্নীতির প্রথম অভিযোগ আনে। ১৯ ডিসেম্বর তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে আর এক অভিযুক্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর ৫ জানুয়ারি ইডি আধিকারিকরা তাঁর বাড়িতে তল্লাশি করেন। পাল্টা বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, তদন্ত চলছে। এখনও শেষ হয়নি। আমাদের কি এতে হস্তক্ষেপ করা উচিত? একই সঙ্গে প্রশ্ন করা হয়, একধিক অপরাধ গ্রেফতারের আগেই হয়েছে। ৫ জানুয়ারি তল্লাশি হয় বাড়িতে। পিএমএলএ আইন কি প্রযোজ্য নয়? অপরদিকে শাহজাহানের আইনজীবীর দাবি, এখন পর্যন্ত পিএমএলএ-তাঁর মক্কেল শাহজাহানের ক্ষেত্রে লাগু হয়নি।

এবার অভিষেক শুরু করলেন 'তফসিলির সংলাপ', কী এই কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চঃ লোকসভা ভোটের মুখে এবার রাজ্যের তফসিলি জাতি ও উপজাতি ভোটব্যাঙ্কের উপর নজর শাসক দলের। বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে তফসিলি জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার চালানো হবে। প্রচারের মূল অভিমুখ হল দু'টি। একদিকে যেমন তফসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষদের উপর বিজেপির অত্যাচারের অভিযোগ তুলে ধরা হবে। অন্যদিকে তফসিলি জাতি ও উপজাতির জন্য মমতার সরকার কী কী জনমুখী কর্মসূচি নিয়েছে, সেগুলি তুলে ধরা হবে। এই প্রচার অভিযানের পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে 'তফসিলির সংলাপ'। আগামী ১৫ মার্চ থেকে জেলায় জেলায় শুরু হবে এই কর্মসূচি। উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই তফসিলি জাতি, উপজাতির নেতাদের সঙ্গে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নজরুল মঞ্চের ওই বৈঠক থেকেই তৈরি হয় 'তফসিলির সংলাপ' প্রচার অভিযানের নীল নকশা। রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার তফসিলি জাতি-উপজাতির নেতা অংশ নিয়েছিলেন এদিনের বৈঠকে। নজরুল মঞ্চের ওই

বৈঠকে আজ তফসিলি নেতাদের কাছে গোটা কর্মসূচির খুঁটিনাটি বিষয় বিশদে তুলে ধরেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নজরুল মঞ্চে এদিন দলীয় সভার কিছু ছবি এদিন বিকেলে নিজের ফেসবুক হ্যান্ডেলে শেয়ার করে অভিষেক লিখেছেন, 'এই কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেস শুধু বাংলার নয়, সারা ভারতবর্ষের তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ভাই-বোনেদের প্রতি কৃত্য বিজেপির মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও বিদ্বেষের বাস্তব রূপ এবং তাদের নৃশংসতা তুলে ধরবে। পাশাপাশি, রাজ্যের তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষদের প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের অপরিমেয় প্রতিপোষণ, তাঁদের আমৃত্যু রক্ষা করার অঙ্গীকার এবং তাঁদের সুনিশ্চিত উন্নয়নকেও তুলে ধরবে।' তৃণমূলের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এই তফসিলির সংলাপ কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় ৬ হাজারেরও বেশি জায়গা পরিদর্শন করবেন তৃণমূলের তফসিলি জাতি ও উপজাতির নেতারা। প্রত্যেক এলাকায় নেতারা অন্তত ৩-৫টি হটস্পটে আলোচনাসভার আয়োজন করবেন। এভাবে মোট ২৫ হাজারের বেশি ছোট ছোট সভার আয়োজন হবে এই কর্মসূচির মাধ্যমে।

মহাত্মার আশ্রম পুনরুদ্ধারে মোদি তৈরি ১২০০ কোটি টাকার মাস্টারপ্ল্যান

আহমেদাবাদ, ১২ মার্চঃ মঙ্গলবার (১২ মার্চ), মহাত্মা গান্ধীর ডান্ডি পদযাত্রা বা লবণ সত্যাগ্রহের ৯৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে, গুজরাটের সবরমতিতে মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে, 'আশ্রম ভূমি বন্দনা' করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই সঙ্গে ১২০০ কোটি টাকার 'সবরমতি আশ্রম মেমোরিয়াল অ্যান্ড প্রিসিন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট'-এরও উন্মোচন করেন তিনি। এটা হল সবরমতি আশ্রমের পুনরুদ্ধারের মাস্টারপ্ল্যান। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সংক্রান্ত একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করে তিনি লেখেন, 'আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস সংরক্ষণ ও উদযাপনের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রকাশ এই সবরমতি আশ্রমের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা। এই প্রকল্পের আকারে আপনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাবেন!' আশ্রম ভূমি বন্দনা, অর্থাৎ, সবরমতি আশ্রমের পুনরুদ্ধার প্রকল্পের শিলান্যাস করে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ''যে দেশ তার ঐতিহ্যকে লালন করে না তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ঐতিহ্যকে লালন করলে সেই দেশ তার ভবিষ্যৎ হারায়। সবরমতি আশ্রম শুধু আমাদের দেশেরই নয়, সমগ্র মানবজাতির এক ঐতিহ্য। সবরমতী আশ্রম শুধু আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনেরই নয়, 'বিকশিত ভারত'-এর তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।'' কী আছে সবরমতি আশ্রমের জন্য প্রস্তাবিত এই মাস্টারপ্ল্যানে? আহমেদাবাদের 'এইচপিসি ডিজাইন, প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড' সংস্থা এই মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ১২০ একর জুড়ে বিস্তৃত মূল আশ্রমে বিদ্যমান ৬৩টি ভবনের প্রায় অর্ধেকেরই পুনরুদ্ধার, সংরক্ষণ এবং পুনর্নির্মাণ করা হবে। সব মিলিয়ে ৩৬টি ভবনের কাজ হবে। পুনরুদ্ধারের তালিকায় রয়েছে তেরোটি ভবন- এর মধ্যে রয়েছে দুটি গোশালা, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অফিস এবং আরও দশ ওর্দি। সংরক্ষণ করা হবে ২০টি ভবন- হৃদয় কুঞ্জ, গান্ধী মেমোরিয়াল মিউজিয়াম, নন্দিনী নিবাস, মানব সাধনা, বিনোবা-মীরা কুটির, জয় জগৎ অ্যাম্ফিথিয়েটার জুনু রসৈ ইত্যাদি। আর দেহলা পুনি কেন্দ্র, সাত অর্দি এবং আনন্দ ভবন সংগ্রহালয়- এই তিনটি ভবন পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আজ সবরমতি আশ্রম বলতে যে জায়গায় যান দর্শনার্থীরা, সেটি মাত্র ৫ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত। নতুন স্মৃতিসৌধটি ৫৫ একর জুড়ে বিস্তৃত হবে এবং পুরো এলাকাটির আয়তন হবে ৩২২ একর। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে পুরো প্রাঙ্গণটি ঘুরে দেখতে কমপক্ষে ৬-৭ ঘণ্টা সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা।

'অ্যালকেমিস্টের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর মিঠুন গ্রেফতার নন কেন?' ইডিকে প্রশ্ন কুণালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চঃ অর্থলগ্নি সংস্থা অ্যালকেমিস্ট মামলার তদন্তে নেমে তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা 'আটক' করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। 'ডিমান্ড ড্রাফ্ট' আকারে থাকা ওই টাকা 'আটক' করা হয়েছে। অ্যালকেমিস্টের বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করছে ইডি। ইডির এই টাকা 'আটক' করার পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইডি চিঠি পাঠিয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। এটাকেই এখন নেতিবাচক করে দেখানো হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পাল্টা এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন কুণাল ঘোষ। এদিকে ইডির পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অ্যালকেমিস্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ ওঠে। তদন্তে নেমে ১০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ওই সংস্থার মালিক রাজ্যসভার প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কেডি সিং। লখনৌতে সিবিআই একটি এফআইআর দায়ের করে। তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়। তদন্তে নেমে ইডি জানতে পারে, আমানতকারীদের থেকে ১,৮০০ কোটি টাকা তুলেছিল অ্যালকেমিস্ট। টাকা ফেরানোর মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিলেও শেষ পর্যন্ত কোনও টাকাই ফেরানো হয়নি। বিভিন্ন বিমান ও হেলিকপ্টার সংস্থাকে ১০ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা দিয়েছিল অ্যালকেমিস্ট সংস্থা। অন্যদিকে এই হেলিকপ্টার নির্বাচনের কাজে চেপে ছিলেন রাজ্যের বহু নেতা-নেত্রী। তাতে বেশ কিছু টাকা বাকি থেকে যায়। সেই বকেয়া টাকার কথা পরে জানতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর ইডির পরামর্শেই সেই বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়। আর তা মেটানো হয় ড্রাফটের মাধ্যমে। সুতরাং গোটা বিষয়টির প্রমাণ রয়েছে। ইডিও এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সেই ড্রাফটের কথা জানিয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করতে নেমেছেন বলে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। এই অ্যালকেমিস্টের টাকা নিয়েই রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে তলব করেছে ইডি। কারণ তিনি নির্বাচনী তহবিল দেখার দায়িত্বে ছিলেন। গোটা বিষয়টি নিয়ে পাল্টা বিজেপিকে তুলোধনা করেছেন কুণাল ঘোষ। এমনকী ইডিকে পরামর্শ দিয়েছেন, যাঁরা জড়িত তাঁদের কেন গ্রেফতার করা হবে না। কুণাল ঘোষ লেখেন, ''২০১৪ সালে হেলিকপ্টারের ভাড়ার টাকা সংস্থা দিতে চেয়েছিল। তখন দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মুকুল রায়। কপ্টার ভাড়া নেওয়া হলেও টাকা মেটানো হয়নি। দলের জানাও ছিল না কাকে, কী ভাবে দিতে হবে টাকা। পরে বিষয়টি ইডি হাতে নিলে তৃণমূল কংগ্রেস জানায়, তারা টাকা মিটিয়ে দিতে প্রস্তুত। তাই কয়েকদিন আগে ড্রাফটও পাঠানো হয়। এই নিয়ে এখন কুৎসা চলছে। অ্যালকেমিস্টের 'ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর' মিঠুন চক্রবর্তীকে কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না? মুকুল রায়কেই বা কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না?''

সিএএ-তে কোনও মুসলিম বিপদে পড়লে আমি তার পাশে আছি। শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১২ মার্চঃ সিএএ কার্যকর হওয়ায় কোনও মুসলিম যদি বিপদে পড়েন তাঁর পাশে থাকবেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। মঙ্গলবার তমলুকে এমনই আশ্বাস দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ''মুসলমানদের ভুল বুঝিয়ে কাজ হবে না।'' এদিন শুভেন্দু বলেন, ''সিএএ কার্যকর হওয়ায় কোনও অশান্তি হবে না। সংখ্যালঘু মুসলিমরা বুঝেছেন এটা কারও নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়। আমি আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা, স্বীকৃত পদে থেকে বলছি, একজন মুসলিমও যদি কোনও অসুবিধার মধ্যে পড়েন আপনার জন্য রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আছে। এই আইন সম্পূর্ণভাবে উদ্বাস্তু হিন্দুদের সম নাগরিকত্বের আইন। কারও কাছ থেকে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার আইন নয়। ভুল বুঝিয়ে কাজ হবে না। গতকাল রাতে লাগু হয়েছে। ১০ ঘণ্টা হয়ে গেছে। কার নাগরিকত্ব গেছে? এক জনকেও দেখাতে পারলে আমি নাকে খদ দেব।'' এদিন সিএএ-র বিরোধিতা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''যারা সিএএ-তে আবেদন করবেন। কোনও নিশ্চয়তা নেই। আপনার সব অধিকার কেড়ে নেবে। প্রথমে নাগরিক ছিলেন। ভোট দিয়েছেন কি দেননি এতদিন? আধার কার্ড ছিল কি ছিল না? জমি আছে কি নেই? দোকান আছে কি নেই? এই আইনটায় আপনি দরখাস্ত করবেন, আপনি অবৈধ হয়ে গেলেন। তার মানে আপনার কোনও অধিকার আর থাকবে না। আপনি বিদেশি হয়ে গেলেন।'' তিনি আরও বলেন, ''বিভিন্ন দেশে একটা নির্দিষ্ট সময় কাটানোর পর গ্রিন কার্ড পায়। সেই আইনটা কেন করলেন না? আগে তো জেলাশাসকরা নাগরিকত্বের কার্ড দিত? সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। আর আজ বিজেপির হাতে দিয়ে দেবেন আপনার ভাগ্য? শুধু একটা ভোটের জন্য? ২টো সিটে জেতার জন্য? আপনাদের ভাঁওতা দিচ্ছে, ভাঁওতা। ধাপ্পা দিচ্ছে, ধাপ্পা। মনে রাখবেন সব হারাবেন। এটাও যাবে ওটাও যাবে।''

অর্জুন সিং ব্যারাকপুরেই প্রার্থী হবেন, আজ-কালেই হতে পারে বড় ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চঃ অর্জুন সিং মানেই যেন অঘটন। উনিশের লোকসভা ভোটেও তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়েছিলেন তিনি। এবারও পড়লেন। এবং শেষ মুহূর্তে আর কোনও অঘটন না ঘটলে উনিশের লোকসভা ভোটের মতো এবারও অর্জুন সিং ব্যারাকপুর থেকেই ভোটে লড়বেন। আর তা পদ্মফুল প্রতীকে। এখানে আরও একবার জানিয়ে রাখা ভাল, রাজনীতিতে কখন কী ঘটে যায় তা বলা মুশকিল। তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত এ ব্যাপারে দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির সদর দফতর থেকে ঘোষণা না হচ্ছে, ততক্ষণ কোনও কিছুই চূড়ান্ত বলা ঠিক নয়। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে অর্জুনের কথাবার্তা একপ্রকার চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। সূত্রের এও দাবি, অর্জুন জানিয়েছেন, কোন পরিস্থিতিতে এবং কেন তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। শাসক দলের সঙ্গে তাঁর এতটাই বৈরীতার পরিবেশ ছিল যে ব্যারাকপুরে তাঁর কাজ কারবার চালাতে সমস্যা হচ্ছিল। ব্যারাকপুর-ভাটপাড়া এলাকায় অশান্তি, বোমাবাজি লেগেই ছিল। তাই বাধ্য হয়ে তৃণমূলে যেতে হয়েছিল তাঁকে। অর্জুনের সঙ্গে গত ৩৬ ঘণ্টায় তাপস রায়েরও বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে বলে খবর। তাপস রায় ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলায় তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন। সেই সুবাদে অর্জুনের

সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিলই। দল ছাড়ার আগে বিধানসভায় তাপস রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ আড্ডা হয়েছিল অর্জুনের। এহেন অর্জুন মঙ্গলবার সকাল থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর অফিস থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে বলেছেন, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম তাঁকে ফোন করে ললিপপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এতে ভুলবেন না। অর্জুন অবশ্য দাবি করেছেন, তাঁর অফিসে মমতা-অভিষেকের ছবি কখনওই ছিল না। শুধু ঠাকুর দেবতার ছবি ছিল। অর্জুন যে বিজেপি নেতাদের সঙ্গে আলোচনার দরজা খুলে দিয়েছেন, তা সোমবারও লেখা হয়েছিল। পরে গভীর রাতে জানা যায় যে সেই আলোচনা অর্জুনের জন্য সদর্থক দিকে যাচ্ছে। অর্জুনকেও তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পরই অর্জুন ফেসবুকে পোস্ট করে বলেছিলেন, 'ব্যারাকপুরের মাটি আমার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ব্যারাকপুরের মানুষ আমাকে নির্বাচিত করেছেন আর আমি ব্যারাকপুরকে হৃদয়ে ধারণ করেছি।' অর্জুন তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরই তাঁকে নিয়ে ঘরোয়া অশান্তি লেগেই ছিল। ব্যারাকপুর অঞ্চলে তাঁকে একঘরে করে রাখার চেষ্টা করছিলেন তৃণমূলের একাংশ নেতা। তাঁদের মধ্যে নৈহাটির বিধায়ক তথা সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক অন্যতম। পার্থর সঙ্গে ছিলেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শাম, নোয়াপাড়ার মঞ্জু বসু, সুবোধ অধিকারী প্রমুখ। এখন সেই পার্থর সঙ্গে অর্জুনের মুখোমুখি লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠছে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণার অপেক্ষা।

'এটা শাসকের আইনের বদলে আইনের শাসন', সিএএ নিয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা,১২মার্চঃ ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের আগেই সোমবার সন্ধ্যে থেকে সারা দেশে চালু হয়ে গেল সিএএ বা সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন। এই আইনকেই ভাল পদক্ষেপ বলেছেন বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সোমবার সিএএ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ১১ মার্চ থেকে দেশে সিএএ বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। সিএএ নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন। সিএএ নিয়ে এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন রাজ্যপাল। তবে গোটা বিষয়টি না পড়ে পদক্ষেপ করবেন না বলে জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।অন্যদিকে সিএএ কার্যকর হওয়ায় বঙ্গ-বিজেপি নেতারা খুশিতে আত্মহারা হয়ে উঠেছেন। কারণ এটা দেখিয়ে মতুয়া ভোট টানা যাবে। আর এ কারণে প্রধানমন্ত্রী বাংলায় এসে একটি শব্দও খরচ করেননি মতুয়া অথবা সিএএ নিয়ে। এমনটাই মনে করা হচ্ছে। এই আইন কার্যক হতেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস প্রশংসা করে বলেন, 'মনে হয়, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে ভাল পদক্ষেপ।' ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সাংসদে পাশ হয় সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল। রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করতেই বিল এখন আইনে পরিণত হয়েছে। ২০২০ সালে আইন কার্যকর করার বিজ্ঞপ্তি জারি করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। কিন্তু করোনাভাইরাস শুরু হয় দেশে। তারপর সাতবার বিধি তৈরির মেয়াদ বাড়ানো হয়। তাই বাস্তবে এই আইন কার্যকর হয়নি। অবশেষে লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশে সিএএ কার্যকর করা হল।অন্যদিকে এদিন কেরল থেকে কলকাতায় ফেরেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তাঁর মতে, 'বিল পাশ হয়ে গিয়েছিল। এখন যেটা হচ্ছে সেটা বিধি তৈরির হওয়ার পর কার্যকরের কথা ছিল। এটাকে স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখছি। সরকারের খুব ভাল পদক্ষেপ। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলার জন্য খুবই জরুরি।' যা জানা যাচ্ছে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আসা সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব দিতে ভারতের এই আইন। হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি, খৃস্টান ধর্মাবলম্বী, যাঁরা ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে ভারতে আশ্রয় নেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দিতে এই সিএএ।এছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন থেকে সোমবার জানান, সিএএ দেখিয়ে বাংলার কোনও মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নিলে আংদোলন হবে। তিনি বলেন, 'দেখিয়ে এনআরসি নিয়ে এসে এখানকার কারও নাগরিকত্ব বাতিল করা হলে আমরা চুপ থাকব না। নো এনআরসি। এনআরসি মানতেই পারি না। আর ক্যা-এর নাম করে কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেবে এই চালাকিও আমরা করতে দেব না।' তবে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'বিধি এখন তৈরি করা হয়েছে। তাতে প্রমাণ হয়, কেন্দ্রে্ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার রয়েছে। আইনের বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করা উচিত নয়। এটা শাসকের আইনের বদলে আইনের শাসন। আমার মনে হয়, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে ভাল পদক্ষেপ। আইন পাশ হয়েছে, বিধি তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক সরকারের আইন মেনে কাজ করা উচিত। সিএএ কী সেটা না জেনেই মন্তব্য করা হচ্ছে। আমার মনে হয় আগে সিএএ কী তা পড়ুন, ভাল করে বুঝুন তারপর কথা বলুন।'

১০টি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস উপহার পেল ভারত, সবুজ পতাকা নেড়ে শুভসূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ১২ মার্চ ঃ আরও ১০টি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন উপহার পেল ভারত। মঙ্গলবার সকালে গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে সবুজ পতাকা নেড়ে ১০টি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার শুভসূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, গুজরাটের রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং গুজরাট বিজেপির সভাপতি সি আর পাটিল প্রমুখ।প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন আহমেদাবাদ-মুম্বই সেন্ট্রাল, সেকেন্দ্রাবাদ-বিশাখাপত্তনম, মাইসুরু-ডক্টর এমজিআর সেন্ট্রাল (চেন্নাই), পাটনা-লখনউ, নিউ জলপাইগুড়ি-পাটনা, পুরী-বিশাখাপত্তনম, লখনউ-দেহরাদুন, কালাবুরাগি-স্যার এম বিশ্বেশ্বরায়া টার্মিনাল বেঙ্গালুরু, রাঁচি-বারাণসী এবং খাজুরাহো-দিল্লি (নিজামুদ্দিন)-র মধ্যে ১০টি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের শুভ সূচনা করেছেন।প্রধানমন্ত্রী এদিন ১০টি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের শুভসূচনা করার পর বলেছেন, রেলের পুনরুজ্জীবনও বিকশিত ভারতের গ্যারান্টি। এখন রেলে অভূতপূর্ব গতিতে নতুন সংস্কার হচ্ছে। নতুন রেলপথের দ্রুত নির্মাণ, ১৩০০ টিরও বেশি রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণ, বন্দে ভারত, নমো ভারত, অমৃত ভারত, আধুনিক রেল ইঞ্জিন এবং কোচ কারখানার মতো

পরবর্তী প্রজন্মের ট্রেন, এই সবই একবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় রেলের চিত্র পাল্টে দিচ্ছে। মোদী বলেছেন, বন্দে ভারত ট্রেনের নেটওয়ার্ক এখন দেশের ২৫০টিরও বেশি জেলায় পৌঁছেছে। জনগণের অনুভূতিকে সম্মান জানিয়ে সরকার ক্রমাগত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের রুট বাড়াচ্ছে।অন্যদিকে শিলিগুড়ি, যাত্রা শুরু হল নিউ জলপাইগুড়ি-পাটনা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের। মঙ্গলবার আহমেদাবাদ থেকে ভার্চুয়ালি এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ট্রেনটির পথ চলা শুরু হলেও বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হবে ১৪ মার্চ বৃহস্পতিবার থেকে। ১৫ মাসের মধ্যে তিন-তিনটি বন্দে ভারত পেল নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি)। হাওড়া এবং গুয়াহাটির পর বন্দে ভারতে পাটনার সঙ্গে যুক্ত হল এনজেপি।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে ট্রেনটি সকাল ৫টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে বিহারের রাজধানী পাটনায় পৌঁছবে দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে এবং পাটনা থেকে দুপুর ১টায় ছেড়ে রাত ৮টায় পৌঁছাবে এনজেপিতে। যাত্রাপথে কিশনগঞ্জ এবং কাটিহারে দাঁড়াবে ট্রেনটি। অর্থাৎ দুটি স্টপই বিহারে। মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি ছয়দিনই চলবে সেমি হাইস্পিড ট্রেনটি। এই ট্রেনটির মালিকানা স্বত্ব পেয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ফলে এনজেপি-গুয়াহাটির পর আরও একটি ট্রেনের মালিকানা পেল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।অন্যদিকে আহমেদাবাদ, রেলের উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, আমরা ১০ বছরে রেলের গড় বাজেট ২০১৪ সালের আগের তুলনায় ৬ গুণ বাড়িয়েছি। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারগুলি সামাজিক কল্যাণের চেয়ে রাজনৈতিক লাভকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল, যা রেলওয়ে সেক্টরকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিল। ১০ বছর আগে, ৬টি উত্তর-পূর্বের রাজ্যের রাজধানীতে রেল স্টেশনের অভাব ছিল। আমাদের সরকার রেলওয়ে সেক্টরের ল্যান্ডস্কেপ পুরোপুরি বদলে দিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলবার গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে বিভিন্ন জলকল্যাণ মূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও দেশকে উৎসর্গ করেছেন। ১০টি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনেরও শুভসূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি দেশকে গ্যারান্টি দিচ্ছি, আগামী ৫ বছরে আপনারা ভারতীয় রেলের এমন রূপান্তর দেখতে পাবেন, যা আপনারা কল্পনাও করতে পারেননি। মোদী বলেছেন, বন্দে ভারত ট্রেনের নেটওয়ার্ক এখন দেশের ২৫০টিরও বেশি জেলায় পৌঁছেছে। জনগণের অনুভূতিকে সম্মান জানিয়ে সরকার ক্রমাগত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের রুট বাড়াচ্ছে।

গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে উদ্বোধন 'একতা মল', ভোকাল ফর লোকাল-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে জোর প্রধানমন্ত্রীর

আহমেদাবাদ, ১২ মার্চঃগুজরাট ও মহারাষ্ট্রে 'একতা মল'-এর শুভ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি ভোকাল ফর লোকাল-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষ জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, একতা মল 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর ভীত মজবুত করে, একতা মল আমাদের 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর দৃষ্টিভঙ্গি দেশের প্রতিটি কোণায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী মঙ্গলবার গুজরাটের আহমেদাবাদ থেকে বিভিন্ন জলকল্যাণ মূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও দেশকে উৎসর্গ করেছেন। এই অনুষ্ঠান থেকেই গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে একতা মল-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সমগ্র দেশে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও নতুন নতুন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ২০২৪ সালের মাত্র আড়াই মাসে আমরা ১১ লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেছি। আমরা এখন আমাদের বিকশিত ভারত স্বপ্নের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছি।

প্রথমদিনই পার্টি ওয়ার্কার্স মিটিংয়ে অভিজিৎ কে নরখাদক বললেন কল্যাণ

দুরন্ত বার্তা,১২মার্চঃ প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুক আসন থেকে বিজেপির লোকসভা প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ফের চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন বর্ষীয়াণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন শ্রীরামপুর বিধানসভায় প্রথম পার্টি ওয়ার্কার্স মিটিং করেন কল্যাণবাবু। সেখানেই প্রাক্তন বিচারপতিকে ' বলে মন্তব্য করেন তিনি।তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ঘোষণা করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিজের লোকসভা কেন্দ্রের ভোটের কাজ শুরু করে দিয়েছেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামপুর কেন্দ্রের লোকসভা প্রার্থী তিনি। এই নিয়ে চারবার ওই কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন কল্যাণবাবু। শ্রীরামপুর বিধানসভায় প্রথম পার্টি ওয়ার্কার্স মিটিং করেন তিনি। সেই মিটিংয়ে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কীভাবে প্রচার চলবে, কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনো যাবে সেসব নিয়ে সুর্নিদিষ্ট গাইডলাইন ঠিক করে দেন তিনি।এই মিটিং থেকেই ফের প্রাক্তন বিচারপতির বিরুদ্ধে মুখ খোলেন কল্যাণ বন্দ্যোাপাধ্যায়। সেখানেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে নরখাদক বলেন তিনি। কেন এই মন্তব্য করলেন তার সুর্নিদিষ্ট ব্যাখ্যাও দিয়েছেন কল্যাণবাবু। তিনি বলেন, অভিজি গঙ্গোপাধ্যায় ৫০ হাজার লোকের চাকরি খেয়েছেন। বিজেপিকে খুশি করতে চেয়ারে বসে এইসব করে গেছেন তিনি। বিজেপিকে খুশি করলে টিকিট পাবেন, সেসব ভেবেই চেয়ারে বসে আইনের বাইরে কাজ করে গেছেন। বর্ষীয়াণ আইনজীবীর প্রশ্ন, ৫০ হাজার মানুষের চাকরি খেয়ে তিনি কি এক হাজার জনকেও চাকরি দিতে পেরেছেন? পারেননি, কারণ সাধারণ চাকরি প্রার্থীদের চাকরি দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। শুধু নিজের স্বার্থ বুঝে নিতে চেয়েছিলেন। তাই নরখাদক ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছি না তাঁকে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৩মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৩মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৯ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৯ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

তমলুক সফরে অভিজিৎ,যাবেন নন্দীগ্রামেও, 'গাইড'শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা,১২মার্চঃ এখনও তমলুক কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিজেপি। তবে পদ্মশিবির সূত্রে খবর এবং জল্পনা যে, ওই আসন থেকেই পদ্ম প্রতীকে প্রার্থী হচ্ছেন হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বেচ্ছাবসর নিয়ে গত বৃহস্পতিবারই যিনি হাতে বিজেপির পতাকা তুলে নিয়েছেন। সেই অভিজি এ বার নিজের সম্ভাব্য নির্বাচনী কেন্দ্র তমলুকে যাচ্ছেন। মঙ্গলবারের তমলুক সফরে প্রথম বারের জন্য নন্দীগ্রামেও পা দেবেন তিনি। তাঁর ' হিসাবে সঙ্গে থাকবেন নঃদীগ্রামেরই বিজেপি বিধায়ক তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।ঙ্সূত্রের খবর, এদিন সকালে কলকাতা থেকে তমলুক (Tomluk) পৌঁছে প্রথমে বিজেপির জেলা সদর দপ্তরে যাবেন অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে থাকবেন শুভেন্দু। বিজেপি পার্টি অফিস থেকে তমলুকের বিখ্যাত বর্গভীমা মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন তাঁরা। এর পর দুপুরে রাজ্য রাজনীতির অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রাম (Nandigram) যাওয়ার কথা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল জানিয়েছেন, নন্দীগ্রামে অভিজিবাবুকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বিজেপি নেতৃত্ব। শুভেন্দুর সঙ্গে তিনি রেয়াপাড়ার একটি শিবমন্দিরে পুজো দিতে যাবেন। নন্দীগ্রামের ওই দলীয় কার্যালয়ে মধ্যাহ্নভোজ (Lunch)সারবেন অভিজিৎবাবু। মোটের উপর দিনভর এমনই কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে আরও খবর শোনা গিয়েছে, কাঁথির ' অর্থৎঅধিকারী বাড়িতে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে যেতে পারেন শুভেন্দু। দেখা হতে পারে শিশির অধিকারী, সৌমেন্দু অধিকারীদের সঙ্গে। আসলে তমলুকের ভোট সেনাপতি হিসেবে গেরুয়া শিবির অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়কে মাঠে নামালে, তাঁর সারথী হিসেবে সদাসর্বদাই থাকবেন শুভেন্দু অধিকারী। কারণ, তমলুক, কাঁথির মাটি তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা। সেই শক্তিতে ভর করেই অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়কে পেরতে হবে ভোট বৈতরণী। আর তাই আগাম তিনি বুঝে নিতে চাইছেন সেখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়া।

'দলে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে', বললেন অর্জুন, তৃণমূল নেতার অফিস থেকে সরল মমতা, অভিষেকের ছবি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ 'তৃণমূলের কাছে তিনি আনওয়ান্টেড। দলে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল ।' বিজেপিতে প্রত্যাবর্তনের জল্পনার মাঝেই বিস্ফোরক মন্তব্য অর্জুন সিং-এর । সঙ্গেই জল্পনা শুরু হয়েছিল, তবে কি এবার ফের ঘাসফুল শিবির ছেড়ে পদ্ম শিবিরে যাচ্ছেন অর্জুন? মঙ্গলবার সকালে যেন আরও কিছুটা বাড়ল এই জল্পনা। মঙ্গলবার অর্জুন সিং-এর দপ্তর থেকে সরানো হল মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জির ছবি। একই সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমে নিজের মতামত জানাতে গিয়ে অর্জুন সাফ বললেন, তৃণমূল কংগ্রেসে তিনি অবাঞ্ছিত। কিন্তু আমার দেড় বছর নষ্ট করা হল।'' সঙ্গে জুড়ে দিলেন, 'কিছু দিনের মধ্যেই জানতে পারবেন আমি আছি কি নেই। আমার ডেথ ওয়ারেন্টে সই করে দেওয়া হয়েছে। মানুষকে আমাকে বোঝাতে হবে আমি কোনও ভুল করিনি। ''লোকসভা ভোটে দলের টিকিট না পেয়ে এর আগেও ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদ অর্জুন সিংহ। টিভি সাক্ষাকারে আবার উগরে দিলেন ক্ষোভ। সোমবারই অর্জুন বলেছিলেন, তাঁকে ফোন করেছিলেন ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার বললেন, 'ফিরহাদ ফোন করে আবার একটা ললিপপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল।'' 'কী? অর্জুন-ঘনিষ্ঠদের ব্যাখ্যা, অর্জুন বরাহনগর আসন থেকে বিধায়ক হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি ওই আসনের বিধায়ক তাপস রায় ইস্তফা দিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। অর্জুনকে ওই আসন থেকে জিতিয়ে রাজ্যে মন্ত্রিত্ব দেওয়া হতে পারে বলেও নাকি প্রস্তাব দেওয়া হয়। তবে অর্জুন ব্যারাকপুরের মাটি ছাড়তে চান না বলেই আপাতত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে ফিরহাদের তরফে অর্জুনকে দেওয়া প্রস্তাব নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতেই প্রস্তাবটি ' অর্জুনের তা বিবেচনা করা উচিত। আবার অনেকেই বলছেন, অর্জুনের কাছে দলের ' দেওয়া ঠিক হবে না। এক নেতার কথায়, 'এমনিতেই আমাদের হারা আসন। কিন্তু ব্যারাকপুর জিততে গিয়ে অর্জুনের সঙ্গে দল কেন সমঝোতা করবে? বরং অর্জুনকে টিকিট না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত ভাল। তাতে নিচুতলায় বার্তা যাবে যে, দল আপস করছে না।'' তবে অর্জুন এ বিষয়ে নিজে কিছু বলেননি। মঙ্গলবারও ' ললিপপ' আসলে কী, তার ব্যাখ্যা করেননি তিনি। তবে অর্জুন বলেছেন, 'ছিল সেটাই দেওয়া হল না, আবার অন্য কিছু নিয়ে কী করব।''ব্যারাকপুর বরাবরই অর্জুনের ' পাখির চোখ'। মঙ্গলবার সকালেও সমাজ মাধ্যমে ' ব্যারাকপুর' শীর্ষক একটি পোস্ট করেন তিনি। এই ব্যারাকপুরে গত লোকসভায় তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন অর্জুন। জিতেওছিলেন। পরে যদিও আবার তৃণমূলেই ফেরেন তিনি। এ বারেও ব্যারাকপুরে তাঁকে টিকিট দেয়নি দল। বদলে নৈহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ব্যারাকপুর লোকসভা আসনের টিকিট পেয়েছেন। রবিবার ব্রিগেডে এই ঘোষণার পরই দলের বিরুদ্ধে বেসুরো হয়েছিলেন অর্জুন। দল তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকা করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মঙ্গলবারও অর্জুন বলেছেন, 'এখানে কিছু পাওয়ার জন্য আসেনি। আমি ব্যারাকপুরের মানুষের সেবা করার জন্য এসেছি। ব্যারাকপুরের একটা মানুষ বলতে পারবেন না, তাঁদের জন্য যা করার ছিল তা আমি করিনি। বা কোনও খারাপ কাজ করেছি। কোনও রাজনৈতিক নেতা বলতে পারবেন না, তার বিরুদ্ধে আমি কাঠি দিয়েছি। কাউকে অসম্মান করেছি, কারও বিরুদ্ধে কথা বলেছি। ব্যারাকপুরে যখন আমি জনপ্রতিনিধি হয়েছি, তার পর থেকে আমি মানুষের প্রতিনিধি ছিলাম। কোনও পার্টির লোক ছিলাম না। কিন্তু আমার সঙ্গে ঠিক ব্যবহার করা হল না। দেড় বছর আগে আমাকে যা বলে আনা হয়েছিল। তা পালন করা হয়নি। তাই আমার ভরসা ভেঙে গিয়েছে।'' অর্জুনের এই বক্তব্য শোনার পর স্বাভাবিক ভাবেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, তবে কি তিনি আবার বিজেপিতেই ফিরছেন? জানতে চাওয়া হয়, তবে কি ব্যারাকপুরে পার্থ বনাম অর্জুনের লড়াই দেখা যাবে? উত্তরে অর্জুনের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ' তো হওয়া উচিত।'' প্রসঙ্গত পার্থ হলেন অর্জুনের বিরোধী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর নেতা। যদিও মঙ্গলবার পার্থকে নিয়ে প্রশ্নের জবাবে অর্জুন বলেছেন, 'আমার ভাল বন্ধু। বিশ্বের সর্বত্রই কোথাও না কোথাও কোনও না কোনও বন্ধুদের মধ্যে লড়াই হয়। তবে মোদীজি বলেছেন, কারও সঙ্গেই সম্পর্ক খারাপ করা উচিত নয়।''মঙ্গবারই বিজেপি লোকসভা ভোটের দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে চলেছে। তার আগেই অর্জুনের নিজের অফিস থেকে তৃণমূল নেত্রীর ছবি সরিয়ে দিয়েছেন অর্জুন। তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, তবে কি শীঘ্রই তাঁর নাম ব্যারাকপুরের লোকসভা প্রার্থী হিসাবে শোনা যাবে? মঙ্গলবারই কি প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করবে বিজেপি? জবাবে অর্জুন বলেন, 'তো সময় হলেই জানতে পারবেন। তবে বলব খুব বেশি দেরি নেই।''

সন্ত্রাসী-গ্যাংস্টার নেক্সাস মামলাঃপঞ্জাব-সহ ৪ রাজ্যের ৩০টি স্থানে অভিযানে এনআইএ

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চঃ সন্ত্রাসী-গ্যাংস্টার নেক্সাস মামলায় এবার বড়সড় অভিযানে নামল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। মঙ্গলবার সকাল থেকে পঞ্জাব-সহ দেশের ৪টি রাজ্যের ৩০টি ঠিকানায় অভিযানে নেমেছে এনআইএ। পাশাপাশি অভিযান চলছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চন্ডীগ।ওে। এনআইএ সূত্রের খবর, সন্ত্রাসবাদী-গ্যাংস্টার নেক্সাস মামলায.মঙ্গলবার সকাল থেকে পঞ্জাব, হরিযানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।পাশাপাশি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়েও চলছে এই অভিযান। ৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মোট ৩০টি স্থানে তল্লাশি অভিযান

ক্ষুব্ধ অর্জুনকে ফোন ববির,কী জানালেন ব্যারাকপুরের সাংসদ ?,নতুন প্রস্তাব নিয়ে শাসক তৃণমূলে জল্পনা

দুরন্ত বার্তা,১২মার্চঃ লোকসভা ভোটে ব্যারাকপুরে প্রার্থী হতে না পারায় 'ক্ষুব্ধ অর্জুন সিংহকে দলে ধরে রাখতে তপরতা তৃণমূলে। শাসকদল সূত্রের খবর, সোমবার একের পর এক মন্তব্যে নিজের ক্ষোভের কথা জানানোর পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ (ববি) হাকিম অর্জুনকে ফোন করেন। সেই ফোনে অর্জুনের ক্ষোভ প্রশমনে দলের পক্ষে ফিরহাদ কিছু ' দিয়েছেন। অর্জুনকে সাংসদের পরিবর্তে রাজ্য প্রশাসনের অংশ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট ' দেওয়া হয়েছে। তবে কোনও পক্ষই আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানায়নি। অর্জুন মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, ' প্রস্তাবটি পেয়ে তিনি কিঞ্চি দোনামোনায় রয়েছেন।ঠিক কী কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে ? তা নিয়ে মুখ খুললেন ফিরহাদ হাকিম ।ঙ্ফিরহাদের দাবি, কাল আমার সঙ্গে কথা হয়েছে । আমি অর্জুন সিংকে বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছি । ও আমাকে বলেছে দল ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না । নিশ্চই ওর একটা আশাআকাঙ্খা ছিল । তবে, এটা দলের সিদ্ধান্ত । দলের মধ্যেই থাকবে । যদিও, লোকসভা নির্বাচনের টিকিট না পেয়ে অর্জুন সিং দাবি করেছেন, আমি ব্যারাকপুর ছাড়া কিছু ভাবি না । দল ভাবছে ভাবুক । বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা আমার ভুল ছিল । এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ দাবি করেছেন, ও কী বলছে, সেটা ওর ব্যক্তিগত বিষয় । কাল ও মঞ্চে ছিল । দলের অনুমতি নিযেই ওকে জানিয়েছি, যে দল ওকে বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবে ।ঘাসফুল শিবির তাঁকে নিয়ে বিকল্প ভাবনাচিন্তা করেছে । সেটা হল, একাধিক বিধায়ককে দাঁড় করানো হযেছে লোকসভা ভোটে । সেক্ষেত্রে তাঁরা জিতলে, তেমন কোনও বিধানসভা থেকে অর্জুন সিংকে জিতিয়ে এনে মন্ত্রিত্ব দেওয়া । আবার রাজ্যসভার সাংসদকেও লোকসভার টিকিট দেওয়া হয়েছে । সেই প্রার্থী জিতলে, খালি হওয়া রাজ্যসভার আসনে অর্জুন সিংকে পাঠানো । তবে, অর্জুন সিং যেহেতু ব্যারাকপুর অঞ্চলের বাইরে বের হতে রাজি নন, তাই আলোচনা সাপেক্ষে ও পরিস্থিতি বুঝে পার্থ ভৌমিক জিতলে, তাঁকে নৈহাটি থেকে জিতিয়ে বিধায়ক ও পরবর্তী সময়ে মন্ত্রী করার ভাবনা রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । তবে এখনই মুখ্যমন্ত্রী এনিয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি । সবটাই নির্ভর করছে লোকসভার ফলাফলের উপর ।গত রবিবার ব্রিগেডে তৃণমূলের জনগর্জন সভা থেকে লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ৪২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে তৃণমূল । সেখানে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে নৈহাটির বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের নাম ঘোষণা করা হয় । আর তাতেই বেজায় চটেছেন ২০১৯ সালে বিজেপি টিকিটে জিতে ও পরে তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসা সাংসদ অর্জুন সিং ।তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্জুন সিংকে আশ্বাস দিয়েছিলেন । কিন্তু, তিনি কথা রাখেননি । সোমবার এনিয়ে ফের সংবাদ মাধ্যমের সামনে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, তৃণমূল আসাটা খানিকটা ভুল হয়ে গেছে তাঁর । তবে, ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে তাঁর ফোন কথা হওয়ার বিষয়টিও জানিয়েছেন অর্জুন ।

মধ্যপ্রদেশে বিয়ের শোভাযাত্রায় ঢুকে পড়ল ট্রাক মৃত্যু ৬ জনের, আহত ১০ জন

রাইসেন, ১২ মার্চ ঃ মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলায় বিবাহ অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রায় ঢুকে প৷ল নিয়ন্ত্রণ হারানো একটি ট্রাক। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, এছাড়াও কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে রাইসেনের খামারিয়া গ্রামের দিকে যাচ্ছিল বিবাহ অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রা। সেই সময় শোভাযাত্রার ভিতরে ঢুকে পড়ে বেপরোয়া ট্রাকটি। দুর্ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ৪ জনের, পরে চিকিৎসা চলাকালীন আরও দু''জনের মৃত্যু হয়।পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পরই ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। ঘাতক ট্রাকটি রাজস্থানের বলে জানা গিয়েছে। জেলা কালেক্টর অরবিন্দ কুমার দুবেই বলেছেন, বিয়ের শোভাযাত্রায় ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের এবং আহত ১০ জনকে ভোপাল এইমস-এ ভর্তি করা হয়েছে।

ট্রাকের কেবিনেই রান্না!দেশলাই ধরাতেই বিকট শব্দে কেঁপে উঠল এলাকা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গত সোমবার দুপুর অণ্ডালের শীতলপুর কযলা ডিপোতে কয়লা বোঝাই একটি ট্রাক দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ ট্রাকের ভেতর থেকে বিকট শব্দে কেঁপে উঠে এলাকা। ট্রাকটির ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায় । সেই আগুনে অল্পবিস্তর দগ্ধ হয়ে চিৎকার করতে থাকে ট্রাকের চালক ও খালাসিরা। ছুটে আসেন এলাকার মানুষজন। তাঁরাই চালক ও খালাসিদের উদ্ধার করে। জ্বলন্ত ট্রাকটিতে জল দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায় তাঁরা।চিকিৎসার জন্য আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়. পুলিশ। ঘটনার জেরে উখড়া-হরিপুর রোডের শীতলপুর মোড় এলাকায় ভরদুপুরে ছড়াল তীব্র চাঞ্চল্য।সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ উখরা-হরিপুর রোডের শীতলপুর মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে (Truck) আচমকাই আগুন লাগে। আহত হন চালক, খালাসি-সহ তিনজন। ট্রাকের কেবিনে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিশিখার পাশাপাশি কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান স্থানীয় ও দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য ট্রাকের ড্রাইভার, খালাসিরা। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই বেশ কিছুক্ষণ পর আগুন নিযন্ত্রণে আসে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় ছড়ায় আতঙ্ক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ।ডিও-র কয়লা পরিবহণের জন্য প্রতিদিনই শীতলপুর মোড়ে বেশ কিছু ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে। এদিনও বেশ কয়েকটি ট্রাক একই কারণে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। বেলা বারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রাকটির কেবিনের ভিতরেই দুপুরে খাওযার জন্য রান্না করা হচ্ছিল ছোট স্টোভে। আচমকা স্টোভটি ফেটে কেবিনের ভিতর আগুন লেগে যায়। সেই সময় কেবিনের ভিতর ছিলেন নিন্দি কুমার যাদব, নিশীথ কুমার যাদব ও সন্তোষ কুমার যাদব নামে তিনজন কর্মী। ঘটনায.তাঁরা তিনজনই আহত হন বলে জানান প্রত্যক্ষদর্শীরা। পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে চিকিসার জন্য প্রথমে খান্দরা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাই। পরে স্থানান্তরিত করা হয় অন্ডাল (Andal) মোড়ের একটি হাসপাতালে।

মোবাইল না পেয়ে অভিমান, মালদায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী স্কুল পড়ুয়া

মালদা, ১২ মার্চ ঃ বাবা কিনে দিতে পারেননি মোবাইল ফোন, এই অভিমানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হল নবম শ্রেণির এক ছাত্র! পুরাতন মালদার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মণ্ডলপাড়া এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম তন্ময় সরকার (১৪)। সে পুরাতন মালদা কালাচাঁদ হাইস্কুলের পড়ুয়া। মঙ্গলবার সকালে অনেক ডাকাডাকির পরেও কোনও সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হয় পরিবারের সদস্যদের। এরপরই দরজা ভেঙে তন্ময়কে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। এরপর মালদা থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।তন্ময়ের

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনার চারপাশের মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন আপনাকে খুশি করবে। আপনার আজ অ্যালকোহল বা এ জাতীয়
বৃষভ রাশিঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। যারা নিজের ঘনিষ্ঠজন বা জয়।
মিথুন রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। কারো কারোর জন্য ভ্রমণ ক্লান্তিকর প্রমাণিত হতে
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান
সিংহরাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগে করে থাকেন
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃআপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা
কুম্ভ রাশিঃআজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য এবং চেহারা উন্নত করার যথেষ্ট সময় পাবেন। যদিও তাদের বোঝান যে আপনি তাদের ব্যাপারে । বিবাহের উন্নতি হবে
মীন রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, কিন্তু আপনার জীবনকে নিশ্চিন্তভাবে নেবেন না, উপলব্ধি করুন যে জীবনের প্রতি যত্নই হল আসল ব্রত। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। ব্যাক্তিগত এবং গোপনীয় তথ্য

সিএএ-র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হবে, মন্তব্য অরূপ রায়ের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মার্চঃ ভোটের আগে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সারা দেশে সিএএ লাগু করা হয়েছে। আমরা এর প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমাদের নেত্রী এর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হাওড়ায় মন্তব্য অরূপ রায়ের। মঙ্গলবার সকালে হাওড়া সদরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জীর সমর্থনে দেওয়াল লিখনে অংশ নেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। ৪২নং ওয়ার্ডের চারাবাগান এলাকায় এদিন দেওয়াল লিখন করেন মন্ত্রী। সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিএএ নিয়ে ওই মন্তব্য করেন।

বেলুড়ের স্কুলে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মার্চঃ হাওড়ায় বেলুড়ের একটি স্কুলে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার সকালে স্কুল খুলতে এসে দেখা যায় স্কুলের অফিস ঘরে একাধিক আলমারি ভেঙে চুরি গেছে নগদ টাকাপয়সা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলুড় থানার পুলিশ। শুধু কি টাকার লোভেই চুরির ঘটনা না এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও চক্রান্ত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় স্কুলের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। স্কুলের সভাপতি বলেন, স্কুলের ইতিহাসে এবার প্রথম এমন ঘটনা শুনলাম। সভাপতি হিসেবে এত বছর হয়ে গেল এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। শুধু এই স্কুলেই নয়, এই এলাকার অন্যান্য স্কুলেও চুরি হয়নি। তবে মাস খানেক আগে চিত্তরঞ্জনে মাস খানেক আগে এমন ঘটনা ঘটেছিল। আমরা এখানে সকলেই সতর্ক ছিলাম।

স্কুলটির চারপাশে সিসিটিভি আছে। আমরা চাই অপরাধী ধরা পড়ুক। যাতে খোয়া যাওয়া জিনিস উদ্ধার করা যায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় বলেন, কে বা কারা চুরি করেছে তা জানা যায়নি। প্রধান শিক্ষিকার ঘরের তালা ভেঙে ঢুকে আলমারি লকার ভেঙে সেখানে যা টাকা ছিল সব নিয়ে গিয়েছে। দুষ্কৃতিদের মুল টার্গেট ছিল টাকা। ফাইল সরিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে রাখা হলেও তা খোয়া যায়নি। মুলত তারা অফিস খুলেছে। সরস্বতী পুজোর জন্য শিক্ষিকারা কিছু টাকা তুলেছিলেন। সেই টাকা চুরি গিয়েছে। এছাড়াও স্কুলের অনেক টাকা রাখা ছিল সরস্বতী পুজোয় খাওয়ানোর জন্য তাও নিয়ে গিয়েছে। টিচার্স রুমের যে লকারগুলি চাবি দেওয়া ছল তা সব ভেঙে যা টাকা ছিল তা সব নিয়ে গিয়েছে।

সন্দেশখালির ঘটনায় তিনজনের ১০ দিনের হেফাজতের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১২ মার্চঃ সন্দেশখালি র ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তিনজনকে মঙ্গলবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এর তরফে সন্দেশখালির ঘটনায় এর হাতে গ্রেপ্তার হওয়া শেখ শাজাহান ঘনিষ্ঠ দিলদার বক্স ফারুক আকঞ্জি এবং জিয়াউদ্দিন মোল্লার ১৪ দিনের হেফাজতের আবেদন করা হয় আদালতে। দিদার বক্স , ফারুক একুঞ্জি ও জিয়াউদ্দিন মোল্লার ১০ দিনের হেফাজতের নির্দেশ দেন আদালত।

অবৈধ মদ চালান রুখতে আন্তঃরাজ্য সীমানাগুলিতে সিসি টিভি নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে অবৈধ মদ চালান রুখতে আবগারি বিভাগ আন্তঃরাজ্য সীমানাগুলিতে সিসি টিভি নজরদারি চালু করছে। নির্বাচন কমিশন এবার লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে মদের চোরাচালান রোখার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। বিহারের মত মদ বর্জিত প্রতিবেশী রাজ্য গুলির ওপর বিশেষ ভাবে নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে আবগারি দফতর। পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, কোচ বিহার, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর ও দার্জিলিঙের সীমান্তবর্তী ১১ টি চেক পয়েন্টে সিসিটিভি বসানোর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। সিসিটিভির মাধ্যমে আন্তরাজ্য সীমান্ত গুলির নাকা পয়েন্ট দিয়ে যাতায়াতকারী সমস্ত যানবাহনের লাইভ ওয়েব কাস্টিং করা হবে। সন্দেহজনক যে কোনো গাড়ি থামিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে বলে আবগারি বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।

রমজান মাস উপলক্ষে বিশেষ প্যাকেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চঃ আজ থেকে শুরু হওয়া রমজান মাস উপলক্ষে রাজ্য সরকার রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ প্যাকেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্তর্দয় যোজনা এবং বিশেষ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিবারগুলির জন্য এগারোই মার্চ থেকে ১২ ই এপ্রিল পর্যন্ত ভর্তুকি মূল্যে ৩২ টাকা কেজি দরে পরিবার পিছু এক কেজি করে চিনি, ছাব্বিশ টাকা দরে ময়দা এবং ৬২ টাকা দরে ছোলা দেওয়া হবে বলে খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগ পিএসসির নতুন চেয়ারম্যান এর নাম ঘোষনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চঃ রাজ্যের প্রস্তাব মেনে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস অনুমতি দেওয়ার পরেই রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন শূন্য থাকা পশ্চিমবঙ্গ লোকসেবা আয়োগ পিএসসি র নতুন চেয়ারম্যান এর নাম ঘোষনা করেছে। অবসরপ্রাপ্ত আইএএস মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়কে কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান করা হয়েছে বলে আজ সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে।

কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সিটি স্ক্যান ও ডায়ালিসিস পরিষেবার উদ্বোধন করলেন প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা।

প্রার্থী হিসেবে পছন্দ নয় পাঠানকে

নির্দল হিসাবে লড়ার হুমকি দিলেন তৃণমূল বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করা নিয়ে ক্ষুব্ধ হুমায়ুন কবীর। ভোটের দিন ঘোষণার পর বড় পদক্ষেপ করবেন বলে জানান মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক। বলেন, নতুন দল করবেন প্রয়োজনে। রবিবার জনগর্জন সভা থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। ৪২ জন প্রার্থীরই নাম ঘোষণা করেছে। সকলকে চমকে দিয়ে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে। জোর চর্চা শুরু হয় এ নিয়ে।দল বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ এর আগে উঠেছে হুমায়ুনের বিরুদ্ধে। নতুন দল তৈরির কথা ভাবছেন, এমনটাও বলতে শোনা গেছিল হুমায়ুনকে। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অসন্তোষ প্রকাশ করে পরোক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছিলেন। সাম্প্রতিক সময়েও তৃণমূল শিবিরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যে খুব মধুর নয়, তাও পরিস্কার। এই আবহে লোকসভার প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। বহরমপুরে ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করেছে শাসক দল। এরপরই কার্যত দলবদলের ইঙ্গিত দিলেন তৃণমূলের এই বিদ্রোহী বিধায়ক। হুমায়ুন বলেন, ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়নি। মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হতে দেরি। সে সব শুরু হলেই সিদ্ধান্ত নেব। নির্দল হয়ে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা প্রবল।তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে হুমায়ুন বলেন, প্রার্থী নির্বাচনের আগে দল কোনও পরামর্শ নেয় না। আগেও নেয়নি। এখন আমি পদক্ষেপ নিলে দল সাসপেন্ড করতেই পারে। সিদ্ধান্ত মেনে নেব। তবে দল যদি আগে পাঠানকে নিয়ে সিদ্ধান্ত আগে জানাত, সিদ্ধান্ত মেনে নিতাম। তিনি এও জানিয়েছেন, তৃণমূল যদি মনে করে তাঁদের নিয়ে যা খুশি তাই করবে, সেটা হবে না। ইউসুফ পাঠান সম্পর্কে হুমায়ুন বলেন, মানুষ এই ধরনের প্রার্থী এলাকায় চাইছে না। আমজনতার জন্য যে কাজ করতে পারবে, তাকেই তাঁরা ভোট দেবেন। ভরতপুরের বিধায়কের দাবি, তাঁরা মানুষের হয়ে কাজ করেন। মানুষের কথা ভেবেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন। সেক্ষেত্রে তিনি ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে ভোট করাতে পারেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে দিয়েছেন। পাঠানকে নিয়ে তাঁর ঠিক কী সমস্যা সেটাও জানিয়েছেন হুমায়ুন। তাঁর যুক্তি, বহরমপুরে অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অভিজ্ঞ, যোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন। ইউসুফ পাঠানকে প্রার্থী করে আদতে তৃণমূল সুবিধা করে দিয়েছে বিজেপির, এমনই দাবি তাঁর। তবে এবার কি বিজেপিতে যাবেন হুমায়ুন কবীর? সে বিষয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলেনি।

বালকের মৃতেদহ ভাসতে দেখা গেল পোলবায়, উত্তেজিত জনতার তুমুল বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, পোলবা হুগলি, ১২ মার্চ ঃ চাউমিন আনতে গিয়ে নিখোঁজ বালকের গলা কাটা মৃতদেহ উদ্ধার। পোলবার ঝাঁপায় উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালায় অভিযুক্তদের ঘরে। পোলবা থানার পুলিশ, র্যাফ বাহিনী ঘটনাস্থলে। সোমবার সন্ধে থেকে নিখোঁজ ছিল দেব ঘোষ নামে বারো বছরের এক স্কুল ছাত্র। পোলবার রাজহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দিল্লি রোডের পাশে মামার বাড়িতে মায়ের সঙ্গে থাকত ওই বালক। বাড়ির বিপরীতে কলকাতা মুখি দিল্লি রোড। তার পাশে গ্যাস পাইপ লাইনের কাজ করতে আসেন বিহারের কিছু শ্রমিক। সেখানেই অফিস তৈরির কাজ চলছে। শ্রমিকরা টিন ঘিরে ঘর বানিয়ে বসবাস করছিল। বালক ওই শ্রমিকদের ফাইফরমাস খাটত, জল এনে দিত। সোমবার সন্ধ্যায় তাকে চাউমিন, এগরোল আনতে দেন শ্রমিকরা। তারপর আর তার খোঁজ মেলেনি। মঙ্গলবার সকালে বালকের মৃতদেহ কিছুটা দূরে একটি পুকুরে পরে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের গলায় কাটা চিহ্ন আছে। বালকের মা মামনির অভিযোগ, তাঁর ছেলেকে গলা কেটে খুন করা হয়েছে। জল তুলে দেওয়ার দুশো টাকা পেত ছেলে। সেই টাকাই আনতে গিয়েছে বলে ভেবেছিলেন তাঁরা। রাতে বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। পরে ছেলের দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় ঝাঁপা এলাকায়। অভিযুক্ত সন্দেহে শ্রমিকদের ঘর ভাঙচুর করা হয়। পোলবা থানার পুলিশ র্যাফ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পরে ঘটনাস্থলে আসেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত সুপার কল্যাণ সরকার।দেহ উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামাবাড়া হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠানো হয়। ঘটনায় তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার বলেন, '' মঙ্গলবার সকাল দশটা নাগাদ পুলিশ খবর পায়। বালকের মৃতেদহ ভাসতে দেখা যায়। তারপর ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে।পরিবারের সন্দেহ এবং অভিযোগের ভিত্তিতে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। নির্দিষ্ট মামলা দায়ের হবে। মৃত্যুর কারন জানতে পারব।

গুড়াপে টোটো গাড়ির উপর একটি ডাম্পার গাড়ি উঠে গিয়ে ঘটনাস্থলে ৭ জনের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, গুড়াপ হুগলি, ১২ মার্চঃ একটি টোটো গাড়ির উপর একটি ডাম্পার গাড়ি উঠে যায় বলে খবর। হঠাৎ করেই একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই টোটো ধাক্কা মারে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন স্থানীয় মানুষজন ও গুড়াপ থানার পুলিশ ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা হুগলি জেলার গুড়াপে।

একটি টোটো গাড়ির উপর একটি ডাম্পার গাড়ি উঠে যায় বলে খবর। ঘটনায় শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে দুইজন শিশু রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, গুড়াপের কংসারিপুর মোড়ে একটি টোটোর উপর হঠাৎ একটি ডাম্পার উঠে যায়। ডাম্পারের চাকার তলায় পৃষ্ট হয়ে যাত্রীরা আহত হন। সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। সেখানে ছয়জনকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। টোটোটি ভাস্তার দিক থেকে গুড়াপের দিকে যাচ্ছিল। যাত্রী সমেত টোটোটি ঢুকে যায় ডাম্পারের নিচে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন স্থানীয় মানুষজন ও গুড়াপ থানার পুলিশ। ডাম্পারের নিচে থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করে। গোটা ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। মৃতরা হলেন বিদ্যুৎ বেড়া(২৯), তার স্ত্রী প্রীতি বেড়া(২২) এবং তাদের পুত্র বিহান বেড়া(২)। তাদের বাড়ি হুগলির দাদপুর বক্রেশ্বর এলাকায়। মারা গিয়েছেন আরও এক টোটো যাত্রী সৃজা ভট্টাচার্য(২০)। তাঁর বাড়ি হুগলির ভাসতারা এলাকায়। হুগলির পান্ডুয়া এলাকার নুপুর দাস(৫০) এবং রামপ্রসাদ দাস(৬২) এই দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। পুলিশ মৃত সকলকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। এখানেই দেহগুলির ময়নাতদন্ত করা হবে। ঘটনার খবর পেয়ে বর্ধমান হাসপাতালে আসেন বর্ধমান থানার আই সি দীবেন্দু দাস।

ঘটনায় আহত হয়েছেন টোটোচালক সৌমেন ঘোষ। তার মাথায় ও হাতে চোট লেগেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পরে তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাস্তায় পাশেই কংসারিপুর মোড়ে একটি টোটো ছিল। টোটোয় একাধিক যাত্রী ছিলেন। হঠাৎ করেই একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই টোটো ধাক্কা মারে। টোটোর উপর উঠে যায় গাড়িটি। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ হানিফ বলেন, 'টোটোতে চালক সমেত সাতজন ছিল। তাঁদের মধ্যে একটি শিশু তার মা বাবা কলেজ ছাত্রীও ছিলেন। কেউ ডাক্তার দেখাতে কেউ নিজের কাজে যাচ্ছিলেন। বেপরোয়া ডাম্পার টোটোকে পিষে দেয়। চালক বেঁচে গেলেও যাত্রীরা সকলেই মারা যায়।' অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার জানান, ওই ডাম্পারের চালককে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ডাম্পার চালক কেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এভাবে ধাক্কা মারলেন সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়েছে চালক মত্ত অবস্থায় ছিলেন কিনা, সে ব্যাপারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার কারণে কংসারিপুর মোড়ে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

একাধিক দাবিতে জয়নগরের বিডিও অফিসে ডেপুটেশন কর্মসূচি এস ইউ সি আই এর

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১২ মার্চ ঃ শাসক দল বিরোধী আবাস প্রাপকদের গৃহ প্রদান,সকল জব কার্ড হোল্ডারদের বকেয়া প্রদান, বার্ধক্য ভাতা, পানীয় জল সহ একাধিক সরকারি কাজে শাসক বিরোধী সবাই এর প্রাপ্য প্রদান সহ ১২ দফা দাবিকে সামনে রেখে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের জয়নগর দুনং ব্লক শাখার উদ্যোগে বুধবার জয়নগর ২ নং বি ডি ও অফিসে এক বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। ১২ দফা দাবি উদ্ধৃত করে মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয় এদিন বিডিও কে।কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয়কৃষ্ণ হালদারের নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দল এদিন বি ডি ও মনোজিত বসুর সাথে দেখা করেন। বি ডি ও মনোজিত বসু উক্ত দাবি গুলোর সাথে সহমত পোষণ করেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।এদিন এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত ডি ওয়াই ওর সভাপতি তথা এস ইউ সি আই এর বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নিরঞ্জন নস্কর, জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণ কান্তি নস্কর, আনসার শেখ, সালামত মোল্লা,সুভাষ জানা,গোবিন্দ হালদার সহ আরো অনেকে। এব্যাপারে এদিন জয় কৃষ্ণ হালদার বলেন,মানুষের প্রকৃত দাবি আদায়ে আমাদের আন্দোলন চলবে।

চাকরিহারা শিক্ষকরাও নামল অভিজিতের বিরুদ্ধে প্রচারে, বিলি করছে পোস্টার লিফলেট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ চাকরিপ্রার্থীদের পাশাপাশি এবার বিজেপি নেতা অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হলেন তাঁর বিচারে চাকরি যাওয়া প্রাথমিক শিক্ষকরাও। গত বছর অভিজিতের রায়ে চাকরি যায় ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের। এবার তিনি বিচারপতির আসন ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতেই সরব হয়েছেন চাকরিহারারা। ইতিমধ্যে শহরের নানা প্রান্তে অভিজিতের বিরুদ্ধে পোস্টারও দিয়েছেন তাঁরা। তৈরি হচ্ছে লিফলেট, যা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেবেন ওই চাকরিহারা প্রার্থীরা। যদিও অভিজিতের রায় সুপ্রিম কোর্ট আগেই খারিজ করে দিয়েছে। তবু এই মামলা এখনও অমীমাংসিত কলকাতা হাইকোর্টে। এই শিক্ষকদের বক্তব্য এবং অভিযোগ, অভিজিতের রায় আগেই বাতিল হয়েছে। কিন্তু সেই রায়ের পর থেকে তাঁদের যে সামাজিক অসম্মান হয়েছে, তার হিসেব নিতেই অভিজিতের বিরুদ্ধে পথে নামছেন তাঁরা। ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিল করার সময়ে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, এতজনের মধ্যে কোথায় কোথায় দুর্নীতি হয়েছে তা বের করা সম্ভব নয়, তাই সকলের চাকরিই তিনি বাতিল করলেন। যা পরে সর্বোচ্চ আদালত খারিজ করে দেয়। একই সঙ্গে অভিজিৎ নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই শিক্ষকদের ফের ইন্টারভিউ দিতে হবে। পরে সেই নির্দেশও চ্যালেঞ্জ হয় আদালতে।শিক্ষকদের পক্ষে সায়নদীপ রায় বলেন, 'এখন তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে উনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে আমাদের চাকরি কেড়ে নিয়েছিলেন। আমি আর আমার মতো অনেকেই দুর্নীতি করে চাকরি পাইনি। কিন্তু ওঁর রায়ের পর যেভাবে আমাদের সম্মানহানি হয়েছে সেটা কে ফিরিয়ে দেবে?' এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য অভিজিতকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি কোনও ইন্টারভিউ বা প্রশ্নের উত্তর দেব না।'

পুড়ে গেল একটি খড় বোঝাই গাড়ি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১২ মার্চ ঃ সোমবার গভীর রাতে ভয়াবহ আগুন লাগে একটি খড়ের গাড়িতে। গাড়ি চালকের বুদ্ধিতে বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায় এলাকার দোকানপাঠ।আর এই ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার গড়দেওয়ানি পঞ্চায়েতের নতুনহাট এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার রাত ১২ টা নাগাদ কুলতলি থেকে একটি খড়বোঝাই গাড়ি নতুনহাট,জয়নগর হয়ে কলকাতা যাবার পথে নতুনহাট এলাকায় আচমকা আগুন লেগে যায়। আর আগুন লেগেছে বুঝতে পেরে ঐ গাড়ির চালক আগুন লাগা অবস্থায় গাড়িটিকে হাটের কাছে থাকা রাস্তার পাশের একটি মাঠে নামিয়ে দেয়। আর তাঁর পরে এই ঘটনার খবর পেয়ে নতুনহাট হাট ব্যবসায়ী কমিটির সভাপতি শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ সহ একাধিক পঞ্চায়েত প্রতিনিধি, প্রধান প্রতিনিধি সহ স্থানীয় মানুষজন আগুন নেভানোর কাজে নেবে পড়েন। খবর দেওয়া হয় জয়নগর মজিলপুর দমকল কেন্দ্র ও বকুলতলা থানার পুলিশকে।

ডানকুনিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৮৯ তম জন্মোৎসব তিথি পালন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ মার্চ ঃ দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠ ডানকুনি শাখার উদ্যোগে হুগলির ডানকুনি থানার পাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ১৮৯ তম জন্মোৎসব তিথি পালিত হয়। সর্বধর্ম সমন্বয় ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের উপর আলোচনা সভা, দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ডানকুনি শাখায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঠাকুরের জন্মোৎসব তিথি পালন হয়। এদিন সকাল থেকে ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পূজা শুরু হয়। দুপুরে সর্বধর্ম সমন্বয় বিশ্ব ভাতৃত্বের ওপর আলোচনা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ সংঘের ব্রহ্মচারী বিবেক ভাই, এছাড়াও হিন্দু ধর্মের ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, মুসলিম ধর্মের মওলানা মোহাম্মদ আখতাবুদ্দিন সাহেব, খ্রিস্টান ধর্মের রেভারেনড জ্যোতির্ময় হালদার, বৌদ্ধ ধর্মের ভেন ডাঃ বুদ্ধ প্রিয় মাহাথেরো, জৈন ধর্মের ব্রহ্মচারী কৈলাস চন্দ জৈন, প্রভৃতি ধর্মের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আয়োজক রূপনারায়ন কুশবাহা, পিন্টু রায়, প্রেম দর্শন লাল ,প্রেম নারায়ণ সিং, শিবজি প্রসাদ ভগৎ, দেবানন্দ মাহাতো, ছোটু শর্মা, ব্রহ্মচারী শিশু পাল ভাই সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন বক্তব্য রাখেন রূপনারায়ন কুশবাহা সহ বিশিষ্টরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্রহ্মচারী মুড়াল ভাই বলেন, ঈশ্বর একজন,নানা ধর্মের মানুষ তাকে নানান রূপে ডাকেন, কিন্তু তিনি একজন। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, অহিংসা পরম ধর্ম। আর্তের সেবা করো। এই অনুষ্ঠানে ঠাকুরের ভোগ বিতরণ করা হয় প্রায় তিন হাজার মানুষকে। পাশাপাশি দরিদ্রদের বস্ত্র বিতরণ করা হয় । ডানকুনি পৌরসভার মেয়র ইন কাউন্সিল দেবাশীষ নন্দী, উপ পৌর প্রধান প্রকাশ রাহা, বস্ত্র দান করেন এবং বক্তব্য রাখেন। রাত পর্যন্ত ঠাকুরের নাম গান ও আলোচনা সভা চলে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কৃষ্ণ দেব কুমার।

বাঁকড়ার স্কুলে ডিজিটাল এ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমের শুভ উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মার্চঃ হাওড়ার বাঁকড়ার একটি স্কুলে ডিজিটাল এ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমের শুভ উদ্বোধন হলো। ফলে ছাত্রীদের স্কুলে পাঠিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা দূর হলো। গেট দিয়ে ছাত্রীরা স্কুলে প্রবেশ করলেই এখন থেকে তাদের অভিভাবকদের মোবাইলে মেসেজ চলে যাবে। ফলে তাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁদের মেয়েরা স্কুলে ঠিকমতো পৌঁছে গেছে। ডোমজুড়ের সরকার-পোষিত বাঁকড়া মোবারক হোসেন বালিকা বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার থেকে অভিনব এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। মঙ্গলবার স্কুলের ছাত্রীদের জন্য এই ডিজিটাল এ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমের শুভ সূচনা করেন ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি নুরাজ মোল্লা, প্রধান শিক্ষিকা ঝুমা ঘোষ সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বলেন, অনেক সময়েই ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে তাদের ঠিকঠাক পৌঁছানো নিয়ে অভিভাবকরা চিন্তায় থাকেন।

কচুরিপানা থেকে তৈরি হস্তশিল্পের স্টলের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ মার্চঃ হুগলির আদিসপ্তগ্রাম স্টেশনে কচুরিপানা থেকে স্থানীয় হস্তশিল্পীদের তৈরি হস্তশিল্পের স্টলের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উপস্থিত ছিলেন রেল এবং নাবাডের রাজ্য স্তরের আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত দুবছর ধরে আদিসপ্তগ্রাম, ব্যান্ডেল, মগরা, বাঁশবেড়িয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় টেররঅফ বেঙ্গল নামে পরিচিত কচুরিপানা থেকে হস্তশিল্প তৈরীর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সামাজিক পহল ফাউন্ডেশন। নাবার্ডের সহযোগিতায় হস্তশিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেবার পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া আরো ২০০০ মহিলার কর্মসংস্থান তৈরির পরিকল্পনা চলছে। অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই কচুরিপানার হস্তশিল্পিদের তৈরি শিল্পকর্ম এবং হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থাপত্য নিয়ে একটি বুকলেটের উদ্বোধন করেন নাবাডের জিএম দীপ মালা ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন এজিএম দিব্যজ্যোতি বিশ্বাস, এজিএম, ডি ডি এম অনন্যা গুপ্তা সহ রেলের আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের শতাধিক হস্ত শিল্পী ছাড়াও স্থানীয় মানুষদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতন। রেলের পক্ষ থেকে এক স্টেশন এক পন্যের স্টলের ফলকও উন্মোচন করা হয়, রেলের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এ সি এম হাওড়া প্রদীপ কুমার, ডিপিও হাওড়া সুব্রত ভট্টাচার্য, সহ অন্যান্যরা, নাবার্ডের জিএম বলেন কচুরিপানা দিয়ে এখানকার হস্তশিল্পীরা যেভাবে নানারকম জিনিস তৈরি করছেন তা প্রশংসনীয়। এই উদ্যোগকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি। হস্তশিল্পী কল্পনা দেবনাথ বলেন প্রথমে সামাজিক প্রহল ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় কয়েকজন নিয়ে কাজটা শুরু করেছিলাম, পরে নাবার্ডের সহযোগিতা পাই। বর্তমানে শতাধিক হস্তশিল্পীকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছি এবং তাদের কিছুটা হলেও স্বনির্ভর করতে পেরেছি। যার পুরো কৃতিত্বটা সংস্থার ডিরেক্টর তাপস কুমার বৈদ্য এবং তার টিমের বলেও দাবি করেন তিনি।

বর্তমানে এই ইউনিট থেকে ঘর সাজানোর সামগ্রী অফিশিয়াল সামগ্রী সহ প্রায় একশ রকমের সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে। হস্তশিল্পীদের উৎপাদিত সামগ্রী দেশীয় এবং বিদেশি মার্কেটে বিক্রয়ের জন্য পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে আধিকারিকরা ছাড়াও বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

হাবড়া থেকে দুর নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার মাধ্যমে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১২ মার্চঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়া থেকে দুর নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার মাধ্যমে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস, পরিষেবা প্রদান করলেন। এই উপলক্ষে হাওড়া জেলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রে নদীপথে দক্ষিণ ২৪পরগনা থেকে গড়চুমুক ও ৫৮ গেটে যাতায়াতের জন্য লঞ্চ ঘাট উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হলো। দক্ষিণ ২৪পরগনার বুড়ুল থেকে ৫৮গেটে ভাগীরথী নদীর উপর দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াতের জন্য নবনির্মিত লঞ্চঘাট উদ্বোধন হলো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করার পরে ঘাট পরিদর্শন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, বিধায়ক সুকান্ত পাল,আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা শাসক শ্রীমতী দিপপ্রীয়া পি, অতিরিক্ত জেলা শাসক, উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসক মানষ কুমার মন্ডল, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরী দাস, সহসভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, একাধিক কর্মাধ্যক্ষ গন, উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, শ্যামপুর ১নং বিডিও তন্ময় কার্যী, হাওড়া জেলা গ্রামীন পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের কর্মীরা ও শ্যামপুর নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাধিপতি, কর্মাধ্যক্ষ, একাধিক পঞ্চায়েতের প্রধান সহ অন্যান্য। এছাড়াও ৫৮গেট রাসমেলা মাঠে বিভিন্ন প্রকল্পে বেশকিছু মানুষ কে পরিষেবা প্রদান করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১০৩ সংখ্যা, বুধবার, ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩০

মোদি পরমাণু যুদ্ধ বন্ধে

পরমাণু যুদ্ধ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আটকে দিয়েছিলেন সেই খবর প্রকাশ করেছে আমেরিকার একটি সংবাদ মাধ্যম। ভারতের কোনও সংবাদপত্রে সেই খবর আগে কেন প্রকাশিত হল না তার উত্তর কেউই দিতে পারছে না। বিজেপি বিরোধী রাজ্যে সংবাদপত্রগুলি কেবলই মোদির নিন্দায় ব্যস্ত। আবার যারা বিজেপি দলের সমর্থিত রাজ্য তারাও এই সংবাদ প্রকাশ করতে পারেনি। জানেই না মোদি পুতিনের সঙ্গে কী কথা হয়েছিল যখন মোদি পুতিনকে বলেছিলেন, এটা যুদ্ধের সময় নয়। ভারতের সংবাদপত্রগুলির সাংবাদিকেরা কি কেবল পরনিন্দা এবং পরচর্চা করতে ব্যস্ত থাকে তা নিয়ে সর্বত্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি বিরোধী জোট ইণ্ডিয়া শক্তিশালী হতে পারলো না তার জন্যও মোদিকে দোষারোপ করা হচ্ছে। মোদি ইডি সিবিআই এর মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে বিরোধী দলের নেতাদের ধরিয়ে দিচ্ছে। একশো দিনের টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। এই সব ব্যাপারে বহু রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দেশের শীর্ষ আদালতে গিয়ে মামলা করেছিল। কিন্তু সেই সব মামলার প্রায় রায়গুলি রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে গিয়েছিল। এবারে সিএএ নিয়ে পড়েছে বিরোধী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। তারা সিএএ চাইছে না। এদিকে বিজেপি দলের একজন নেতা বলেছেন সিএএ যারা চাইছে না তারা তাহলে বাইরের লোকেদের ভোটে এতদিন ধরে ক্ষমতা দখল করেছিল। এবরে সিএএ আসতেই তারা ভয় পেয়ে গিয়েছে। সিএএ বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। আসলে ভারতের মতো একটি দেশে কেন বিদেশি লোকেরা বসবাস করবে তারা ভোটে অংশ গ্রহণ করবে। তারা ভারতবাসী বলে দাবি কবে তা নিয়ে কারোর মাথা ব্যথা নেই। বেশ কয়েকটি রাজ্য এর বিরোধিতা করে প্রকাশ্য জনসভায় সিএএ এর নিন্দা করতে শুরু করেছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলে দেওয়া হয়েছে যারা দেশের লোক নন তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে। প্রকৃত ভারতবাসীরা ভারতে থাকার অধিকার পাবে। তার বাইরে আর কাউকে ভারতের রাখা হবে না। এর পরে আগামি দিনে শিশুর জন্ম হলেই নাগরিকত্ব অধিকার সম্বলিত কার্ড দেওয়া হবে। যেসব হাসপাতালে শিশু জন্ম গ্রহণ করবে এবং বাবা মা ভারতীয় হলে তাদের নাগরিক হওয়ার অধিকারকে মেনে নেওয়া হবে। শিশুকাল থেকে নাগরিক কার্ড পেয়ে যাবে যেমন ইউরোপ এবং আমেরিকা দেশগুলিতে হয়ে থাকে। লোক সভার নির্বাচন এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। আন্তর্জায়িক স্তরে মোদি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র নেতা হিসাবে স্থান লাভ করেছেন। যার ফলে মোদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন সম্মান দিতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে মোদি থাকলে চিনের অসুবিধা হচ্ছে। কারণ মোদি চিনের চেয়ে জাপানকে বেশি পচ্ছন্দ করে। জাপানের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল থেকে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাপান অনেক সহযোগিতা করেছে। রাসবিহারী বোসকে আশ্রয় দিয়েছে। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি করতে জাপান সহযোগিতা করেছিল। ২০২২ সালেই রাশিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল ইউক্রেনের ওপরে পরমাণু বোমা ফেলবে। সেই সময়ে মোদির রাশিয়াকে বাধা দেয়। যদিও তার সঙ্গে চিনও ছিল। দুই বছর বাদে আজকে এই রথা উছে এলো। মোদির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল।

যুদ্ধেই থাকবে ইজরায়েল

১৯৭৩ সালের মতোই ২০২৩ সালের হামলার ঘটনাকে মেলাতে চেষ্টা করছে ইজরায়েলের বাসিন্দারা। তারা বলতে শুরু করেছে যে ইজরায়েলের পবিত্র দিনেই মৌলবাদীরা ইজরায়েল আক্রমণ করছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যেরকম হামলার মুখে পড়তে হয়েছিল ইজরায়েলকে আজকে সেই রকম একই ধরনের হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে হামাস জঙ্গি সংগঠন। তবে এবারে আরব দেশের জোট এই হামলায় অংশ গ্রহণ করেনি। তারা হামাসকে পিছন থেকে সহযোগিতা করেছিল বলে মনে করে ইজরায়েল। এদিকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে মোসাদের মত্যে শক্তিশালী গুপ্তচর সংস্থা কেন হামলার আগাম কোনও খবর পেল না? নাকি ইঙ্গিত পেলেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি প্রধানমন্ত্রী নিতানিয়াহু সরকার। ইয়ম কিপুরের যুদ্ধের বার্ষিকী উদযাপন করা নিয়ে বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম সংবাদ পরিবেশন করতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই স্মৃতিকে উস্কে দিতেই কি হামাসের এই রকম করে হঠাৎ আক্রমণ করলো? ১৯৭৩ সালে উৎসবে মেতে থাকা ইজরায়েল বাসিন্দাদের ওপরে হামলা করা হয়েছিল। এবারে আরব দেশগুলি অংশ গ্রহণ না করে হামাসের মাধ্যমে গাজা অঞ্চলে দিয়ে ইজরায়েলের ওপরে হামলা করতে শুরু করে দিয়েছে। ইজরায়েলের মোসাদ এবং শিন বেট সহ বেশ কয়েকটি গুপ্তচর সংস্থা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। তাদের গোয়েন্দা দক্ষতার ফলেই আরব দেশগুলি ইজরায়েলের সঙ্গে পেরে উঠছে না। তবে এবারে ইজরায়েল নিজেদের ওপরে এত বেশি করে আত্মবিশ্বাস দেখাতে শুরু করে দিয়েছিল যে তারা এক সময়ে মনে করতে শুরু করে যে আরব দেশগুলি আর ভয়ে ইজরায়েল আক্রমণ করবে না। ইজরায়েল যে আরব দেশগুলি সবচেয়ে বড় শত্রু দেশ সেটা তারা বুঝতে পেরেছে এবং ইজরায়েল শক্তির কাছে তারা বারবার হার মেনেছে। ফলে আরব দেশগুলি এখন ইজরায়েলকে ঘাটাতে সাহস পায় না। ইজায়েলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে এগিয়ে রয়েছে। আমেরিকার পেন্টাগণের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে ইজরায়েল বাহিনীর।।। হামাসের পিছনে কোন শক্তি রয়েছে তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে ইজরায়েল

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে বড় হতে গেলে ছোট হয়ে থাকতে হয়। ছোটরাও বড় হতে পেরেছে। কেউ হঠাৎ করে বড় হয়নি। ধীরে ধীরে পা ফেলে বড় হতে হয়েছে। মা সরদা বারবার একটি কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে জীবনটা বড় কঠিন। এই কঠিন পথটাকে সহজ করতে মায়ের নাম স্মরণ করে সমানের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তাহলে বাধা অতিক্রম করা সম্ভব। নাহলে কিন্তু বাধাকে কোনও রকমভাবে অতিক্রম করা যাবে না। জীবন সত্যটাকে গ্রহণ করে নিতে হবে। জীবন থেকে সেটাকে বাদ দেওয়া যাবে না। মনের ক্লান্তিটাকে দূর করতে হবে। সত্যেকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

মনের মধ্যে একটি দেবতা সব সময়ে অবস্থান করে। তাকে এড়িয়ে চলা যায় না। তিনি সব কিছুই লক্ষ্য রাখেন। কে কি করছে সেটা তিনি লক্ষ্য রাখেন এবং নিষেধ করে থাকেন। তাঁকে উপেক্ষা করে যদি কেউ চলে তাবে পাপ তাকে ভোগ করতে হয়। এটাই হচেছ প্রাকৃতিক নিয়ম। এর থেকে কেউ বাদ পড়েন না। সবাই এই নিয়মের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছেন। ভালো কাজ করলে ভালো ফল পাবেন। আর খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল ভোগ করতে হবে। এটা একেবারে জলের মতো পরিস্কার। এর থেকে রেহাই কেউ পেতে পারে না। কি ধনী বা গরিব। সবাই এই নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর একমাত্র যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাওয়ার অধিকার লাভ করেছিলেন। আর কারোর পক্ষে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

‘সৈনিকের জবানবন্দি’ বইটি ভারতীয় সেনার দলিল- ‘কাঁধে শুধু বন্দুক নয়, মানবতাবোধও থাকে

রবীন্দ্র কুমার শীল

সৈনিকের জবানবন্দি’ বইটা হাতে এলো। দেখলাম একজন সৈনিক হয়ে কীভাবে ভারত দর্শন করেছেন। আজকে না হয় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার তৈরি হয়েছে। কিন্তু আগে সবটাই ভারতের অধীনে ছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলো খণ্ডিত হয়ে। এর জন্য আমাদের লজ্জা হও.া উচিত। আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করেছে। তাদেরকে ব্রিটিশ সরকার খণ্ডিত করতে পারেনি। আসলে ব্রিটিশ সরকার যেসব রাষ্ট্র থেকে চলে গিয়েছে তারাই সেখানকার পরিস্থিতিতে দুর্বল করে দিয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশরা যা দেশের বিশেষ করে ভারতের ক্ষতি করেছে ভৌগলিক দিক দিয়ে তার অন্য কোনও শাসকেরা করে নি। ১৯০৫ সাল থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন দিয়ে শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার হঠাও অভিযান। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছিল ১৯০৫ সাল থেকেই। লর্ড কার্জন এই ভারত ভাগ করা খেলার প্রথম ভাইসরয়। তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিল ভারতের সর্বশেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি ভারতরে ভাগ করে স্বাধীনতা দিলেন। আমরা তা হাত পেতে গ্রহণ করলাম। কাশ্মীরকে সেনা প্রবেশ করিয়ে অর্ধেকটা দখল করে নিল পাকিস্তান। কলকাতাকে দখল করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ভারত ভাগ করে দিয়ে ব্রিটিশ শক্তি যে ধরনের নোংরা খেলা খেলে চলে গেল তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের। আজও ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের বিরোধ। সেই বিরোধকে কেন্দ্র করে চিনের ভারতে প্রবেশ শুরু হয়ে গিয়েছে। চিন কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে চিন প্রবেশ করতে শুরু করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে ভারত বিরাধীরা মাথা তুলে দাঁড়াছে। তার ফলে আজকে ভারত খুবই সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসে তাহলে ভারতকে আরও বেশি করে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। ব্রিটিশ সরকার যে ভারত ভাগ করে দেওয়ার খেলাটা আসলে ভারতকে শক্তিশলী দেশ হতে না দেওয়া। অখণ্ড স্বাধীন ভারত থাকলে আজকে ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত হতো। চিন, রাশিয়া, আমেরিকা, জার্মান, ফ্রান্সের মতো একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হতো। কিন্তু সেটা হতে পারলো না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বেশ কিছু ক্ষমতা লোভী মানুষ মহান ভারতবর্ষ তৈরি করতে বাধা দিল। ভারতবাসীদের গোলামি করে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তৎকালীন ব্রিটিশ প্রশাসন। আজও ব্রিটেন ভারতকে কমনওয়েল দেশের মধ্যে রেখে দিয়েছে। ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা পাওয়ার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সবাইকে। পাকিস্তান ভারত লড়াই চলছে। শ্রীলঙ্কায় ভারত বিরাধীরা এক সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। নেপালেও ভারত বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়েছিল। বাংলাদেশে এখন আবার ভারত বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব দৃশ্যগুলি ভারতীয় সেনারা খুব কাছ থেকে অনুভব করতে পারে। নিজের জীবনকে বাজি রেখে দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হয় সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। ‘সৈনিকের জবানবন্দি’ ভূরেন্দ্রকুমার চৌধুরী এজকন ভারতীয় সৈনিক। তিনি ভারতের ভৌগলিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী বলা যেতে পাবে। তিনি সেনা হয়ে সারা ভারত সফর করেছেন। এমনকী ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সেনা হয়ে পাকিস্তানের সেনাদের সঙ্গে লড়াই করেছেন। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের বিবরণ এই বইটির মধ্যে দিয়ে পাওয়া সম্ভব। ভারতীয় সেনা বিভাগের চৌধুরীরা বেশ সুনাম অর্জন করে থাকেন। জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী, জেনারেল শঙ্কর কুমার রায়চৌধুরী মতো সেনারা ভারতীয় সেনা দলের গর্ব.।। ভূপেন্দ্রকুমার চৌধুরীও ভারতীয় সেনা দলের সদস্য। তিনি এই বইটিতে লিখেছেন, “ ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৫ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইন্দো-পাক প্রথম যুদ্ধে একটি ক্যাটাগরির সেনারা কীভাবে ট্রেনিং নেয়, কীভাবে পোস্টং পায়, রুটিনে কীভাবে জীবন যাপন করে, যুদ্ধের জন্য কীভাবে প্রস্তুতি নেয় এবং কীভাবে যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে-সকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়- সাল তারিখ ধরে ধরে প্রতিটি ঘটনার মূর্ত করে তুলেছি।” একটি ভারতীয় সেনানির জীবনী বলা যেতে পারে এই গ্রন্থটিকে। লেখক ভূপেন্দ্রকুমার চৌধুরীর ‘সৈনিকের জীবনবন্দি’ বর্ণনাগুলি পড়তে পড়তে মনে পড়ে গেল কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতার কথা- ‘প্রিয়তামসু’ ‘সীমান্তে আজ আমি প্রহরী’। নিজের প্রিয়তমাকে ভালোবাসা আর দেশকে ভালোবাসা একটি সৈনিকের কাছে একই রকম। তার মধ্যে কোনও ফারাক নেই। সেই কথাই বারবার ব্যক্ত হয়েছে উঠেছে ভারতীয় সেনা দলের সদস্য ভূপেন্দ্রকুমার চৌধুরীর জবানবন্দিতে। কাশ্মীর নিয়েই শুরু হয়েছে ভারত পাকিস্তানের বিরোধী। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে ভারতকে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। কাশ্মীরকে রক্ষা করতে এবং সেখানতার জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের খতম করতে আজও ভারতীয় সেনাদের লড়াই করতে হচ্ছে। ভারত পাকিস্তান লড়াইটা এখন রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছে। জিইয়ে রাখা হয়েছে। বহু লোকের প্রাণ গিয়েছে এবং এখনও যাচ্ছে। কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ চলছে। ১৯৬৫ সালে যুদ্ধ ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ ভয়ানক অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। একদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী এবং অন্য দিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আয়ুর খান। রাশিয়ার তাসখন্দে চলছে দুই দেশের রাষ্ট্র প্রধানের বৈঠক। মধ্যস্থা করছে রাশিয়া। রাশিয়ার তখন কোসিগিন। ভারত তখন থেকেই রুশ লবিতে ঘুরপাক খেতে শুরু করে দিয়েছে। অন্য দিকে পাকিস্তান মার্কিন লবির মধ্যে দিয়ে চলছে। এই রকম পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনারা বিশাল জয় করে নিয়ে এসেছে। পাকিস্তানের ভূখণ্ড অনেকটা দখল করে নিয়েছে। মার্কিন সরকারের দেওয়া প্যাটন ট্যাঙ্ক পাকিস্তান ভারতের সীমান্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিল। সেই সব শক্তিশালী মার্কিন ট্যাঙ্কের সঙ্গে লড়াই করছে বীর ভারতীয় সেনারা। ভারতের সেনারা সত্যিকারের দক্ষ সেটা বারবার প্রমাণিত হয়ে গেল। ভারতীয় সেনাদের কীরকম করে তৈরি করা হয় তা বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এই বইটির মধ্যে। যারা ভারতীয় সেনা বিভাগে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের কাছে এই বইটি খুবই উপকারে লাগবে। সেনা বিভাগে কাজ করে তার মধ্যে থেকে প্রকৃতির রূপ দর্শন করা সম্ভব তারও নজির স্থাপন করলেন লেখক ভূপেন্দ্রকুমার চৌধুরী। একটি মানুষকে সেনা হিসাবে তৈরি করতে গেলে কতখানি শ্রম দিতে হয় তা এই বইটি পড়লে বুঝতে পারা যাবে। সেনা প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময়ে লেখক বেনারসে ছিলেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁকে পড়াশুনা করতে হয়েছে। সেনা জীবনে ছুটি পাওয়ার মধ্যে একটি অসীম আনন্দ রয়েছে। লেখক যখন সেনা হিসাবে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তখন মাতাধীন নামে তাঁর একজন বন্ধু ছিল। সেই বন্ধু যখন ছুটি মঞ্জুর হল তখন লেখক অনুভব করলেন, “ গরম ছিল বেশ। রাত সাড়ে দশটায় খেয়েদেয়ে ‘চারপাই’ ব্যারাকের বাইরে নিয়ে ঘেষের সঙ্গে কী একটা কথা বলতে মাত্র বসেছি। ইউনির্ফম পরে একটা উৎফুল্ল হৃদয়ের সজীব হাসি নিয়ে মাতাধীন আমার হাতটি ধরে বললে, ছুটিতে যাচ্ছি। এইমাত্র ওয়ারেন্ট (রেলের পাশ) পেয়েছি।ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই। চলি’ কথা বলার সময় পেলাম না। দ্রুতবেগেই সে বেরিয়ে গেল। আমি বিস্ময়ানন্দে ওর যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখের সমানে ভেসে উঠল রাজস্থানের পথে মাতাধীনের অনির্বচনীয় আনন্দময় হৃদয়ের অভিযাত্রীর প্রতিচ্ছবি। দীর্ঘ অদেখার পর সে মিলিত হবে প্রতীক্ষারত তার প্রিয়তমা স্ত্রীর সঙ্গে। ফৌজীজীবনের এ এক আনন্দকরুণ মিলন মুহূর্ত। বিচ্ছেদ বিষাদের পর অপূর্ব প্রশান্তি। মানব-মানবীর প্রেমের চিরন্তন জীবন গাঁথা। এ যেন সর্বব্যপী, অবিনশ্বর।” লেখকের এই বর্ণনার সঙ্গে কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘প্রিয়তামসু’ কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সেনা বাহিনী সদস্য না হয়েও তিনি সেনা জীবনের মধ্যেও যে একটি প্রেমের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয় তার সন্ধান পেয়েছিলেন। আর ‘সৈনিকের জবানবন্দি’ বইটির লেখক ভূপেন্দ্রকুমার চৌধুরী স্বয়ং সেনা সদস্য হয়েও তিনি একজন মানব প্রেমিক। প্রকৃতি প্রেমিক। আমরা দূর থেকে একটি সেনাদের দেখতে মনে করি তারা সব সময়ে রাইফেল কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আসলে তা নয়। তারাও সেনা পোশাক ছেড়ে অতি সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করে থাকে। ১৯৬২ সালে বিনা প্ররোচনায় আন্তর্জাতিক যাবতীয় রীতি নীতি জলাঞ্জলী দিয়ে চিন ভারতের ওপরে আক্রমণ শানাল। দিল্লি যতদিন চিনকে আক্রমণকারী প্রতিবেশী শত্রু বলে ঘোষণা না করেছে, আরা সেভাবে তাদেরকে মুখতোড় জবাব দিতে পারিনি। দ্বিতীয়তঃ আমরা অপ্রস্সুত ছিলাম। আমাদের খুপিয়া এজেন্ট দুর্বল ছিল। ইলেকট্রনিক টেকনোলজির তখন কিছুই উন্নতি হয়নি। সমরাস্ত্রের অপ্রতুলতা ছিল। সামরিক শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্র ছিল সীমিত। কাজেই চায়নিজ আক্রমণে ভারতীয় ফৌজকে রক্তস্নাত হয়ে হয়েছিল-একথা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়।” লেখক নিজে সৈনিক ছিলেন। তিন যখন নাথাং-এ (সিকিম) এসে উপস্থিত হলেন ভারত-চিন সীমান্ত। ১৯৬২ সালের পর ভারত সরতার এখনকার রাস্তাগুলি চওড়া করেছে যাতে করে সেনা বাহিনীর গাড়ি ঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারে। চিন ভারত যদ্ধের সময়ে নয়জনন ভারতীয় সেনাদের বন্দি করে নিয়ে গিয়েছিল চিন। এইখানেই তিব্বতি চায়নিজদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়েছিল। ইংরেজ সেনারা আর এগোতে পারেনি। এখানাক একটি উঁচু জায়গায় ঢিবির মতো করা আছে। ইংরেজিতে নির্মাণকাল লেখা রয়েছে ১৯১৭ সাল। মৃত ব্যক্তিদের সাল দেওয়া আছে ১৮৮৮ সাল। মনে হয় ১৮৮৮ সালে ব্রিটিশ চাইনিজ যুদ্ধ এখানে হয়েছিল। প্যাডং একটি ট্রানজিট পয়েন্ট। ক্যালিম্পং থেকে এই ক্যাম্পটি বারো তেরো মাইল দূরে। ডামডিম, জলপাইগুড়ি। রাংলি ট্রানজিট পয়েন্ট। ১৫ জানুয়ারি আর্মি ডে। সেনা দিবস। প্রতি বছরই ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। লেখক যখন সৈনিক ছিলেন তখন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন ওয়াই বি চৌহান। লেখক মনে করেন ১৯৬২ সালে চিনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হলে ভারতের প্রতিরক্ষা দফতর বুঝতে পারে ভারতকে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানে যুদ্ধ হয়েছিল। সেই সময়ে ভারত পাকিস্তানের কচ্ছ এলাকা দখল করে নেয়। পাকিস্তান সেই সময়ে আমেরিকার দেওয়া প্যাটন ট্যাঙ্ক ব্যবহার করেছিল ভারতের বিরুদ্ধে। কথা ছিল পাকিস্তান এই ট্যাঙ্ক ব্যবরা করবে না ভারতের বিরুদ্ধে। কিন্তু পাকিস্তান সেই কথা রাখেনি। পাকিস্তান চুক্তিভঙ্গ করলে আমেরিকা কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন লেখক। একজন ভারতীয় সেনা হয়ে ক করে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হয় তা অভিজ্ঞতা এই বইটির থেকে পাওয়া যায়। শুধু তাই নয় সেনা বিভাগে গিয়ে কীভাবে শরীরকে শক্ত করে দক্ষ সেনা হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করা যেতে পারে তার কথা লেখক লিখেছেন। সেনারা কাঁধে বন্দুক নিয়ে ঘুরলেও হাতে কলম কিন্তু তাঁর থেমে থাকেনি। তিনি যেখানে যে রকম পরিস্থিতি দেখেছেন এবং প্রাকৃতি শোভা দেখেছেন তার বর্ণনা করে গিয়েছেন। হিমালয়ের পাদদেশে সেনা হিসাবে তাঁর কাজের অভিজ্ঞতা বেশি। সেই অভিজ্ঞতার পাশাপাশি হিমালয়ে যে অপরূপ শোভা বর্ণিত করে গিয়েছেন লেখক তা একজন সেনার কাছে বলতে গেলে অসাধারণ। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামও সেনা বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেনা হিসাবে কাজ করলেও তিনি হাতের কলমকে থামতে দেননি। ব্রিটিশ ভারত রাজত্বকালে করাচির সেনা ছাউনিতে বসে নজরুল কবিতা গান চর্চা করতেন। লেখক ভূপেন্দ্রকুমার চৌধুরী যেভাবে সেনা জীবন বর্ণনা করেছেন এর আগেও বেশ কয়েকটি বই এই রকমভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সব বইগুলির নাম হল- ‘আরাকান ফ্রন্ট’, শান্তিলাল রায়, ‘অগ্নি দিনের অনামা সৈনিক’ লেখকঃ সঙ্কর্ষণ রায়, ‘মহাসমরের বুকে’ লেখক- নীহাররঞ্জন গুপ্ত, ‘আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে’ লেখক ঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এই রকম আরও বই আছে। তবে সেনা লেখককে ধন্যবাদ দিতে হয় তিনি ভারতীয় সেনা হয়ে অপরূপ লেখনী দিয়ে পরিপূর্ণ সেনা জীবনের ছবি সবার হাতে তুলে দিলেন। দক্ষতার সঙ্গে তিনি দিনলিপি বর্ণনা করে গিয়েছেন। আমরা ভারতীয় সেনাদের জন্য গর্বিত তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতীয় সেনারা কাঁধে বন্দুক নিতে পারে তারা কিন্তু মানবিকদিকটাকে বিসর্জন দিতে পারে না। মানবিকতাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে ভারতীয় সেনারা।

আচার্য প্রফুল্ল রায়ের প্রেরণায় - বাঙালির আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠান ‘সাধনা ঔষধালয়’

সাধনাঔষধালয়, ঢাকা। আজকের দিনে বড় বেমানান এই প্রতিষ্ঠান। দোকান বন্ধ। অথচ কর্মচারীদের এখনও বসিয়ে বসিয়ে মাহিনা দেয়। সারা ভারতবর্ষে তথা বর্তমান বাংলাদেশে এটি একটি বিরল ঘটনা। আজ ফিরে দেখা সেই ইতিহাস। ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গ। চারিদিকে তখন স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার। বিদেশি পণ্য বয়কট কর। দেশীয় শিল্প গড়ে তুলতে নেমে পড়লেন একদল উদ্যোগী বাঙালি যুবক। নেতৃত্বে বিশ্ববিখ্যাত বাঙালী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। একের পর এক দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। এইচ বোসের কলের গান, কেশতেল, দেলখোশ সুবাস, সি কে সেনের জবাকুসুম, বেঙ্গল পটারি,বেঙ্গল গ্লাস ফ্যাক্টরি, পি এম বাকচির কালি, সুগন্ধি, মোহিনী মিলের কাপড়ের কারখানা,সেন রেলের সাইকেল কারখানা এবং স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিক্যাল আরও কত শিল্প। আর এই পথ ধরে এক বাঙালি যুবক গড়ে তুললেন সাধনা ঔষধালয়। নাম তার যোগেশচন্দ্র ঘোষ। সেই আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের এম এ। ভাগলপুরে অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে মাস্টারমশাই আচার্য পি সি রায়ের অনুপ্রেরণায় গড়ে তুললেন আয়ুর্বেদ ঔষধের কারখানা। তার নাম হল সাধনা ঔষধালয় ঢাকা। অচিরেই এই প্রতিষ্ঠানের নাম সারাভারতে ছড়িয়ে পড়ল। সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রতিষ্ঠানের ওষুধ ব্যবহার করতেন। ১৯২৪ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র নিজে এলেন ঢাকায়, পরিদর্শন করে গেলেন সাধনা ঔষধালয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জ্বর হলেই এই প্রতিষ্ঠানের ওষুধ খেতেন। সেই সময় প্রায় চারশোর বেশি শাখা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। পণ্য রফতানি হত আমেরিকা, চীন, ইরাক, ইরান, আফ্রিকার দেশে। এবার এল সেই দিন! ১৯৭১ সাল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। যোগেশচন্দ্র পরিবারের সকলকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। শত বলা সত্ত্বেও বাংলাদেশ ছেড়ে গেলেন না। বললেন, মরলে এখানেই মরবো। তবু এদেশ ছেড়ে কোথাও যাবো না। ফলে যা হবার হল। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস। সশস্ত্র খান সেনেরা কারখানায় এলো। গুলি করে খুন করল যোগেশচন্দ্র ঘোষকে। তবু ফ্যাক্টরি বন্ধ হল না। কারণ সাধনা ঔষধালয়ের প্রডাক্টের তখনও প্রবল চাহিদা। একশো তিরিশটা দোকান চলছে ভারতে। কলকাতায় তিরিশটা শাখা। দাক্ষারিস্ট,চ্যবনপ্রাশ, সারিবাদি সালসা, জ্বরের ওষুধ,বিউটি ক্রিম আরো কত প্রডাক্টের তখনও হেভি ডিমান্ড। ৮০ সাল পর্যন্ত কোম্পানি চার কোটি টাকা লাভ করেছে। তারপর ২০০৮ থেকে ২০১২ কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায় আধুনিকীকরণের অভাবে। অনেক দোকান তবু খোলা ছিল। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া বন্ধ হল না। তাদের চলবে কিভাবে? সারা ভারতবর্ষে এই ঘটনা এক বিরল দৃষ্টান্ত। যেখানে মালিকরা শ্রমিক কর্মচারীদের পি এফ, গ্র্যাচুয়াটির টাকা মেরে দেয় সেখানে যোগেশচন্দ্ররা ব্যতিক্রম তো বটেই। সব মালিক যদি এরকম হত! এই কোম্পানির জীবিত একমাত্র বংশধর হলেন শীলা ম্যাডাম। তিনিই উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তমানে কোম্পানির মালিক। তিনি বিবাহ করেননি। তিনি আধ্যাত্মিকতা নিয়ে থাকেন। এই কোম্পানির বর্তমানে কিছু দোকান এখনও খোলা আছে। অনেক ওষুধই নেই। বিক্রি একরকম নেই। কর্মচারীরা বলেন আজকের দিনে ৩৪ টাকা কিংবা ৫৫ টাকায় কোন ওষুধ পাওয়া যায়? দাম বাড়ানো দরকার। কিন্তু শীলা ম্যাডাম অনড়। তিনি বলেন অল্প লাভ রেখে গরীব মানুষের পাশে একটু দাঁড়ালে ক্ষতি কি? অত টাকা করে কী লাভ? যতদিন পারে চলুক। তবু টিমটিম করে জ্বলছে শতবর্ষের বেশি প্রাচীন সাধনা ঔষধালয়। এখনও কলকাতা ও রাজ্যের বুকে দু’একটা রঙ চটা সাধনা ঔষধালয়ের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে যার একটি আজও বিদ্যমান। সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা একটি আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠান। কালের নিয়মে একদিন হারিয়ে যাবে এই প্রতিষ্ঠান। শুধু জেগে থাকবে এক দেশপ্রেমিক বাঙালির স্বপ্ন, সাধনা ঔষধালয়। শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিবা জানাতে পারি আপনাকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়।

বারাণসীর কড়চা ঃ কাশী শুধু ধর্মীয় পীঠস্থান ‘ধ্রপদি সঙ্গীত মেলা’র প্রাণকেন্দ্র

জয়দেব দাস, কাশী

আদিযোগী মহাদেব মহামায়া দেবী পার্বতীকে বেছে নিয়েছিলেন, বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তির মূর্ত প্রতীক রূপে। সেই মহা মিলনের প্রতীকই শিবরাত্রি। কাশীর প্রধান শিব মন্দির, বিশ্বনাথ দরবার থেকে শুরু করে বিশ্বনাথ মন্দির মহন্ত আবাস, গৌরী কেদারেশ্বর, স্বয়ম্ভু তিলভাণ্ডেশ্বর এবং জাগেশ্বর মহাদেব মন্দির এবং অন্যান্য শিব মন্দিরে বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় শিবরাত্রিতে। এদিকে কাশী নগরী মেতে ওঠে উৎসবে, অনুষ্ঠানে ও সাংগীতিক আসর। কাশীর সাংগীতিক আসরগুলির মধ্যে তুলসী ঘাটের ‘ধ্রুপদ মেলা’ এক বিশেষ আকর্ষণ। ‘ধ্রুপদ মেলা’ ধ্রুপদী সঙ্গীতের একটি পাঁচ দিনব্যাপী উৎসব। পাঁচ দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে সারা ভারত থেকে কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পীরা অংশ নিতে এবং তাদের পরিবেশনা দেখাতে ও সুনতে অনেকে বিদেশ থেকেও আসেন। ধ্রুপদ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাচীনতম ধরনগুলির মধ্যে একটি। ধ্রুপদ শব্দের উৎপত্তি ধ্রুব এবং পদ শব্দ থেকে (ধ্রুব মানে স্থির এবং পদ মানে শব্দ)। আচার্য ভরতের নাট্য শাস্ত্রে ধ্রুপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কাশীর তুলসী ঘাটে ধ্রুপদ মেলার ইতিহাস আজ এক নজির পেশ করতে সক্ষম হয়েছে, মেলার সুবর্ণবর্ষ পালন করে। ধ্রুপদ, মূলত রাগ সঙ্গীতের একটি ধারা। ধ্রুপদ অর্থ হলো ধ্রুব পদ। ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগ থেকেই ভারতীয় রাগ-সংগীতে এই স্বতন্ত্র ধারার বিকাশ লাভ শুরু হয়। ঐ সময় হতে এধরনের গানের অর্থাৎ গীতরীতির প্রচলন বর্তমান কাল পর্যন্ত চলে আসছে। এই ধরনের গানে -স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ নামে চারটি ‘কলি’বা ‘তুক’ থাকে। কোনও কোনও গানে দুটি তুকও থাকে। এই ধরনের গানে বিশেষ করেই রাগের বিশুদ্ধতা বজায় রাখা হয়। গানের কথাগুলি সাধারণত ভক্তি ও প্রকৃতি বর্ণনামূলক। এ জাতীয় গানের মধ্যে কোনও প্রকার চাঞ্চল্য থাকে না। ধ্রুপদকে উচ্চাঙ্গসংগীতে সবচেয়ে অভিজাত বলা হয়। ধ্রুপদ তীর্থ নামে বিশ্বখ্যাত কাশীর তুলসী ঘাটে ধ্রুপদ মেলার সুবর্ণ জয়ন্তী সংস্করণ শুরু হয়ে ৫ মার্চ থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন দেশের তিরিশেরও বেশি উচ্চমানের সঙ্গীত শিল্পী। আয়োজক ডক্টর বিশ্বম্ভরনাথ মিশ্র’র কথায় ,“ প্রাচীন আমলে জনপ্রিয় ধ্রুপদ শৈলীকে পুনরুজ্জীবিত করতে ১৯৭৪ সালে ধ্রুপদ মেলার ভিত্তি স্থাপিত হয়। ” ভাবরা প্রভ পদ্মা ইনস্টিটিউট দ্বারা গঠিত ভারতীয় ধ্রুপদ মেলা কমিটি ১৯৭৫ সালে অস্তিত্ব লাভ করে। এটিই একমাত্র সঙ্গীত উৎসব যার জন্য বিদেশ মন্ত্রক ভিসা জারি করে। প্রতিবছর ধ্রুপদ মেলায় দেশের নির্বাচিত সঙ্গীতজ্ঞদেরও সম্মানিত করা হয়। দেশে এমন কিছু শিল্পী আছেন যাদের তিন থেকে চার প্রজন্ম এই মঞ্চে নিজের সঙ্গীত পরিবেশিত করেছে। কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাট্য আকাদেমি দিল্লির অনুদানে এই উৎসব ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ সালে উদ্বোধন করেন সংকটমোচন মন্দিরের প্রাক্তন মহন্ত অধ্যাপক ড. বীরভদ্র মিশ্র। কাশীরাজ সাওয়ান্ত ১৯৭৬ সালে, বিভূতিনারায়ণ সিং কাশীরাজ বিদ্যা মন্দির ট্রাস্ট পৃষ্ঠ পোষক হন এবং আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন। প্রোফেসর বীরভদ্র মিশ্রের আহবানে, এই মেলা শিবরাত্রির দুই দিন আগে উদযাপন অব্যাহত ছিল, এখন এটি তিন দিন আগে শুরু হয়। সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত পাখাওয়াজ মুখতার মহন্ত পন্ডিত, অমরনাথ মিশ্র, ড.রাজেশ্বর আচার্য এবং সঙ্গীত শিল্পি আশুতোষ ভট্টাচার্য (আশু বাবু)। আশুতোষ ভট্টাচার্য কাশীর সঙ্গীত জগতের এক বিরাট নাম। আশু বাবু নামে খ্যাত এই শিল্পির শিশ্যকুল শুধু ভারতেই নয় বিদেশেও বর্তমান। তাঁর এক শিশ্য শ্যেন ফ্লিন্দেল নিজের স্মৃতি চারণে বলেন, আশু বাবু আমার তবলার শ্রদ্ধেয় গুরু-জি, প্রয়াত পণ্ডিত কবিরাজ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ডাকনাম , একজন সত্যিকারের মহান মানুষ, ...

(ক্রমশ)

দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে শুরু হল মায়াপুর ইসকনের নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ১২ মার্চ ঃ আসন্ন দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে মায়াপুর ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে ১৫ হাজার দেশি - বিদেশি ভক্ত নিয়ে শুরু হল সাত দিন ব্যাপী নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। সাত দিনব্যাপী পদব্রজে ৭২ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করা। নিয়ম মেনে প্রতি বছর দোল উৎসবের আগে এই পদব্রজে পরিক্রমায় শামিল হন মায়াপুরের ইসকনের হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ। মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হল সাত দিনব্যাপী নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। পদযাত্রায় অংশ নিয়েছে দেশি- বিদেশি মোট হাজার ১৫ ভক্ত। সন্ন্যাস গ্রহণের আগে নবদ্বীপের যেসব জায়গায় নিমাই অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের যাতায়াত ছিল, সেই সমস্ত জায়গায় সংকীর্তন সহযোগে পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে নবদ্বীপে দোল উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। কারণ একটাই, নবদ্বীপ-মায়াপুরের দোল যত না শ্রীকৃষ্ণের, তার থেকে অনেক বেশি শ্রীচৈতন্যদেবের। তাঁর আবির্ভাব তিথি পালনই হল এখানকার দোলের মূল আকর্ষণ। দোলের আগে সাত দিন ধরে চলে নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা। নিতান্তই পথ হাঁটতে কেউ অক্ষম হলে অন্তত একটি দিন - চৈতন্যধাম নবদ্বীপের ভগ্ন দেউল, নদীর পাড়, প্রান্তর, পাড়া গাঁ ছুঁয়ে যাওয়ার রীতিও আছে। নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা করতে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন হাজার হাজার ভক্ত। মোট সাত'টি দল পৃথকভাবে শুরু করেছে পরিক্রমা। মায়াপুর ইসকনের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল থেকে বিশ্বের বহু দেশ থেকে আসা মোট ১৫ হাজার দেশি- বিদেশি ভক্তকে নিয়ে আমাদের পরিক্রমা শুরু হয়েছে। কাজের সুবিধার জন্য এদের ৭ টি দলে ভাগ করা হয়েছে। টানা সাতদিন, ছ'রাত ধরে চলবে পরিক্রমা। আগামী ১৯ মার্চ আমাদের পরিক্রমা শেষ হবে। সূত্রের খবর, ভাষার ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে ইসকনের সাতটি পরিক্রমার দলকে। কেবলমাত্র বিদেশি ভক্তদের নিয়ে একটি দল। পরিক্রমায় সেই দলটি 'ইন্টারন্যাশনাল' নামে চিহ্নিত। এবছরও কয়েক হাজার ভক্ত ওই দলে সামিল হয়েছেন। হিন্দিভাষীদের জন্য করা হয়েছে একটি পৃথক দল। ওই দলেতেও রয়েছেন প্রচুর ভক্ত। 'গীতাকোর্স ভক্তবৃন্দ' নামে রয়েছে বাংলাভাষীদের একটি দল, যাতে দুই বাংলার সঙ্গে অসম, ত্রিপুরার বাঙালিরা শামিল। গৃহী ভক্তদের জন্য 'নামহট্ট' নামে একটি দল রয়েছে। সেই দলে রয়েছেন প্রায় হাজার পাঁচেক ভক্ত। রসিক গৌরাঙ্গ দাস জানান, পদ যাত্রার মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি, মৈত্রী ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের জন্য এই পরিক্রমার আয়োজন।

বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে বর্ধমানে স্মৃতি ইরানি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমানে, ১২ মার্চ ঃ চারটি লোকসভা কেন্দ্রের সভাপতিদের নিয়ে বিজেপির ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটির গুরুত্বপূর্ন বৈঠকে যোগ দিতে মঙ্গলবার বর্ধমানে এলেন নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সংখ্যালঘু দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এদিন বর্ধমান সদর জেলা বিজেপির কার্যালয়ে আয়োজিত ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান - দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সভাপতি অভিজিত তা সহ বোলপুর ও বীরভূমের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সামনেই লোকসভা নির্বাচন, আর এই নির্বাচনে রণকৌশল কি হবে, কোন কোন ইস্যুতে বিরোধীদের আক্রমন করতে হবে, মানুষের কাছে কোন কোন ইস্যুগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হবে এবং সন্দেশখালি ও সিএএ নিয়ে কিভাবে নির্বাচনে প্রচার চালাতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে কিছু রুপরেখা দিয়ে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলে বিজেপি সূত্রে জানা গেছে। তবে এদিন দেরি করে আসায় সভায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি বীরভূমের বিজেপির সভাপতি ধ্রুব সাহাকে। বৈঠক চলাকালীন মিটিং কক্ষের বাইরেই বসে থাকতে হলো তাকে। যদিও ধ্রুব সাহা এই বিষয়ে জানিয়েছেন যে, বিজেপির মত শৃঙ্খলাবদ্ধ দলে এই ধরনের ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। তাদের একটাই লক্ষ্য তৃণমূল মুক্ত বাংলা। বিজেপিই জিতবে। মোদী জি ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৪২টি আসনে জেতার জন্য বার্তা দিয়েছেন। এদিন উল্লাস থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে নিয়ে বিজেপির সদর কার্যালয় পর্যন্ত মিছিল করে আসে দলীয় কর্মীরা। এরপর বৈঠক শুরু হয়। বৈঠক শুরুর বেশ কিছুক্ষণ পর ধ্রুব সাহা এসে পৌঁছান। এরপর তিনি মিটিং কক্ষে ঢুকতে গেলে তাকে জানানো হয় স্মৃতি ইরানি আর কাউকেই প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। ফলে মিটিং চলাকালীন সারাক্ষণ বাইরেই বসে থাকতে হয় ধ্রুব সাহা কে। বিজেপির কাছে ব্যাক্তি নয় শৃঙ্খলাটাই আগে, তাই দলের গাইড লাইন মেনে চলাটা ছোট বড় সকল কার্যকর্তাদের কাছে সমানভাবে প্রযোজ্য বলে জানিয়েছেন বর্ধমান বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অভিজিত তা।

২৪৯ কোটি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ মার্চ ঃ হাবড়া থেকে বীরভূমে ৪৯ টি প্রকল্পের জন্য ২৪৯ কোটি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। যার মধ্যে রয়েছে পথশ্রী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ময়ূরেশ্বরে পাঁচ কোটি টাকা প্রকল্পের পানীয় জল সরবরাহ, রামপুরহাট এক ব্লকে আয়াসে ১২ কিমি রাস্তা, রামপুরহাট দুই ব্লকের মাড়গ্রামে আশি লক্ষের অধিক অর্থ ব্যয়ে কমিউনিটি হল, মুরারইয়ে কমিউনিটি হল, নলহাটিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ক্লাসরুম, তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের অধীন আটটি রাস্তার উদ্বোধন হয় এদিন। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা ও ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন। এদিন মন্ত্রী বলেন, মোদী চমক দেওয়ার জন্য ক্যা লাগু করেছে। আসলে বিভাজনের রাজনীতি করে এনআরসি চালু করে মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে চাইছেন বিজেপি।

পূর্বস্থলীতে গ্রামীন হাসপাতালে নতুন ওয়ার্ড ও জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১২ মার্চ ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদানঘাট থানার অন্তর্গত চাঁদপুরে শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নবনির্মিত ১০০ শয্যা বিশিষ্ট অতিরিক্ত একটি ওয়ার্ডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল মঙ্গলবার। এছাড়াও শ্রীরামপুর গ্রামীণ হাসপাতালের অধীন নবনির্মিত ব্লক পাবলিক হেলথ ইউনিটেরও উদ্বোধন করা হয় এদিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি এই দুটি জনমুখী প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্বস্থলী ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক দেবাশীষ নাগ, পরিমল দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। নবনির্মিত ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ওয়ার্ড- এর জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকা এবং পাবলিক হেলথ ইউনিটের জন্য প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে এই দুটি প্রকল্পের জন্যই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বোলপুর লোকসভায়

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১২ মার্চ ঃ বোলপুর লোকসভায় নির্বাচনের আগে ফের বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চাড়া দিল বীরভূমে। কীর্ণাহারে এবার বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়া সাহার বিরুদ্ধে পোস্টার সাঁটালো বিক্ষুব্ধগোষ্ঠী। এই নিয়ে চাপান উতোর চলছে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে। বিজেপির প্রাক্তন নেতা বিনয় ঘোষ বলেন, নড়বড়ে প্রার্থী হলে তৃণমূলের সুবিধা তারা কেন লিখবে? এটা বিজেপি সমর্থকের কাজ। কারণ বোলপুর লোকসভায় অনেক যোগ্য লোক ছিল। বোলপুরে এই প্রার্থী অনেকের পছন্দ হয় নি। তারাই এসব করেছে। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, বিজেপির কোন অস্তিত্ব নেই। তারা এনআরসি লাগু করে মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নিতে চাইছে।

Office of the Block Development Officer Chanditala-I Dev. Block MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 33-PS/CH-I/2023-24 dt: 06/03/2024. NIT No: 16/BDO/CH-I/2023-24 dt: 06/03/2024. NIT No: 17/BDO/CH-I/2023-24 dt: 12/03/2024**. For details Pl. contact the Office of the Block Development Officer, Chanditala-I Dev. Block, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/- Block Development Officer
Chanditala-I Dev. Block
Mashat, Hooghly**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মহঃ সামসুদ্দিন মন্ডল, পিতা মৃত মহঃ রহিম বক্স মন্ডল, সাং- বনমালিপুর ইস্ট, পোঃ ও থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা- ৭০০১২৪, নিম্ন বর্ণিত জমি বাংলাদেশের খুলনা জেলার পোঃ ও থানা- শিরোমনি, খানজাহান আলি, সাকিন- যোগীপোল নিবাসিনী আকলিমা খাতুন ওরফে আকলিমা বিবি (স্বামী মোর্তজা আলি বিশ্বাস) এবং ওই দেশের সারক্ষীরা জেলার পোঃ- সাউথ শেরপুর- ৯৪৪০, থানা- কালিয়াগঞ্জ, সাকিন- কুশলিয়া নিবাসিনী কোহিনূর বেগম ওরফে কোহিনূর বিবি, (স্বামী মৃত আব্দুল গনি তরফদার) উভয়ের পিতা মৃত আব্দুল আলিম মন্ডল দ্বয়ের দ্বারা খুলনা, বাংলাদেশের নোটারী পাবলিক এ্যান্ড কমিশনার অফ ওথস্ সমীপে রেজিস্ট্রিকৃত (রেজিঃ নং ১৩৫, তাং ০৪।০৮।১৯) পরবর্তীতে তাহা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কালেকটর বারাসাতের 07/XL/RM OF 2019 নং কেস মূলে অনুমোদিত জেনারেল পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বলে মাননীয় বি.এল. এ্যান্ড এল. আর.ও. বাদুড়িয়া অফিসে ইং ১৮।০২।২৪ তারিখে মিউটেশান করিতে কেস জমা করিয়াছেন। যদি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কাহারো কোনপ্রকার স্বত্ব, দাবি অধিকার ইত্যাদি থাকে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে আইনানুগ প্রমাণ পত্রাদি সহ আপত্তি জানাইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

তপশীল সম্পত্তিঃ জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, থানা- বাদুড়িয়া, জে. এল. নং- ৫৩, মৌজা- শেরপুর, এল. আর. খতিয়ান নং. ২২১৭, ২২১৬ ও ২২১৯, এল. আর. দাগ নং. ৪৪৫, ৪৫৪ / ১৮৬৪, ৪৬১, ৫৬৫, ৫৬৪, ৬২৩, ৬৮৯, ৭৫০, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৯২ ও ১০৩১, দলিল নং ঃ ১১৮৫০ / ২০২৩ / ১১৮৫১ / ২০২৩

শেখ. সফিকুল ইসলাম
উকিল
ডিষ্ট্রিক ও সেশন জর্জ কোট
উত্তর ২৪ পরগণা, বারাসত

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, লিলুয়া, হাওড়া, পিন- ৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সরকারি সংস্থা/সরকার অধীনস্থ সংস্থার যথাযথ তালিকাভুক্ত এবং রেলওয়ের নামী, অনুমোদিত এবং যোগ্য কন্ট্রাক্টরদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **ক্রমিক নং ১, টেন্ডার নং : ইএনজিজি- ১৪-২৩-২৪-এলএলএইচ ওপেন। কাজের নাম:** সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়াতে নতুন ৬০ কি লি ক্ষমতার জলের ট্যাঙ্কের জন্য নতুন পাইপলাইন স্থাপনের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ৬৪,৪২,৫৯১.৮৮ টাকা। **বায়নামূল্য :** ১,২৮,৯০০ টাকা। **ক্রমিক নং ২, টেন্ডার নং : ইএনজিজি-১৬-২৩-২৪-এলএলএইচওপেন। কাজের নাম :** লিলুয়া রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়াতে ড্রেনেজ প্রণালীর জরুরী মেরামতি ও সংস্কার এবং সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য :** ৯,৪১,৩৫৫.২৫ টাকা। **বায়নামূল্য :** ১৮,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য প্রতিটির জন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ২৭০ দিন (ক্র.নং ১-এর জন্য) ও ১২০ দিন (ক্র.নং ২-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৫.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রতিটির জন্য। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।

(MISC-271/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

মহিলা থানার উদ্যোগে স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১২ মার্চ ঃ প্রত্যেক মেয়েকেই তার আত্মসম্মানবোধ নিজেকেই রাখতে হবে, চোখের মধ্যে একটা আলাদা তেজ থাকতে হবে, পড়াশোনা কে মান্যতা দিতে হবে স্বনির্ভর হতে হবে পাশাপাশি সমাজের ঘটে চলা অপরাধগুলোর দিকে নজর রেখে নিজের সতর্ক হতে হবে এবং অন্য কেউ সতর্ক করতে হবে, প্রয়োজনে পুলিশের সহযোগিতা নিতে হবে। এমনটাই জানালেন এইদিন পূর্ব বর্ধমান মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ ও মহিলা থানার উদ্যোগে ও বর্ধমান সহযোদ্ধার সহযোগিতায় তালিত গৌড়েশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে জেলা পুলিশের স্বয়ংসিদ্ধা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস , প্রধান শিক্ষক নিখিল খাঁ, সহযোদ্ধার সহসভাপতি ফাল্গুনি দাস রজক সহ বিদ্যালয়ের ১৫০ জন ছাত্রী । মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কবিতা দাস এদিন তার বক্তব্যে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, স্বয়ংসিদ্ধা কি এবং স্বয়ংসিদ্ধ হতে গেলে কি প্রয়োজন। পাশাপাশি তিনি এও বলেন কিভাবে মানব পাচার কম বয়সে বিয়ে এবং সাইবার ক্রাইমের মতো অপরাধ থেকে দূরে থাকা যায়। সমাজে ঘটে চলা নিত্যদিন অপরাধ শিশু পাচার, কম বয়সে বিয়ে মানব পাচার সহ বিভিন্ন অপরাধ মূলক কাজকর্ম থেকে যাতে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সচেতন হয় তার জন্য জেলা পুলিশ অহরহ প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। জেলা পুলিশের মহিলা থানার এই কাজ এবং বর্ধমান সহযোদ্ধার সহযোগিতায় খুশি সাধারণ মানুষ থেকে অভিভাবক অভিভাবিকারা।

উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ মার্চ ঃ ফুরফুরা শরীফ এবং ত পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সুবিধার্থে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা থেকে ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন সোলার স্ট্রীট লাইট ও সোলার হাই মাস্ট লাইটের। এই উপলক্ষ্যে ফুরফুরা শরীফের উজ্জলপুকুর মোড়ে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, বাবুল সুপ্রিয়, হুগলির জেলা শাসক মুক্তা আর্য, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ গণসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

Office of the Haturia-1 Gram Panchyat
**Natibpur, Agunshi, Bagnan,
Notice inviting e - Tender
Ref. Memo No. - HGP-1/80/NIT-07/15 th FC/23-24
HGP-1/81/NIT-08/ 15 th FC/23-24
Date - 22/03/2024 E-Tenders are invited in the web site - https://wbtenders.gov.in for above reference. no. Last date of submissions of bid: 22/03/2024 5.00 P. M**

**Pradhan
Haturia-1 Gram Panchyat**

**GOVT OF WEST BENGAL
Notice Inviting Tender No: 29 of 2023-24 of E.E.(A-I), Malda (A-I)Division, Malda**

Separate Sealed Tender are hereby invited by the Executive Engineer (A-I) Malda (A-I) Division from bonafied working contractors having sufficient credential in this line are eligible for the following work. "Carriage of 80mm dia Column pipe (top) from Burdwan Resources to The Store of Assistant Engineer(A-I) Chanchal (A-I) Sub- Division under Core Sector 2023-24 Programme under Malda (A-I) Division". Last Date of Application 18.03.2024 up to 16.00 hours. Details may be had from the office.

**Sd/- Executive Engineer(A-I)
Malda (A-I) Division, Malda**

PWD(GOVT OF WB)
TENDER NOTICE

**NOTICE INVITING e-TENDER
No. 28 OF 2023-2024
OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.**

Tender reference No: WBPWD/AE/SER/NIT_ 28/2023_2024. Emergent Repair and Replacement of the Damaged G.I Tanks at Walsh S.D. Hospital under Serampore Sub Division, PWD of Hooghly Division PWD during the year 2023-2024 (S&P Works). Tender ID No: 2024_PWD_684360_1 Bid submission start date (online): 13.03.2024 at 10.00 a.m. Bid Submission Closing Date (online): 20.03.2024 up to 10.00 a.m. Details may be downloaded from :http://etender.wb.nic.in or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website http://pwdwb.in Corrigendum, if any will be published in website only

**Assistant Engineer, P.W.D.
Serampore Sub Division**

কাটিহার ডিভিশনে ভাড়ার ভিত্তিতে স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল/২৯/০৩-২০২৪/ জিইএম/কে/১২০৯ (বিড নং.-জিইএম/২০২৪/ বি/৪৭৪৫৬৪৫), তারিখ ঃ ০৬-০৩-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম ঃ** কাটিহার ডিভিশনে অফিসারের চেম্বার এবং হাসপাতালে ০৫ বছরের জন্য ভাড়ার ভিত্তিতে স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনারের ব্যবস্থা।(পার্ট বি)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৭,৫৩,৫৫২.৫০ টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ১,৫৫,০৮০/-টাকা; **বিড শেষ** হওয়ার তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খোলা** ২৯-০৩-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.gem.gov.in** ওয়েবসাইটে ২৯-০৩-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি এন্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

UTTAR JHAPORDAH GRAM PANCHAYAT, DOMJUR, HOWRAH
E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Uttar Jhapordah Gram Panchayat, Domjur, Howrah for the following works:- 1) Ref Tender No. WBZP/UJGP/NIT-36/23-24, Tender ID 2024_ZPHD_684028_1, 2) Ref Tender No WBZP/UJGP/NIT- 37/23-24, Tender ID 2024_ZPHD_684043_1. Bid submission start Date:- 13/03/2024 at 11:00 AM. Bid submission end Date:- 20/03/2024 at 05:00 PM. Bid opening (Technical) date:- 22/03/2024 at 11:00 AM. Details are available in: https://wbtenders.gov.in & Office Notice Board.

**Sd/- Prodhan
Uttar Jhapordah Gram Panchayat**

South Dum Dum Municipality
**Nager Bazaar, Kolkata - 700 074
NOTICE INVITING E-TENDER
Tender Notice No. 1037 Tender Notice Date: 12/3/2024**

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of e-Tender NIT No. 1037/3/2023-2024 (PWD) dated 12/03/2024 under South Dum Dum Municipality. For details log on to www.wbtenders.gov.in./contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. Last date of E-Submission: 28/03/2024. Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.

**Sd/- Executive Officer
South Dum Dum Municipality**

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online item rate Tender for the works : Emergent renovation work by placing of tiles at lift lobby area from Ground Floor to 5th Floor (Excluding 3rd Floor) at New Collectorate Building Howrah during the year 2023-2024. Estimated Amount Put to Tender : Rs.7,97,685/-.

N.I.e.T. No. : WBPWD/EE/HD/NIeT_130/2023_2024, Tender ID : 2024_WBPWD_684212_1. Bid Submission Start Date (online) : **13.03.2024** up to **10:00 A.M.** Bid Submission End Date (online) : **20.03.2024** up to **13.00 P.M.**

Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://wbtenders.gov.in**

**Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD**

E-TENDER NOTICE

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Surface Drain in front of Shayed Mondal Shop. 2) Uplifting of Drain Brickwork and New Slab from H/O Sk Kader to SK Riazul, 3) Construction of Slab from H/O Nur Islam Mondal to H/O Rafik Mondal. 4) Uplifting of Drain and New Slab from H/O Nasir to H/O Samsur Mollah in Ward No-01 under Dankuni Municipality for E-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT-258/2023-24, Bid submission closing date (online) - 30/03/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in. the official website of e-tender.

**Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality**

**Office of The Shyamsundarpur Gram Panchayat
(under Raipur P.S)
Dudhya*Barikul*Bankura
NOTICE INVITING e-TENDER**

No-29, 30/15 th CFC/2023-24, Dt.-12/03/2024 (7 No. Work) Tenders are invited by the Pradhan, Shyamsundarpur Gram Panchayat. For details contact office of the undersigned or visit https://wbtenders.gov.in

**Sd/- Pradhan
Shyamsundarpur Gram Panchayat**

**Office of The Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN
NOTICE INVITING e-TENDER**

1.e-Tender Reference No-P-I/11/333/BEUP/EO/2023-24, Dated- 07/03/2024 Tender ID: 2024_ZPHD_682483_1 to 4 has been floated 3 nos. work at different places fund BEUP (2023-24). 1.e-Tender Reference No-P-I/12/342/BEUP/EO/2023-24, Dated-11/03/2024 Tender ID: 2024_ZPHD_683694_1 to 9 has been floated 9 nos. work at different places fund BEUP (2023-24). For details tender you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

**Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchayat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman**

নোটিশ

আমার মক্কেল উত্তম পাল প্রয়াত অবন্তী পাল, ফ্ল্যাট নং কে /১০, নিভা পার্ক, ফেজ ১, ব্রহ্মপুর, কলকাতা-৭০০০৯৬। ১৯৯১ সালের জন্য ১০৮৫ নং দলিল হারিয়েছেন এবং একটি সাধারণ ডায়েরিও করেছেন। মারিশদা থানা তারিখ ০৯.০৩.২০২৪ জি.ডি. এন্ট্রি নং ৩৯৫ এর মাধ্যমে। যে কোন ব্যক্তির কোন দাবি, শেয়ার, অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ, বিষয়টি বা কোন আপত্তি থাকলে অবশ্যই ০৭ দিনের মধ্যে সমর্থনকারী ডকুমেন্টারি প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে অবহিত করতে হবে। এই তারিখ থেকে যেখানে দাবির পরে যদি কোনটি মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং আর কোন দাবি গ্রহণ করা হবে না।

**পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭**

প্রেফার্ড সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেড

**২১, হেমন্ত বসু সরণি, কেন্দ্র পয়েন্ট,
৫ম তলার রুম নং - ৫০৫
কলকাতা - ৭০০০০১
বন্ধের জন্য বিজ্ঞপ্তি
ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী**

এটি আমাদের সমস্ত ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের জানানোর জন্য যে আমরা ২২ মার্চ ২০২৪, থেকে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) (ডিপি আইডিঃ ১২০৬০১০০) এর ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (DP) হিসাবে আমাদের ডিপোজিটরি কার্যক্রম বন্ধ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি। উপরোক্ত বিবেচনায়, আমাদের সমস্ত CDSL ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের সিকিউরিটিগুলি তাদের অ্যাকাউন্টে অন্য কোনও অংশগ্রহণকারীর কাছে স্থানান্তর করতে বা বিকল্পভাবে ২২ মার্চ, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে এটিকে পুনরায় বস্তুগত করার জন্য অনুরোধ জমা দিতে।

প্রেফার্ড সিকিউরিটিজ প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে,
অশোক ছোটারিয়া
ডিরেক্টর

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৩.০৩.২০২৪

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : জিএসইউ/ ইলেক্ট/এএসএন/২০২৩/১৯, তারিখঃ ১১.০৩.২০২৪। ডেপুটি সিপিএম/ইলেক্ট/ জিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল ঠিকাদার লাইসেন্স ও সুপারভাইজরি লাইসেন্সধারী এবং নিম্নলিখিত কাজটি আর্থিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার কেস নং :** জিএসইউ-ইলেক্ট-২৩-১৯। **কাজের নাম :** এএসএন ডিভিসন - জিএসইউ/এএসএন-এর অধীনে আসানসোল স্টেশনে ১ লাখ গ্যালন ক্ষমতার নতুন ওভারহেড/আরসিসি ট্যাঙ্ক প্রদান করে জল সরবরাহের সম্প্রসারণ এবং এএসএন ফিল্টার হাউস ও পুরনো কোচিং কমপ্লেক্স থেকে আসানসোল স্টেশন পর্যন্ত নিবেদিত নতুন জলের পাইপ লাইনের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৩৮,৯৯,৩৩৪.৭০ টাকা। **বায়নামূল্য :** ৭৮,০০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ :** লেটার অফ অ্যাক্সেপটেন্স ইস্যুর তারিখ থেকে ৯ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় :** ০৮.০৪.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। **অফারের বৈধতা :** খোলার তারিখ থেকে ৪৫ দিন। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ে ওয়েবসাইট **ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। (ASN-242/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

**ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE**
Notice Inviting e-Tender No.-
**WBMAD/UM/702/e-Tender/2023-24 Dated : 12.03.2024
WBMAD/UM/704/e-Tender/2023-24 Dated : 12.03.2024**

(Electrical for the Construction of proposed Two Storied Urban primary Health Centre (UPHC-2) at Sizberia in ward no 17 & Installation of 1 no. high mast lighting tower in ward no 20 under Uluberia Municipality). Details are available in the www.wbtender.gov.in

**Sd/-
Executive Officer,
Uluberia Municipality**

Hirbandh Gram Panchayat
**Vill: Tilaboni, P.O.- Bauridiha, P.S.- Hirbandh, Dist.- Bankura
NIT No-13/HirGP/2023-24**

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of few Construction and supply works in Hirbandh GP area within 04/12/2023 details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO – Bauridiha, Dist. – Bankura.

**Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat**

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-45/2023-24 of the Office of the Para Panchayat Samity, P.O-Para, District-Purulia, 01(One) no. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2024_DM_683581_1. Document download/sell starting from 11.03.2024 up to 18.03.2024 16.00 PM. Bid submission starting from 11.03.2024 up to 18.03.2024 at 16:00 PM. And Opening on 20.03.2024 at 16:00 P.M. For details please visit website.

**Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity**

Moshiara Gram Panchayat
**Vill : & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
NIT No-14/MoshGP/2023-24(2nd Call)
NIT No-04/MoshGP/2023-24(3rd Call)**

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders for two works, within Moshiara GP details of which are available at www.wbtenders.gov.in website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO – Moshiara, Dist. – Bankura.

**Pradhan
Moshiara Gram Panchayat**

NIT NO.: MGP/65/E-Tender/NIT 10/2023-24 Dated-06-03-2024 E-Tender ID-2024_ZPHD_681420_1 Construction of Culvert on Vashan Khal at Mouza Baliara. Under MOUSHUNI GP. 5 th SFC TIED. E-Tender ID:-2024_ZPHD_681420_2 – Construction of Samshan Ghat at Mouza Bagdanga UNDER MOUSHUNI GP. 5 th SFC UNTIED. Last date of online bid submission is 20-03-2024. Details on www.wbtenders.gov.in

**Sd/- Pradhan
Moushuni Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Parganas**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg/Z-II, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : LTG/229/45/V/Z-II/23-24
Name of the work : **Installation of decorative fittings along with other electrical works at Northern Side of N. S. Road in WD No.-45, Br-V.** Estimate Amount : **Rs. 1,99,741.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **10 Days**. Last date and time of submission of bid: **20.03.2024** up to **12 noon**. The bid forms and other detail are available on and from **12.03.2024** at **6 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/ELY/ESTM-195/23-24
Name of work : **Operation and maintenance of one no. water supply pump round the clock for one year at S.T.K.M.T.B (Boral) Hospital under KMC.** Estimated Amount : **Rs. 4,90,977.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **365 Days.**
2. NIT No. : KMC/ELY/ESTM-196/23-24
Name of work : **Annual maintenance and subscription of DTH or Set-Top Boxes for entertainment T.V sets installed at different e-Kolkata citizen service centres (CSC) of Treasury Dept./KMC.** Estimated Amount : **Rs. 1,70,374.88.** Earnest Money: **Rs. 3,410.00.** Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **20.03.2024** at **4 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other detail are available on and from **13.03.2024** at **4 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website : **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/EE_PS/V/GYM/1/23-24R (2nd call)
Name of work :**Supply and installation of outdoor gym equipments at Vidyasagar Uddyan (College Square) in Ward-40 under borough-V, KMC.** Estimated Cost : **Quotation invited** (inc. GST & LWC). Earnest Money: **Rs. 4,800.00.** Period of Completion: **45 Days.**
2. NIT No. : KMC/EE_PS/VII/64/6/23-24R (2nd call)
Name of work :**Annual maintenance of Begum Ruqaiya Park in Ward No. 64, Borough-VII.** Estimated Cost : **Rs. 1,98,702.35.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **21.03.2024** at **1 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other detail are available on and from **13.03.2024** at **10 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate tender in two bid system for the following works :
1. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/122/2023-24, Dated 11.03.2024
Name of the work :**Restoration of Nouka Ghat beside Scoop Restaurant adjacent to Princep Ghat.** Estimated Cost : **Rs. 2,99,499.79** (Including GST & L.W.C). Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
2. NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/123/2023-24, Dated 11.03.2024
Name of the work :**Renovation of Municipal Commissioner Chamber, Ante Chamber, Toilet Block & other ancillary civil works at 1st floor of C.M.O. Buildings.** Estimated Cost : **Rs. 2,26,798.00** (Including GST & L.W.C). Earnest Money: **Rs. 4,600.00.** Period of Completion: **15 Days.** Last date and time of submission of bid: **20.03.2024 at 11 a.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid form and other details are available on and from **12.03.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites item rate two bid system e-tender for the following works:
1. NIT No. : KMC/S_D/KGPS-12/23-24
Name of work : **Modification, repairing & replacement of worn out components of star delta motor (150kw/415v) starter panel no 3 including replacement of Power cable and other allied works at Keorapukur MPS under Kudghat Unit/S&D Department.** Estimate Amount : **Open to be quoted by the participating party.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **10 Days.**
2. NIT No. : KMC/DR/PBPS/M-24/2023-2024
Name of work : **Augmentation of existing 12.5 ton capacity overhead travelling crane and hand operated trolley with 16 ton capacity chain pulley block with other allied works at SWF station of PBPS(DRG)/S&D.** Estimated Cost : **Quotation.** Earnest Money: **2% of quoted rate.** Period of Completion: **21 Days.** Last date and time of submission of bid: **23.03.2024** at **4 p.m.** (for sl. no. 1) and **30.03.2024** up to **3 p.m.** (for sl. no. 2). The bid forms and other detail are available on and from **15.03.2024** at **4 p.m.** (for sl. no. 1) and **18.03.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 2). The website : **https://wbtender.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Director General (Bustee), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/EEBS/ODF+/I/03/23-24/398 (1st call)
Name of work : **Repairing and renovation work of public toilet near Patipukur Fish Market in Ward No.-03, Borough-1 (K.M.C) under ODF+Scheme.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 2,59,377.00.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **180 Days.**
2. NIT No. : KMC/EEBS/ODF+/I/04/23-24/399 (1st call)
Name of work : **Repairing and renovation work of public toilet at 22C Dum Dum Road in Ward No.-04, Borough-1 (K.M.C) under ODF+Scheme.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 2,59,811.00.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **180 Days.**
3. NIT No. : KMC/EEBS/ODF+/I/06/23-24/400 (1st call)
Name of work : **Repairing and renovation work of public toilet at 6 Kali Prasanna Singh Street in Ward No.-06, Borough-1 (K.M.C) under ODF+Scheme.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 4,87,662.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **180 Days.**
4. NIT No. : KMC/EEBS/ODF+/I/09/23-24/403 (1st call)
Name of work : **Repairing and renovation work of public toilet at 113 Grey Street (Aurobinda Sarani) Bastya Pattiy in Ward No.-09, Borough-1 (K.M.C) under ODF+Scheme.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **Rs. 2,59,102.00.** Earnest Money: **Rs. 5,800.00.** Period of Completion: **180 Days.** Last date and time of submission of bid: **21.03.2024** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 4). Bid opening date and time for technical proposals: **23.03.2024** at **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 4). The bid form and other details are available on and from **13.03.2024** at **5 p.m.** (for sl. no. 1 to 4). The Website **http://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 4).

CORRIGENDUM

NIT No. : KMC/MKT/HOGG/03/2023-24 (1st call) Published in this Newspaper on **29.02.2024 (Key No. 1500/23-24)** of **Market Deptt.** the last date and time submission of bid will be read as **19.03.2024** at **5 p.m.** instead of 12.03.2024 at 10.30 a.m. The tender will be open on **22.03.2024** at **12.30 p.m.** instead of 15.03.2024 at 12.30 p.m. other terms and condition remain unchanged.

1570/23-24

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দশটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করলেন

মালিগাঁও, ১২ মার্চ ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১২ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ১,০৬,০০০ কোটি টাকা মূল্যের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প দেশের প্রতি উৎসর্গ করেন এবং শিলান্যাস করেন। আজকের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিতে একাধিক খণ্ড আওতাভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে রেলওয়ে পরিকাঠামো, যোগাযোগ এবং পেট্রোকেমিক্যাল প্রকল্প। রেলওয়ের জন্য প্রায় ৮৫,০০০

কোটি টাকা মূল্যের প্রায় ৬০০০টি প্রকল্প উসর্গ করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি দেশজুড়ে দশটি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের সূচনা করেন, যার মধ্যে রয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি-পাটনা বন্দে ভারত ট্রেনও।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে সম্বোন্ধন করার সময় বলেন যে, দেশকে 'বিকশিত ভারত-এর দিকে পরিচালিত করার জন্য বর্তমান সরকার রেলওয়ের উন্নয়নকে শীর্ষ অগ্রাধিকার দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ২০১৪ সালের পূর্বে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৬টি রাজধানীর কোনও রেলওয়ে সংযোগ ছিল না এবং ১০,০০০-এর অধিক কর্মীহীন রেলওয়ে ক্রসিং ছিল এবং শুধুমাত্র ৩৫ শতাংশ রেলওয়ে লাইন বৈদ্যুতিকীকরণ ছিল, যার এখন পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে রেলওয়ের ভূ-সৌঃদর্যের রূপান্তর করা হয়েছে, দ্রুতগতিতে রেলওয়ে ট্র্যাক স্থাপন করা হয়েছে, দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ১৩০০-এর অধিক রেলওয়ের স্টেশনের পুনঃউন্নয়ন করা হয়েছে, বন্দে ভারত, নমো ভারতের মতো পরবর্তী প্রজন্মের ট্রেনের সূচনা করার পাশাপাশি অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের মাধ্যমে দেশের মধ্যে রেলওয়ে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এখন বন্দে ভারত নেটওয়ার্ক দেশের ২৫০টি জেলা স্পর্শ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ পণ্যবাহী ট্রেনের দ্রুতগতি এবং বাধাহীন চলাচলের জন্য প্রায় ৬০০ কিলোমিটার পণ্য করিডোরের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন যে দেশ এখন ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণের দিকে ছুটে চলেছে, এর ফলে ফসিল ফুয়েল পাওয়ারের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে, যা যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের ব্যয় হ্রাস করছে এবং গতি বৃদ্ধি করছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, ভারতীয় রেলওয়ে আত্মনির্ভর ভারত এবং ভোকাল ফর লোকাল হয়ে উঠছে, এবং দেশের বিশ্বকর্মাদের দ্বারা উপাদিত সামগ্রীগুলি, হস্তশিল্পী পুরুষ ও মহিলা আত্ম-সহায়ক গোষ্ঠীর মাধ্যমে এখন 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্কিমের অধীনে রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে বিক্রি করা হচ্ছে, ইতিমধ্যে এই স্কিমের অধীনে বিভিন্ন স্টেশনে ১৫০০টি স্টল খোলা হয়েছে।আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা নিউ জলপাইগুড়ি-পাটনা-নিউ জলপাইগুড়ি (২২২৩৩২২২৩৪) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করা হয়েছে এবং এর নিয়মিত পরিষেবা ১৪ মার্চ, ২০২৪ তথা বৃহস্পতিবার উভয় দিক থেকে শুরু হবে। এই ট্রেনগুলি সপ্তাহে ছয়দিন চলাচল করবে (মঙ্গলবার ব্যতীত) এবং নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর জন্য উভয় দিক থেকে কিষানগঞ্জ, কাটিহার, নৌগাছিয়া, খাগারিয়া জং., বেগুসরাই ও পাটনা সাহিবে স্টপেজ দিবে। এই নতুন ট্রেন পরিষেবা নিউ জলপাইগুড়ি ও পাটনা জং.-এর মধ্যে বর্তমান পরিষেবার তুলনায় এক ঘণ্টারও অধিক যাত্রার সময় হ্রাস করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে ১৭২টি রেলওয়ে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ১৩৩টি ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট আউটলেট, ১৫টি রেল কোচ রেস্টুরেন্ট , ০৪টি জন ঔষুধী কেন্দ্র, ১৩টি গুডস শেড, ০৩টি ডাবল লাইন, গতি শক্তি মাল্টি মোডাল কার্গো টার্মিনাল পলিসির অধীনে ০২টি গুডস কার্গো টার্মিনাল এবং ০১টি অতিরিক্ত পিট লাইনের ব্যবস্থা। যে সমস্ত উন্নয়নমূল কাজ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের মধ্যে রেলওয়েকে উন্নত পরিকাঠামো প্রদান করবে। এর ফলে, পর্যটন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রটির বৃহ উত্থান ঘটবে।

গাজীপুরে হাইএক্সটেনশন তারের সংস্পর্শে এসে বাসে আগুন

গাজীপুর, ১২ মার্চ ঃ উত্তর প্রদেশের গাজীপুরে হাইএক্সটেনশন তারের সংস্পর্শে এসে একটি বাসে বিধ্বংসী আগুন লাগে। এরফলে বহু বাসযাত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। সোমবার উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর জেলার খিরিয়া খাদা গ্রাম থেকে একটি বাস বিয়ের অতিথি নিয়ে বের হয়। বাসটি মহাহর ধামের কাছে পৌঁছোলে হাইএক্সটেনশন তারের সংস্পর্শে বাসে আগুন ধরে যায়। অনেক অতিথি পুড়ে গিয়েছেন বলে পুলিশের অনুমান। বর্তমানে পুলিশের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন। পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। এই দুর্ঘটনায় কতজন অতিথির মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। বাসে মোট ৫০ থেকে ৬০ জন বিয়ের অতিথি ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শীর্ষ আধিকারিকদের উদ্ধার তৎপরতা যথাযথভাবে করার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া আহতদের চিকিৎসায় যাতে কোনও গাফিলতি না হয় তারও নির্দেশ জারি করেছেন।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং কে এম ডি এ র প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বরানগর ও কামারহাটি যৌথ জল প্রকল্পের পানীয় জল সরবরাহের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির উপলক্ষে প্রায় ৫৬ কোটি টাকার ব্যয়ে নতুন প্রকল্প শুরু হতে চলেছে এই দুই বিধানসভা অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় . মাননীয় সাংসদ সৌগত রায় পৌরহিত্যে। অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন কামারহাটি পৌরসভার পৌর প্রধান শ্রী গোপাল সাহা ও অন্যান্য কাউন্সিলরগণ এবং বরানগর পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান শ্রী নারায়ণ বসু ও অন্যান্য কাউন্সিলের উপস্থিতিতে। তাই দীর্ঘদিনের জলের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চলেছে দুই পৌরসভা ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের বাসিন্দারা ।

গ্রুপ ল্যান্ডমার্কের মাধ্যমে মহিন্দ্রা কলকাতায় অত্যাধুনিক ডিলারশিপের উদ্বোধন করেছে

কলকাতা, ১২ই মার্চ ঃ মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড, ভারতের শীর্ষস্থানীয় এসইউভি নির্মাতা, আজ হাওড়া, কলকাতায় তার সর্বশেষ ডিলারশিপের উদ্বোধন করেছে, ল্যান্ডমার্ক মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, ল্যান্ডমার্ক কারস এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন একটি সহায়ক সংস্থা। মাহিন্দ্রা হাওড়ায় দুটি শোরুম এবং একটি ওয়ার্কশপ নিয়ে এই অঞ্চলে তার উপস্থিতি প্রসারিত করেছে। এই ডিজিটালি সজ্জিত ডিলারশিপের উদ্বোধন গ্রাহক-প্রথম দর্শনের প্রতি মাহিন্দ্রার-এর প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে, ব্র্যান্ডটিকে তার গ্রাহকদের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসছে। নতুন ডিলারশিপটি মাহিন্দ্রার আসল এসইউভি এবং বাণিজ্যিক গাড়ির পরিসরের সম্পূর্ণ রেঞ্জ অফার করবে। এসইউভি রেঞ্জে আইকনিক সম্পূর্ণ-নতুন থার, স্করপিও-এন, স্করপিও ক্লাসিক, XUV700, XUV300, বোলেরো এবং বোলেরো নিউ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ডিলারশিপটি মাহিন্দ্রার প্রথম ই-এসইউভি অল-ইলেকট্রিক XUV400 খুচরা বিক্রি করবে। বানেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভিপি এবং ন্যাশনাল সেলস হেড-অটোমোটিভ ডিভিশন, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেড বলেন, মাহিন্দ্রা, তার আসল এসইউভি এবং বাণিজ্যিক যানবাহন গুলোর পরিসর সহ সর্বদা গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণ এবং অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে, এবং এই নতুন ডিলারশিপের মাধ্যমে, আমরা হাওড়া অঞ্চলে আমাদের স্বতন্ত্র ব্র্যান্ডের অভিজ্ঞতাকে শক্তিশালী করছি। পশ্চিমবঙ্গের একটি প্রধান জেলা হিসাবে হাওড়া আমাদের জন্য ক্রমবর্ধমান গ্রাহক ভিত্তিকে পরিবেশন করার একটি দুর্দান্ত সুযোগ প্রদান করে যা তাদের আকাঙ্ক্ষার

সাথে মেলে এমন আসল এসইউভি সন্ধান করছে। ল্যান্ডমার্ক মোবিলিটি প্রাইভেট লিমিটেডের ডিলার প্রিন্সিপাল মিঃ সঞ্জয় ঠাক্কর বলেন, মাহিন্দ্রার সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব শুরু করতে পেরে এবং হাওড়ায় আমাদের অটোমোটিভ এর পদচিহ্ন প্রসারিত করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমাদের গ্রুপে এসইউভি সেগমেন্টে উল্লেখযোগ্য দক্ষতার গর্ব করে, আমাদের দীর্ঘকালীন সাফল্য গ্রাহক সন্তুষ্টি তে আবদ্ধ করে। পশ্চিমবঙ্গে একটি শক্তিশালী উপস্থিতি থাকার কারণে আমরা হাওড়া গ্রাহকদের অনন্য চাহিদা পূরণে আমাদের দক্ষতার বিষয়ে সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী। এই উন্নত, অত্যাধুনিক শোরুমটি, এই বাজারের প্রতি আমাদের অবিচল প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ। আমরা যখন মাহিন্দ্রার বিশ্বে পা রাখার সাথে সাথে, আমরা একটি অতুলনীয় আসল মালিকানার অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। ডিলারশিপটি, ৭,৫০০ বর্গ ফুটের বিক্রয় শোরুম এবং ৫৫,০০০ বর্গ ফুটের সার্ভিস ওয়ার্কশপ সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ৩০টি সার্ভিস বে দিয়ে সজ্জিত, মাসে ১৫০০টি গাড়ি সার্ভিসিং করতে সক্ষম। এই সুবিধাটি হাওড়া এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকার গ্রাহকদের জন্য বিক্রয় এবং পরিষেবা উভয়ের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে। মাহিন্দ্রা অটোমোটিভ বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, ৩২০ টিরও বেশি বিক্রয় এবং পরিষেবা আউটলেট এবং ১,২৮০ বিক্রয় পয়েন্টের মাধ্যমে, জাতীয় গ্রাহকদের কাছে কাছে পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে। ১,০২০ এরও বেশি সার্ভিস টাচ পয়েন্ট দ্বারা পরিপূরক এই নেটওয়ার্কটি-মাহিন্দ্রার এসইউভি ছোট বাণিজ্যিক যানবাহন এবং ক্রয়-পরবর্তী মানসম্পন্ন পরিষেবাগুলিতে ব্যাপক গ্রাহক অ্যাক্সেস নিশ্চিত করে।

হরিয়ানায় রাজনৈতিক সংকট, 'শরিকি কোন্দলে' ইস্তফা মুখ্যমন্ত্রী খট্টরের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের আগে মহানাটক হরিয়ানায়। শরিক দলের সঙ্গে আসন রফা নিয়ে সংঘাতে মঙ্গলবার সকালে ইস্তফা দিলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। বিজেপি-জেজেপি জোটের মধ্যে বিবাদের মধ্যেই মঙ্গলবার পদত্যাগ করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর । তিনি ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা আজ হরিয়ানার রাজ্যপাল বন্দারু দত্তাত্রেয়র কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন । লোকসভা নির্বাচনের মুখে আসন ভাগাভাগি নিয়ে বিবাদের জেরে রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং জননায়ক জনতা পার্টি (জেজেপি)-র জোটে ফাটল ধরবে বলে জল্পনা চলছিল। তারই মধ্যে আজ সকালে ইস্তফা দিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর ও তাঁর গোটা মন্ত্রিসভা। সূত্র জানিয়েছে, খট্টর চণ্ডীগড়ে সমস্ত বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক ডেকেছে। তিনি সাতজন নির্দল বিধায়ককেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেই বৈঠকেই স্থির হতে পারে হরিয়ানার রাজনীতির ভবিষ্যতের রূপরেখা। জেজেপিকে জোটের বাইরে রেখে হরিয়ানায় বিজেপির ভবিষ্যৎ কী হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করার কথা রয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের প্রাথমিক এজেন্ডায়। হরিয়ানায় বর্তমানে ৯০ সদস্যের বিধানসভায় বিজেপির ৪১ জন বিধায়ক রয়েছে এবং জেজেপি-র রয়েছে ১০ জন বিধায়ক । সাতজন নির্দল বিধায়কের মধ্যে ছয়জনের সমর্থনও রয়েছে শাসকজোটের পাশে । প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের ৩০ জন বিধায়ক এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোকদল ও হরিয়ানা লোকহিত পার্টির একটি করে আসন রয়েছে ।বিজেপি এবং জেজেপি-র মধ্যে আসন ভাগাভাগির অমীমাংসিত ইস্যু থেকে এই ফাটল দেখা দিয়েছে । সোমবার হরিয়ানার উপমুখ্যমন্ত্রী দুষ্যন্ত চৌতালা, দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং আসন বণ্টনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি । উচ্চপর্যায়ের আলোচনার পরও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে আসন বণ্টনের ফর্মুলা তৈরি হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

একজন অসুস্থ যাত্রীকে সাহায্য করল মেট্রোর আরপিএফ

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ ০৮.০৩.২০২৪ তারিখে প্রায় ১৫,৫৭ টায়, অন-ডিউটি আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা ফুলবাগান মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রায় ৪৪ বছর বয়সী একজন যাত্রীকে অসুস্থ বোধ করতে দেখেন। তার অবস্থা দেখে, তারা তার সাহায্যে ছুটে আসেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্ট্রেচারে করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে এসে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে এনআরএসতে ভর্তি করা হয়। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল প্রায় ১৮,৪০ টায়, আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীদের এসকর্টের অধীনে। ইতিমধ্যে, স্টেশন কর্মীরা তার দেওয়া মোবাইল নম্বরে তার স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মাঝে মাঝে তার স্ত্রী হাসপাতালে এসে তাকে হেফাজতে নেয়। যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হযেছে। তিনি এবং তার স্ত্রী মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সদয় সহযোগিতা এবং সময়মত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিজেপির সঙ্গে টিডিপি-র আসন রফা চূড়ান্ত

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ জল্পনা-ই সত্যি হল। এনডিএ-তে ফিরলেন তেলেগু দেশম পার্টি নেতা চন্দ্রবাবু নাইডু। শুধু পুরানো দলে ফেরা নয়, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে আসন রফাও চূড়ান্ত করে ফেললেন চন্দ্রবাবু। বিজেপি-টিডিপি জোটের শরিক হিসাবে লোকসভা এবং অন্ধ্রের বিধানসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে অভিনেতা-রাজনীতিক পবন কল্যাণের দল জনসেনা পার্টি (জেএসপি)-ও। প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের সঙ্গে অন্ধ্রে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা।আসনরফা চূড়ান্ত করতে অন্ধ্রের অমরাবতীতে সোমবার সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বৈঠক হয় বিজেপি এবং টিডিপি নেতাদের মধ্যে। টিডিপি-র তরফে ছিলেন দলের প্রধান তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু। বিজেপির তরফে বৈঠকে ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিংহ শেখাওয়াত, দলের সহ-সভাপতি বৈজয়ন্ত পন্ডা। ছিলেন জেএসপি প্রধান পবনও।বৈঠকে স্থির হয় অন্ধ্রের ২৫টি লোকসভা আসনের মধ্যে চন্দ্রবাবুর দল লড়বে ১৭টি আসনে। বিজেপি লড়বে ৬টি আসনে। আর জেএসপি পাবে দু'টি লোকসভা আসন। অন্য দিকে, ১৭৫ আসনের অন্ধ্র বিধানসভায় ১৪৪টি আসনে লড়বে টিডিপি।

দক্ষিণেশ্বর শ্রী সারদা মঠে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৮৯ তম শুভ জন্মতিথিতে পুজো পাঠ ধর্মালোচনা ও সংগীতের আয়োজন করা হয়। ছবি সুবল সাহা'

রাঁচি-বারাণসী-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের প্রবর্তন এবং হাতিয়া-আসানসোল-হাতিয়া এক্সপ্রেস

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কার্যত ২০৮৮৭২০৮৮৮ রাঁচি-বারাণসী-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ১২.০৩.২০২৪ তারিখে ফ্ল্যাগ অফ করবেন। রাঁচি-বারাণসী-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের নিয়মিত চলাচল শুরু হবে। ১৮.০৩.২০২৪ ত্ত ২০৮৮৭২০৮৮৮ রাঁচি-বারাণসী-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (বৃহস্পতিবার ছাড়া) ২০৮৮৭ রাঁচি-বারাণসী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস রাঁচি থেকে ০৫.১০ টায়.ছাড়বে এবং একই দিনে ১৩,০০ টায় বারাণসী পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ২০৮৮৮ বারাণসী-রাঁচি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস বারাণসী থেকে ১৬,০৫ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ২৩,৫৫ টায় রাঁচিতে পৌঁছাবে।

আম চাষে বিকল্প পদ্ধতি

১২ মার্চ ঃ দেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যান্য ফলের তুলনায় আম বেশি সম্ভাবনাময়। প্রতি একক জমিতে আমের উপাদন বৃদ্ধি ও গুণগত মান উন্নত করা আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। প্রচলিত আম চাষ পদ্ধতির বাইরে গিয়ে উৎপাদন ও গুণমান বৃদ্ধি করা দরাকা। সাধারণ উৎপাদনের সময় থেকে কিছুটা হেরফের করে আমের উৎপাদনকে আরও লাভদায়ক করা যায়।

Name Change
I SEIKH LIAQUAT HOSSAIN,SON OF SK AKBAR HOSSAIN, RESIDING AT N-110,PAHARPUR ROAD, PO-GARDEN REACH, PS-METIABURZ, KOLKATA-700024, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK LIAQUAT HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/03/2024.THAT SEIKH LIAQUAT HOSSAIN AND SK LIAQUAT HOSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি Indu Singh (পুরাতন নাম) পিতা Binoy Kumar Tiwari এবং স্বামী Arbind Kumar Singh ঠিকানা 12 No. Hara Ghosh Road, Athpur, 24 Pgs (N), Pin-743128, W.B. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 12-03-2024 এর Affidavit no. 60/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Indu Tiwari (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Indu Tiwari (নতুন নাম) ও Indu Singh (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Arbind Singh (পুরাতন নাম) পিতা Jaymangal Singh ঠিকানা 12, Hara Ghosh Road, Janta Hindi Vidyal, Authpur, VTC-Authpur, P.O.- Authpur, 24 Pgs (N), Pin-743128, W.B. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 12-03-2024 এর Affidavit no. 61/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Arbind Kumar Singh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Arbind Kumar Singh (নতুন নাম) ও Arbind Singh (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Maharup Alam (old name) S/O Md Rafikul Islam, residing at Vill.- North Kodalia, P.O.- South Bagundi, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin-743429, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Maharup Alam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/03/2024. Md Maharup Alam (new name) and Maharup Alam (old name) both are same identical person.

Name Change
I MALA MANDAL, WIFE OF LATE DEVESH MANDAL, RESIDING AT PRATHAM,BL-B1/P3,5 TH-FR, FL-5D,26 B.T. ROAD,PO-KAMARHATI ,PS-BELGHORIA, BARRACKPORE-700058 ,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARUL MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024.THAT MALA MANDAL AND PARUL MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Aktar Hossen Sahaji (old name) S/O Altap Hosen Sahaji, residing at Vill.- Dandirhat, P.O.- Dandirhat, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin-743412, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aktar Hosen Sahaji (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/03/2024. Aktar Hosen Sahaji (new name) and Aktar Hossen Sahaji (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Aktar Hossen Sahaji (old name) S/O Altap Hosen Sahaji, residing at Vill.- Dandirhat, P.O.- Dandirhat, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin-743412, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aktar Hosen Sahaji (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/03/2024. Aktar Hosen Sahaji (new name) and Aktar Hossen Sahaji (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Sarbani Paul (পুরাতন নাম) পিতা Uttam Kumar Paul, স্বামী Sanjoy Mitra, ঠিকানা34, Ghosh Para Road, Chawlapatty, P.O.- Deshbandhu Nagar, Bidhannagar, 700059, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 11.03.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sarbani Mitra (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sarbani Mitra (নতুন নাম) এবং Sarbani Paul (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Shyam Sunder Bahety (old name) S/O Chand Ratan Bahety, residing at Geeta Niwas 10, Raja Basanta Roy Road, P.O.- Kalighat, Kolkata-700026, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shyam Sundar Bahety (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/03/2024. Shyam Sundar Bahety (new name) and Shyam Sunder Bahety (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Altaf Hossen Sahaji & Altab Sahajee (old name) S/O Soharab Sahaji, residing at Vill.- Dandirhat, P.O.- Dandirhat, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin-743412, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Altap Hosen Sahaji (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/03/2024. Altap Hosen Sahaji (new name) and Altaf Hossen Sahaji & Altab Sahajee (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Shankar Kr Pal & Shankar Pal (old name) S/O Shib Nath Paul, residing at Vill.- NC/22 Arjunpur Shib Tala, P.O.- Arjunpur, P.S.- Rajarhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 700059, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sankar Paul (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/03/2024. Sankar Paul (new name) and Shankar Kr Pal & Shankar Pal (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Md Abdur Rouf (পুরাতন নাম) পিতা Late Md Golam Kasem, ঠিকানা-Vill.- Murarisha, P.O.- Murarisha, P.S.- Hasnabad, Dist:- North 24 Parganas, Pin-743456, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.03.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Abdur Rouf Gazi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Abdur Rouf Gazi (নতুন নাম) এবং Md Abdur Rouf (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Ali Khadija (old name) W/O Syed Md Ali, Residing at Wali Nagar , Block-A, Brook Line Masjid Quarter, Kolkata-700024, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aliya Khadija (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 12/03/2024. Aliya Khadija (new name) and Ali Khadija (old name) both are same identical person.

Name Change
I KUMDUM NEOGY, DAUGHTER OF AMIYA GHOSH RESIDING A T 60, HATKHOLA ASHUTOSH NEOGY LANE,CHANDANNAGAR, HOOGHLY-712136, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUMKUM NEOGY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/03/2024.THAT KUMDUM NEOGY AND KUMKUM NEOGY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I BULU BERA, C/O GOUR BERA, R/O 11 NO RAIL GATE NABAPALLY, RABINDRA PALLY, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700126, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BULU BERA DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024, THAT BULU BERA AND BULU BERA DAS, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ABDULYA MANDAL, SON OF ARABALI MANDAL, RESIDING AT VILL - MURAGACHHA,PO-MAKHALAGCHHA, HASNABAD, BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS - 743422, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ABDULLA MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024.THAT ABDULYA MANDAL AND MD ABDULLA MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHYAMAL CHAKRABORTY, C/O LATE DHIRENDRA NATH CHAKRABORTY, R/O 1/240A, NAKTALA, KOLKATA -700047, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL KUMAR CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024, THAT SHYAMAL CHAKRABORTY AND SHYAMAL KUMAR CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD ISRAFIL SK, S/O JOYNAL ABEDIN SEIKH, R/O VILL+PO CHAK ENAYETNAGAR, PS BISHNUPUR, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISRAFIL SEIKH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024, THAT ISRAFIL SEIKH AND MD ISRAFIL SK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PROLLAD BISWAS AND POLLAD BISWAS, SON OF GOUR BISWAS, RESIDING AT DURGAPUR SANRAPUL,PO SANRAPUL,SWARUPNAGAR,BASIRHAT-743286,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PROHALAD BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024.THAT PROLLAD BISWAS AND POLLAD BISWAS ALSO PROHALAD BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I RAFIQUL MONDAL AND RAFIKUL, SON OF AULABOX MONDAL, RESIDING AT HABRA ROAD, GRAMIN BANK, JHIKRA PASCHIMPARA,PO DIGHALGRAM,RANGHAT-741257, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAFIQUE MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024.THAT RAFIQUL MONDAL AND RAFIKUL AND RAFIQUE MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, ASIT PAL, SON OF ANANTA PAL, RESIDING AT GANTI PALPARA,PO GANGANAGAR ,BARASAT, NORTH 24 PARGANAS - 700132, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIT PAUL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024.THAT ASIT PAL AND ASIT PAUL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHAMSHU NEHAR, W/O MD SABIR, R/O 66/H/4, TILJALA MASJID BARI LANE, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMSHUN NEHAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024, THAT SHAMSHUN NEHAR AND SHAMSHU NEHAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Sainaj Khatoon (Old name) W/O Tinku Das, D/O Salauddin Gazi, Residing at North Jogendra Nagar Chandpur, Leningarh, Vill.- North Jogendra Nagar, Gram Panchayat-Bilkanda- II, Block- Barrackpore, Dist:- North 24 Pgs, P.S.- Ghola, Pin-700110, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sainaj Das (New name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate First Class at Barrackpore on 13/12/2023. Sainaj Das (New name) and Sainaj Khatoon (Old name) both are same identical person.

Name Change
I LATA MEHRA, W/O ASHOK KAPOOR, R/O 27/1, ARCADIA EXTENSION BEHALA, PS PARNASREE, KOLKATA -700034, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUSKAAN KAPOOR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTAVY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024, THAT LATA MEHRA AND MUSKAAN KAPOOR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MANISHA ARJAN PUNJABI, W/O ARJAN PUNJABI, R/O 114, DR LAL MOHAN BHATTACHARJEE ROAD, 6TH FLOOR, FLAT 6F, PS ENTALLY, KOLKATA -700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANISHA PUNJABI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024, THAT MANISHA ARJAN PUNJABI AND MANISHA PUNJABI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Megha Lahari, Daughter of Ashimesh Lahiri, residing at 87 Monohar pukur road, Kolkata - 700029, West Bengal. shall henceforth be known as Megha Lahiri vide an affidavit sworn before the Ld 1st class judicial magistrate at Alipore Court on 30/09/2013.That Megha Lahari and Megha Lahiri both are the same and one identical person.

Name Change
I RABINDRA KUMAR SINGH,SON OF BARMESHWAR SINGH, RESIDING AT UTTAR PODRAH,PO-PODRAH,HOWRAH-711109,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABINDRA SINGH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD EXECUTIVE MASIGITRATE 1ST COURT AT HOWRAH ON 05/02/2024.THAT RABINDRA KUMAR SINGH AND RABINDRA SINGH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I KOMAL ARJAN PUNJABI, D/O ARJAN PUNJABI, R/O 114, DR LAL MOHAN BHATTACHARJEE ROAD, 6TH FLOOR, FLAT 6F, PS ENTALLY, KOLKATA -700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KOMAL PUNJABI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024, THAT KOMAL ARJAN PUNJABI AND KOMAL PUNJABI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BIMAL CHANDRA BALA,SON OF LATE KHIROD CHANDRA BALA, RESIDING AT RABINDRA PALLY,HELENCHA, PS-BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS - 743270, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIMAL BALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024.THAT BIMAL CHANDRA BALA AND BIMAL BALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,Previously Called SULTANA BEGUM (old name) W/o, ASLAM ALI, R/o,33/H/10,Mominpore Road, P.S.EKBALPORE Kolkata-700023. Have changed my name as SULTANA KHATOON (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-12/03/2024. Therefore SULTANA BEGUM and SULTANA KHATOON are same identical persons.

Name Change
I, Previously Called MD. ZAINUL ABEDIN (old name) S/o, SK. AZAD R/o,45/H/16, karl Marx Sarani P.S. Ekbalpore Kolkata-700023. Have Changed My Name as MD.ZAINAL ABEDIN(new name)vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on-12/03/2024. Therefore MD.ZAINUL ABEDIN and MD.ZAINAL ABEDIN are same identical persons.

নাম পরিবর্তন
আমি লিপিকা সরকার, স্বামী শ্রী শোভন সরকার, ঠিকানা গ্রাম বাংলানী, পোস্ট বাগানগ্রাম, থানা বনগাঁ, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৫১ এটাই আমার সঠিক নাম ও পদবি, যেটা আমার ভোটার কার্ডে,আধার কার্ডে ও প্যান কার্ডে লেখা আছে কিন্তু আমার পুত্রের (SHUBHRAJYOTI SARKAR)কলকাতা থেকে দেওয়া পার্সপোর্ট-এ (F2022519) যার বৈধতা 13 /04/2005 থেকে 12/04/2010 যেখানে মায়ের নামে অর্থাৎ আমার নাম ও পদবি লিপিকা মালাকার সরকার লেখা আছে। গত 04/03/2024 তারিখে বনগাঁ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে এখন থেকে লিপিকা সরকার ও লিপিকা মালাকার সরকার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হইল।

Name Change
I, Sahabuddin Sipai S/o Late Sirajul Sipai R/o Vill & P.O.- Dosotina, P.S.- Bishnupur, Dist.- 24 Pgs (S), Pin-743503 that my deceased father who previously known as Late Sirajul Sepai shall henceforth be known as Late Sirajul Sipai. I declare that my father Late Sirajul Sipai and Late Sirajul Sepai is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-03-2024.

Name Change
I, Sanjoy Dafadar S/o Late Laxmi Kanta Dafadar (Date of Death: 25-02-2011) R/o Nakudaha, Itinda, North 24 Parganas, West Bengal, Pin-743292 that my deceased father who previously known as Laxmi kanto Dafadar shall henceforth be known as Laxmi Kanta Dafadar. I declare that my father Laxmi Kanta Dafadar and Laxmikanto Dafadar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 12-03-2024.

Name Change
I MOHAMMAD YOUSUF ALI,SON OF SALAUDDIN SK, RESIDING AT 171/C/2 PICNIC GARDEN ROAD, TILJALA, KOLKATA -700029, WEST BENGAL.THAT MY MINOR SON MOHAMMAD AMANAT ALI SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMANAT ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024. THAT MOHAMMAD AMANAT ALI AND AMANAT ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ARJAN PITUMAL PUNJABI, S/O PITUMAL RAMCHAND PUNJABI, R/O 114, DR LAL MOHAN BHATTACHARJEE ROAD, 6TH FLOOR, FLAT 6F, PS ENTALLY, KOLKATA - 700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARJAN PUNJABI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 12/03/2024, THAT ARJAN PITUMAL PUNJABI AND ARJAN PUNJABI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

দার্জিলিং জেলা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গোপাল লামা

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ১২ মার্চ ঃ দার্জিলিং জেলা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গোপাল লামা। আজ বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে নেমে গাড়িতে করে বাজনা বাজিয়ে স্বাগত জানায়। গোসাইপুরের উত্তরিয়া ময়দানে একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা সমতলের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনিত থাপা, সহ দার্জিলিং জেলার তৃণমূলের কর্মী সমর্থক ও প্রচুর ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার দার্জিলিং থেকে সমর্থকরা তাকে স্বাগত জানান খাদা পড়িয়ে। এদিকে অনিত থাপা সভা মঞ্চ থেকে জানান। অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়েছে জিটিএ-র পক্ষ থেকে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়। বিজেপি সরকার পাহাড় বাসিকে ঠকিয়েছে। গত ১৫ বছর থেকে তারা আমাদের ভোট নিয়ে জিতে কোন পাহাড় বাসির জন্য কাজ করেনি বিজেপির সরকার।এরপরেই তৃণমূলের হাত ধরে পাহাড়ের উন্নয়নের জোয়ার বই চলছে। তাই এবার আমাদের পাহাড়ের গোর্খার সমাজের প্রার্থী গোপাল লামা মহাশয় কে কয়েক লক্ষ ভোটে জিতে মমতা ব্যানার্জিকে উপহার হিসেবে দিতে চাই।

জলপাইগুড়িতে তৈরি করা হচ্ছে ভেষজ আবির

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ কর্নফ্লাওয়ার, বিটফল সহ বিভিন্ন লতাপাতা ও প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে জলপাইগুড়িতে তৈরি করা হচ্ছে ভেষজ আবির। সামনেই রয়েছে বসন্ত উৎসব। এজন্য সরকারি উদ্যোগ বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে ওই ভেষজ আবির তৈরি করা হচ্ছে। এর আগে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবেশ বান্ধব এই আবির বানানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় মহিলাদের। স্থানীয় বিডিও মিহির কর্মকারের উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে তিনজন করে মহিলাকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। শেখানো হয়েছে লাল, গোলাপি, সবুজ ও নীল রঙের ভেষজ আবির তৈরির কৌশল। বিভিন্ন রকমের গাছের পাতা, ফুল ও ফল ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে এই আবির। জানা যাচ্ছে ভেষজ এই আবির দিয়ে রং খেললে কোনও ধরনের শারীরিক সমস্যা বা চর্মরোগ হওয়ার আশঙ্কা নেই। প্রশিক্ষকরা জানান, গোলাপি আবির তৈরি করা হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার ও বিটফল দিয়ে। কর্নফ্লাওয়ার গুড়োর সঙ্গে বিটফলের রস মেলালেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে গোলাপি আবির। একইরকমভাবে আরও বিভিন্ন রকমের উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে অন্যান্য রঙের আবির। বসন্ত উৎসবের সময় মহিলারা যাতে অর্থ উপার্জন করে স্বনির্ভর হতে পারেন এজন্য এই আবির বিক্রির ব্যবস্থাও করা হয়। বিডিও মিহির কর্মকার বলেন, বর্তমানে পরিবেশ বান্ধব রং ও আবিরের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে বাজারে।

মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক ভার্চুয়ালি বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন

মালদা, ১২ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ভার্চুয়াল বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন এবং উপভোক্তাদের হাতে সরকারি সুবিধা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো মালদা টাউন হলে। প্রতি মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ,জেলা পরিষদের সহকারি-সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া,পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, অতিরিক্ত জেলা শাসক পীযূষ শালুঙ্খে ,বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি, বিধায়িকা, সাবিত্রী মিত্র ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। সারা রাজ্যের পাশাপাশি মালদাতেও পথশ্রী, জলপ্রকল্প, বাজার উন্নয়ন সহ বেশ কিছু প্রকল্পের প্রায় সাতষট্টি কোটি টাকার প্রকল্পের ভার্চুয়াল উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং মালদা টাউন হলে বেশ কিছু উপভোক্তাদের সরকারি সুবিধা প্রদান করা হয়।

মালদহ রেল ডিভিশনেও একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ মার্চ ঃ ভার্চুয়ালি দেশের বিভিন্ন রেল প্রকল্পে ৮৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃ দ্র মোদী। মালদহ রেল ডিভিশনেও একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস উদ্বোধন করা হয়েছে। জন ঔষধি কেন্দ্র ছাড়াও মালদহ রেল ডিভিশনের একাধিক স্টেশনে এক স্টেশন এক পন্য দোকানের উদ্বোধন করা হয়েছে। এছাড়াও রেলের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের ভার্চুয়ালি এদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার সকাল আনুমানিক ৯.১৫ মিনিট উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মালদা টাউন স্টেশনে এদিন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা ডিভিশনের ডিআরএম বিকাশ চৌবে, ইংরেজবাজারের বিধায়িকা শ্রীরুপা মিত্র চৌধুরী সহ অন্যান্য রেলের আধিকারিক জনপ্রতিনিধিরা। এদিন মালদহ রেল ডিভিশনের মালদা টাউন স্টেশনে দুটি এক স্টেশন এক পণ্য দোকানের উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও একটি জন ঔষধি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি। এছাড়াও মালদহ রেল ডিভিশনের অধীনে একাধিক রেলস্টেশন রেল লাইনের উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন করা হয়।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৮৯ তম শুভ জন্মতিথি পালন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ মার্চ ঃ মঙ্গলবার ফালাকাটা ব্লকের কাজলী হল্ট শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম- এর উদ্যোগে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ১৮৯ তম শুভ জন্মতিথি পুজো সেবাশ্রমে অনুষ্ঠিত হল। এদিন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মতিথি উপলক্ষে এদিন সকালে নগরকির্তন আয়োজন করা হয়। ওই নগরকির্তনটি জটেশ্বর ধুলাগাঁও, হেদায়েতনগর সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। এছাড়াও গরিব দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয় বলে জানা যায়। জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৬ টার সময় মঙ্গলারতির মধ্যে দিয়ে পূজার সূচনা হয়। পরে নগরকীর্তন। এরপর বিশেষ পুজো ও হোম। সঙ্গে দিনভর চলবে নানা অনুষ্ঠান-- ভজন-কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ, প্রার্থনা আরতি, ভাগব পাঠ। আজকের এই বিশেষ দিনে কাজলী হল্ট শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়।

সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে রচনা-লকেটের মিম!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গঙ্গার পশ্চিম তীরের জনপদ হুগলিতে শাসক ও বিরোধী দলের দুই তারকা প্রার্থীর লড়াইকে ঘিরে লোকসভা ভোট ঘোষণার আগেই উত্তাপ ছড়িয়েছে। রাজনীতির ময়দান ছাপিয়ে দিদি নাম্বার ওয়ান তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপি সাংসদ অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের লড়াই জমে উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও।ভোটের ময়দানে তাঁরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী তবে অতীতে নানা সময় একই ছবিতে অভিনয় করেছেন রচনা ও লকেট। নির্বাচনের এই মরসুমে একই ফ্রেমবন্দি দুই অভিনেত্রীর বাংলা ছবির ক্লিপিং দিয়ে মিমের বন্যা বইছে ফেসবুকে। ব্রিগেড থেকে রচনার নাম তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে ঘোষণার কয়েক ঘন্টা পর থেকেই নেটিজেনদের হাত ধরে পুরোনো ছবির সংলাপ ও মিমে জমে উঠেছে দুই তারকা প্রার্থীর লড়াই। তৃণমূলের কর্মী সম্প্রতি একটি বাংলা টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রচনার একটি রিয়ালিটি শোয়ের ক্লিপিংস ভাইরাল করে ভোটের আগেই লড়াইয়ের পারদ চড়িয়ে দিয়েছেন। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছেন না দুই প্রার্থী। লড়াইয়ের ময়দানে সৌজন্য রাখার পক্ষপাতী দু'জনেই। চলতি মাসের ১৬ তারিখ শনিবার সিঙ্গুর থেকে প্রচার শুরু করবেন রচনা। সে প্রসঙ্গে রচনা বলেন, 'আমি রাজনীতির ক্ষেত্রে সব জানি, এমনটা জাহির করার চেষ্টা করব না। আজকে সন্দেশখালি একটা ইস্যু। এটাই শেষ নয়। আরও অনেক ইস্যু নিয়েই বিরোধীরা আগামী দিনে প্রশ্ন ছুড়ে দেবেন। সেটাই রাজনীতির লড়াই। তবে আমি ডিসেন্ট লড়াইয়ে বিশ্বাস করি। নোংরামি করা, গালাগাল দেওয়া, অসভ্যতা করা আমার স্বভাবে নেই।'লকেটের সঙ্গে তাঁর লড়াই নিয়ে দিদি নাম্বার ওয়ান বলেন, 'লকেটের সঙ্গে কাজ করার অনেক স্মৃতি আছে। রাজনীতি সরিয়ে রেখে, দু'জনে একটা ঘরে বসে গল্প করলে মনে হয়, পুরোনো সব কথা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হবে। কিন্তু রাজনীতিতে ওঁর সঙ্গে লড়তেও সমস্যা নেই।'পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য, 'লকেট রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতায় আমার চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু আমি কী পারব বা পারব না, সেটা জানি।' এ দিন লকেটও বলেন, 'লকেট ও রচনা একসঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি ইন্ডোর ও আউটডোরে। ব্যক্তিগত কোনও লাই নেই। আমি মোদীর সৈনিক।'তাঁদের নিয়ে তৈরি হওয়া মিম প্রসঙ্গে লকেট বলেন, ' টান টান সিরিয়াস লড়াইয়ের মধ্যে মিমের মতো মনোরঞ্জন থাকলে মন্দ কী? সবাই একটু আনন্দ উপভোগ করুক। জীবনে মিমের প্রয়োজন।' ফেসবুকে লকেট-রচনার মিম শেয়ার করেছেন চণ্ডীতলা বেগমপুরের তৃণমূলের যুবনেতা কৌশিক শীল।তিনি বলেন, ' লকেট এসে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিলেন। কিন্তু পাঁচ বছরে তাঁর দেখা পাইনি। তাই দিদি নাম্বার ওয়ান হয়েই হুগলি থেকে নির্বাচিত হবেন রচনা।' হুগলি কেন্দ্রের জনসংযোগের দায়িত্বে থাকা বিজেপি নেতা স্বরূপ মুখার্জী বলেন, ' সোশ্যাল মিডিয়া ভালো লাগে। কিন্তু রাজনীতির ময়দান সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূল প্রার্থীকে হারিয়ে জবাব দেব।'তবে রাজনৈতিক কর্মী সমর্থকরা দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে মিম শেয়ার ও কমেন্ট করলেও সাধারণ ভোটাররা কিন্তু মিম নিয়ে মজা পেয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হুগলি কেন্দ্রের কলেজ ছাত্রী বলেন, ' মিম তৈরি করেন তাদের বুদ্ধি ও চিন্তাভাবনাকে সম্মান করি। ভোটে কী হবে জানি না। কিন্তু মিম দেখে খুব মজা লাগছে।'

অভিষেকের জনসভার মাঠ ভরাতে কর্মীসভা ডেকে লোক নিয়ে যাওয়ার টার্গেট তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ আগামী ১৪ই মার্চ ময়নাগু।তিতে আসছেন তৃনমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে এটা তাঁর রাজ্যে প্রথম জেলা ভিত্তিক সভা। এই উপলক্ষে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন এলাকায় একটি বড় ময়দানে জোর কদমে চলছে মঞ্চ প্রস্তুতির কাজ। ১০ তারিখ শিলিগুড়িতে মোদীর মিটিং ছিলো। জানা গেছে সেখানে জলপাইগুড়ি থেকে প্রচুর মানুষ গিয়েছিলো। মাঠ কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। এবার ১৩ তারিখ ফুলবাড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর পাল্টা সভা। সেই সভাতে মাঠ ভরাতে লোক নিয়ে যেতে হবে। আবার অপর দিকে ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ ১৪ই মার্চ ময়নাগুড়িতে অভিষেক ব্যানার্জীর জনসভা। সেখানেও মাঠ ভরাতে লোক নিয়ে যেতে হবে। এই উপলক্ষে এবার তৃনমূল শ্রমিক নেতা পূন্যব্রত মিত্রকে সংগঠনের পক্ষ থেকে মিটিং ডেকে টার্গেট বেঁধে দিতে দেখা গেলো। তাঁকে মিটিংয়ে বলতে শোনা গেলো কেবলমাত্র জলপাইগুড়ি শহরের শ্রমিক সংগঠন থেকে অন্তত ৪০০০ শ্রমিক পরিবারের মানুষকে নিয়ে যেতে হবে। পূন্যব্রত মিত্র বলেন শিওরে লোকসভা ভোট। এবারে এই আসন আমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অধ্যাপক নির্মল চন্দ্র রায় কে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানিয়ে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে নির্বাচনী জনসভা করতে আসছেন বাংলার যুব আইকন অভিষেক ব্যানার্জী। তাই আমরা মিটিং করে কর্মসূচি জানিয়ে দিলাম। একটা টার্গেট দিলাম কর্মীদের। এ প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা শ্যাম প্রসাদ তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করে বলেন তৃণমূলের সভায় মানুষ এখন যেতে চায় না। তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে মানুষ। তাই জোর করে মিটিংয়ে যাওয়ার নিদান নেতাদের। এর থেকেই পরিষ্কার তৃণমূলে থেকে মানুষ সরে গেছে।

প্রথম দিনের প্রচারে ধাক্কা খেলেন মালদা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ মার্চ ঃ প্রার্থী অপছন্দ? নাকি বহিরাগত বলেই অচ্ছুত? প্রথম দিনের প্রচারে ধাক্কা মালদা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন পুলিশ কর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ সাতসকালে প্রচারে বেড়িয়েছিলেন তিনি কিন্তু পাশে পাননি জেলা তৃণমূলের কোনো নেতাকেই। তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি থেকে রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজীর নূর এমনকি মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং দলের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক সমর মুখার্জিকেও প্রচারে পেলেন না তিনি। প্রথম দিনের প্রচারে ছিটে ফোটা কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে ওল্ড মালদায় কার্যত একাকী প্রচার সারলেন তিনি। তৃণমূল কর্মীরা হতাশ কারণ দুটি কেন্দ্রের প্রার্থীই বহিরাগত তৃণমূলকে কটাক্ষ বিজেপির। পাল্টা দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী জানান, কোন গোষ্ঠী কোন্দল নেই। আমাদের উত্তর মালদার প্রার্থী ওল্ড মালদাতেই থাকবেন তাই প্রাথমিকভাবে আজকে তার এই প্রচার। সাফাই জেলা তৃণমূল সভাপতির। উল্লেখ্য,উত্তর মালদা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হয়ে গতকালই মালদায় ফিরেছেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ নির্বাচনী প্রচারের প্রথম দিন পুরাতন মালদার একাধিক এলাকায় নির্বাচনী প্রচার এবং দেওয়াল লিখনে অংশ নেন তিনি। তার এই কর্মসূচিতে পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং হাতে গোনা কয়েক জন কাউন্সিলর উপস্থিত থাকলেও জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের কেউ উপস্থিতি ছিল না। তবে এই বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী জানান, সকলেই আমার পাশে রয়েছে। বিজেপির গড়বলে মালদায় কিছু থাকবে না। ধুলায় মিশে যাবে বিজেপি। বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার শুধু প্রতিশ্রুতি দেয়। মানুষকে বঞ্চিত করে। বাঙালি হয়ে জন্মানোটা কি অপরাধ। তাহলে বাংলার মানুষ কেন বঞ্চিত হবে।

তিনটি মেট্রো করিডোরের জন্য সমন্বিত টিকিট শুধুমাত্র কাউন্টার থেকে বিক্রি করা হবে

কলকাতা, ১২ মার্চ ঃ ১৫.০৩.২০২৪ (শুক্রবার) সকাল থেকে গ্রীন লাইন, অরেঞ্জ লাইন এবং পার্পল লাইনের তিনটি নতুন উদ্বোধন হওয়া. মেট্রো পরিষেবা কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের আনন্দের জন্য শুরু হতে চলেছে। সমস্ত মেট্রো যাত্রীদের মসৃণ পরিষেবা দেওয়ার জন্য, মেট্রো কর্তৃপক্ষ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, ইন্টিগ্রেটেড টিকিটিং সিস্টেম চালু থাকবে যাতে যেকোনো যাত্রী একবার টিকিট কিনে ইন্টারচেঞ্জিং স্টেশন (এসপ্ল্যানেড এবং কবি সুভাষ) এর মাধ্যমে যেকোনো করিডোরে (সবুজ, নীল এবং কমলা) যেতে পারে। এই সমন্বিত টিকিট শুধুমাত্র কাউন্টার থেকে বিক্রি করা হবে। গ্রীন লাইন, ব্লু লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের কোন স্টেশনের ASCRM মেশিন থেকে কোন ইন্টিগ্রেটেড টিকিট বিক্রি করা হবে না। সমস্ত স্টেশনের এএফসি-পিসি গেট সেই অনুযায়ী আপগ্রেড করা হয়েছে। বর্তমানে, পার্পল লাইনের জন্য কোনো সমন্বিত টিকিট বিক্রি হবে না। ইন্টিগ্রেটেড টিকিট ছাড়াও, যাত্রীরা মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ ব্যবহার করে কেনা মোবাইল কিউআর কোড টিকিট এবং হাওড়া ময়দান থেকে গ্রীন লাইনের এসপ্ল্যানেড স্ট্রেচ পর্যন্ত কাগজ ভিত্তিক কিউআর কোড টিকিট দিয়েও ভ্রমণ করতে পারবেন। তারা এই তিনটি নতুন উদ্বোধন হওয়া. স্ট্রেচে মেট্রো পরিষেবা পেতে বিদ্যমান স্মার্ট কার্ডগুলি ব্যবহার করতে পারে। যেহেতু অরেঞ্জ লাইনের কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রসারিত শেষ পরিষেবাটি টার্মিনাল স্টেশনগুলি থেকে ১৬.৪০ টায় ছেড়ে যাবে, তাই হাওড়া ময়দানের সমস্ত স্টেশন কাউন্টার থেকে গ্রীন লাইনের এসপ্ল্যানেড প্রসারিত এই করিডোরের জন্য সমন্বিত টিকিট বিক্রি ১৫.৩০ ঘন্টা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

নতুন এক বন্দে ভারত পেল উত্তরবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ মার্চ ঃ নতুন এক বন্দে ভারত পেল উত্তরবঙ্গ। মঙ্গলবার গোটা দেশে ১০ টি নতুন বন্দে ভারতের সূচনা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর তার মধ্যে একটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে পাটনা পর্যন্ত। এতে বাংলা বিহারের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হল বলে মনে করছে যাত্রী ও পর্যটনমহল। জানা গিয়েছে, ২২২৩৩ বন্দে ভারত সেমি বুলেট ওই ট্রেনটি মঙ্গলবার বাদে সপ্তাহে ছয়দিন এনজেপি থেকে ছাড়বে। ভোর ৫.১৫ তে ট্রেনটি ছাড়বে। পাটনা পৌঁছাবে দুপুর ১২.১০ য়ে। আবার পাটনা থেকে দুপুর ১ টায় ছাড়বে এবং এনজেপি পৌঁছাবে রাত আটটায়। মাঝে শুধু মাত্র কিশানগঞ্জ ও কাটিহার জংশনে পাঁচ মিনিটের করে স্টপেজ রাখা হয়েছে।

মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা জন বার্লার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ মার্চঃ টিকিট না পেয়ে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গার বিরুদ্ধে এককথায় যুদ্ধ ঘোষনা করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আলিপুরদুয়ারের সাংসদ জন বার্লা। প্রধানমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের পর আজ নিজের ঢোক নিজেই গিললেন জন। বললেন মনোজ আমার ভাই, তার হয়ে প্রচার করব। মোদি পরিবার বড় পরিবার, ছোটখাট ভুল বোঝাবুঝি হয়ে ছিল। সেসব মিটে গেছে। অথচ গত সপ্তাহে মাদারীহাটে রেলের একটি অনুষ্ঠানে মনোজকে দেখেই বিষদগার করেছিলেন জন, প্রশ্ন তুলে ছিলেন মনোজের সম্পত্তি নিয়ে। কী করে এতো অল্প সময়ে মনোজ টিগ্গার ডাম্পার, কেসার মিল, পেট্রোলপাম্প হল। এর পরেই দলের তরফে জন বার্লার বিরুদ্ধে কেঃদ্রীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ যায় । প্রধানমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের পর জন আজ ১৮০ ডিগ্রী ঘুরে মনোজের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন।

ফুলবাড়ি থেকে উদ্ধার কোচবিহার জেলার চ্যাংড়াবান্ধার দুই নাবালিকা

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ১২ মার্চ ঃ ফুলবাড়ি থেকে উদ্ধার কোচবিহার জেলার চ্যাংড়াবান্ধার দুই নাবালিকা। জানা গিয়েছে সোমবার সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ দুই নাবালিকা সহ এক দম্পতি ফুলবাড়ী অটো স্ট্যান্ডে একটি অটো ভাড়া করতে আসে এনজেপি যাবে বলে। সেই সময় হঠাৎ করে তাদের মধ্য কথা কাটাকাটি হতে থাকে।। ফুলবাড়ীর বাসিন্দা সহ অটো স্ট্যান্ডের চালকদের মধ্যে সন্দেহ হতে থাকে। তাদেরকে আটকে রেখে তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা করে। এবং তারা বলে আমরা কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্দার বাসিন্দা, কাজের খোঁজে আমরা ভিন রাজ্যে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছি। কি কাজে যাবে সেটা তারা সঠিক উত্তর দিতে পারেনি, তবে জানা গিয়েছে বিউটি পার্লারের কাজের কথা বলে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দুই নাবালিকাকে তাদের বয়স সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তারা জানায় একজনের ১৭ বছর একজনের ১৪ বছর। ছোট ছোট দুটি মেয়েকে এভাবে কাজের টোপ দিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সকলের মধ্য সন্দেহ প্রকাশ হতেই ঘিরে ধরেন। সেই সময় সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায় সেই দম্পতি। এদিকে অটোস্ট্যান্ডের চালকেরা খবর দেয় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ির থানায়। পুলিশ এসে দুই নাবালিকাকে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে খবর এই দুই নাবালিকাকে কি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল জানতে তদন্ত করবে পুলিশ। তবে ফুলবাড়ী স্ট্যান্ডের চালকেরা জানান তাদের সন্দেহ হয়েছিল তাই তাদেরকে আটকে রেখে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছিল।। এবার পুলিশ সঠিক তদন্ত করে দেখুন।

আর কয়েক ঘণ্টা পর শিলিগুড়ি তে আসতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন তিনি কাচারি রোডের দীনবন্ধু মঞ্চে প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা সেই দীনবন্ধু মঞ্চে জোর কদমে প্রস্তুতির কাজ চলছে শেষ মুহূর্তের। এদিন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর দীনবন্ধু মঞ্চ পরিদর্শন করে যান।

হোলি বিশেষ ট্রেন চালানোর চালাবে এসইআর

কলকাতা, ১২ই মার্চঃ হোলি উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে সাঁতরাগাছি-দিঘা-সাঁতরাগাছির মধ্যে সাপ্তাহিক হোলি স্পেশাল ট্রেনগুলি নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে- ০২৮৪৭০২৮৪৮ সাঁতরাগাছি-দিঘা-সাঁতরাগাছি সাপ্তাহিক হোলি স্পেশাল ০২৮৪৭ সাঁতরাগাছি-দিঘা হোলি স্পেশাল সাঁতরাগাছি থেকে ২৩.০৩.২০২৪ এবং ৩০.০৩.২০২৪ তারিখে ০৯.১০ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ১২.৪৫ টায় দীঘা পৌঁছবে। ফেরার পথে, ০২৮৪৮ দিঘা-সাঁতরাগাছি হোলি স্পেশাল ২৩.০৩.২০২৪ এবং ৩০.০৩.২০২৪ তারিখে ১৩.১০ ঘটিকায় দিঘা ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ১৬.৫০ টায় সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। ০২৮৯৭০২৮৯৮ সাঁতরাগাছি-দিঘা-সাঁতরাগাছি সাপ্তাহিক হোলি স্পেশাল ০২৮৯৭ সাঁতরাগাছি-দিঘা হোলি স্পেশাল সাঁতরাগাছি থেকে ২৪.০৩.২০২৪ এবং ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে ০৮.১০ টায় ছেড়ে যাবে এবং একই দিনে ১১.৫৫ টায় দীঘা পৌঁছবে। ফেরার পথে, ০২৮৯৮ দিঘা-সাঁতরাগাছি হোলি স্পেশাল ২৪.০৩.২০২৪ এবং ৩১.০৩.২০২৪ তারিখে ১৩.১০ ঘটিকায় দিঘা ছেড়ে যাবে .

JM FINANCIAL

জেএম ফিনান্সিয়াল রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেনটিটি নম্বরঃ ইউ৬৭১৯০এমএইচ২০০৭পিএলসি৪২৮৭

রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানাঃ ৭ম তল, সিনার্জি, আপ্পাসাহেব মারাঠি মার্গ, প্রভাদেবী, মুম্বই ৪০০০২৫
ফোনঃ +৯১ ২২ ৬৬৩০ ৩০৩০ ফ্যাক্সঃ +৯১ ২২ ৬৬৩০ www.Jmfinancialarc.com

পরিশিষ্ট IV দখলের বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেখানে, পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (পূর্ববর্তী দেওয়ান হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড) এর অনুমোদিত কর্মকর্তা সিকিউরিটাইজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এবং এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর পুনর্গঠন এবং ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনেসিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর বিধি ৩ এর সাথে পড়া ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত, একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা, গ্যারান্টারকে উল্লিখিত অর্থ ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে নোটিশে একত্রে চুক্তিভিত্তিক হারে সুদ এবং উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে, পিরামল ক্যাপিটাল অ্যান্ড হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (পূর্ববর্তী দেওয়ান হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেড) জেএম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট পুনর্গঠনের পক্ষে সমস্ত অধিকার, শিরোনাম এবং সুদের সাথে এর জন্য তৈরি অন্তর্নিহিত সুরক্ষা স্বার্থের সাথে ঋণগ্রহীতাদের সাথে সম্পর্কিত আর্থিক সম্পদগুলি বরাদ্দ করে। কোম্পানি লিমিটেড, ২৯ শে মার্চ, ২০২৩ তারিখের একটি অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তির মাধ্যমে এসএআরএফএইএসআই আইনের বিধানের অধীনে অরণ্য - ট্রাস্টের ট্রাস্টি (এখন থেকে "জেএমএফএআরসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ক্ষমতায় কাজ করছে (এর পরে অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণ গ্রহীতা, গ্যারান্টার এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী, জেএমএফএআরসি-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হওয়ার কারণে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২-এর বিধি ৮ এর সাথে পড়া উল্লিখিত আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণ এতদ্বারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন জেএমএফএআরসি-এর চার্জ সাপেক্ষে এখানে উল্লিখিত পরিমানের জন্য সুদ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত প্রদান করা হবে। ঋণগ্রহীতা(গুলি), সহ-ঋণগ্রহীতা(গুলি), গ্যারান্টার(গুলি) আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি মনোযোগ আমন্ত্রণ জানানো হয়, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে খালাস করার জন্য।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, সহ-ঋণগ্রহীতা, গ্যারান্টার	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ (স্থাবর সম্পত্তি)	ডিমান্ড নোটিশ তারিখ এবং এনপিএ তারিখ সহ পরিমাণ	দখলের তারিখ
১	লোন কোড নং ১৯৪০০০৪২৮৫৮ শাখাঃ কলকাতা - থিয়েটার রোড তনুশ্রী ঘোষ ও ধর্ম ঘোষ	সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল সম্পত্তিঃ গ্রাম- আমতলা (ঘোষ কানন), আমতলা এনএ জে.এল. নং ৭৩, এল.আর. দাগ নং ১৪২৩, আর.এস. দাগ নং ৫১৮/১১৬০, বিষ্ণুপুর, চন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গল, পিন - ৭৪৩৩১৮	১১.০১.২০২৩ টাকা ৩২,৪৭,৯৫৯.০০ এন.পি.এ ৩০.০৯.২০২০	০৯.০৩.২০২৪
২	লোন কোড নং ১৩৭০০০০৬৪০৬ শাখাঃ ইউ বি আই কলকাতা সিন্ডিকেট বিপ্লব কুমার সরকার ও ইপশিতা সরকার	সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল সম্পত্তিঃ ফ্ল্যাট নং ১, ২ এবং ৩, প্রিমিসেস নং ৬২/১, জে.এল. নং ২৩, তৌজি নং ১০৯, আর.এস. দাগ নং ৮৪৩, সার্ভে পার্ক এবং জোরা ব্রিজের কাছে, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০০৭৫	১১.০১.২০২৩ টাকা ৬৫,৯৪,০০৯.০০ এন.পি.এ ০৩.১১.২০১৮	১১.০৩.২০২৪
৩	লোন কোড নং ১০৭০০০০২২০৬ শাখাঃ দুর্গাপুর সুফল মন্ডল ও রীতা মন্ডল	সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল সম্পত্তিঃ ফ্ল্যাট নং ০০১, নিচতলা, পিছনের দিক, জে এল নং ১৪, দাগ নং ৬০৭, খতিয়ান নং ২৪৩৭, হোল্ডিং ৩৩/১, শীতলা মন্দিরের কাছে, শ্রীরামপুর পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২০১	১১.০১.২০২৩ টাকা ৭,৪৮,৫৭৮.০০ এন.পি.এ ৩০.০৯.২০২০	১২.০৩.২০২৪
৪	লোন কোড নং ১৯৪০০০৪৩৭৩২ শাখাঃ কলকাতা - থিয়েটার রোড সৌমেন্দ্র শ ও মিনা শ	সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল সম্পত্তিঃ ফ্ল্যাট নম্বর ইরি ১৪০৩, ১৪তম তলা, বিল্ডিং নাম - আইরিস, সিল্কা ওয়াটারের সামনে, খরদহ, মৌজা-পাটুলিয়া, পাটুলিয়া গ্রামপঞ্চায়েত, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০১১৯	১১.০১.২০২৩ টাকা ১২,৭৪,৬৪৫.০০ এন.পি.এ ৩০.০৯.২০২০	১২.০৩.২০২৪
৫	লোন কোড নং ১৯৪০০০৪৩৮০১ শাখাঃ কলকাতা - থিয়েটার রোড মুন্না হক ও আসমাতারা বিবি	সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল সম্পত্তিঃ মৌজা- চক শাসান, জে.এল. নং ১৯৫, দাগ নং ৪৩, গ্রাম-খামার [illegible] খতিয়ান নং ৮৫, পোস্ট ও থানা-শাসান, [illegible] উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৪২৯	১১.০১.২০২৩ টাকা ৭,৪৬,২২৩.০০ এন.পি.এ ৩০.০৯.২০২০	১২.০৩.২০২৪
৬	লোন কোড নং ২৭০০০০০১৬১৪ শাখাঃ রাসবিহারী দেবজ্যোতি সরকার ও মুনমুন ব্যানার্জী	সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল সম্পত্তিঃ ফ্ল্যাট নং ১০৪, ১ম তল, [illegible] চৌধুরী পাড়া লেন, [illegible] শ্রীরামপুর, [illegible] হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২০৪	১১.০১.২০২৩ টাকা ৬,৮০,১৯৭.০০ এন.পি.এ ৩০.০৯.২০২১	১১.০৩.২০২৪
৭	লোন কোড নং ২৭০০০০০১৬৮৯ শাখাঃ রাসবিহারী সায়ন্তন চক্রবর্তী ও রচনা চক্রবর্তী	সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল সম্পত্তিঃ ফ্ল্যাট নং টি২, ৪র্থ তল, উত্তর-পূর্ব দিক, আশা নিকেতন, হোল্ডিং নং ১৪, পি.পি. মুখার্জি স্ট্রিট, ওয়ার্ড - ৫, [illegible] মন্দিরের কাছে, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১২২৩৫	১১.০১.২০২৩ টাকা ১৮,৮৮,৪২৪.০০ এন.পি.এ ৩০.০৯.২০২০	১২.০৩.২০২৪
৮	লোন কোড নং ২৭০০০০০১৪৫৭ শাখাঃ রাসবিহারী দুর্গাপদ সরকার ও মৌসুমী দে	সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল সম্পত্তিঃ ফ্ল্যাট নং ৫এ, ৪র্থ তল, ব্লক-১, পূরবী, গ্রীন গীতাঞ্জলি, মৌজা-তেঁতুলিয়া, জে.এল. নং ১০, থানা- টিটাগড়, শিলিগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭০০১২১	১১.০১.২০২৩ টাকা ২০,৯৯,৬৭৮.০০ এন.পি.এ ৩০.০৯.২০২১	১৩.০৩.২০২৪
৯	লোন কোড নং ১৯৪০০০৪৫৫৫৭ শাখাঃ কলকাতা- শেক্সপিয়র সরণি স্বাধীন আউটডোর অ্যাডভার্টাইজিং প্রাঃ লিমিটেড, গ্যালাক্টি ইলেকট্রিক প্রাঃ লিমিটেড, অরুণ দাশগুপ্ত, বসন্তিকা দাশগুপ্ত, পায়া দাশগুপ্ত ও লাইট ডেকারেট	সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল সম্পত্তিঃ পাটমোহানা, পাটমোহানা কলোনির কাছে, আসানসোল, পিএস হীরাপুর, এবং প্লট নং ৫ ও ৬, এল আর দাগ নং ৬৪১, জে.এল নং ১১, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩৩৭১	০১.১১.২০২৩ টাকা ৩,৫২,৭৯,৪৫০.০০ এন.পি.এ ৩০.০৯.২০২৩	০৭.০৩.২০২৪

তারিখঃ ১৩.০৩.২০২৪
স্থানঃ কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার, জেএম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড
অরণ্য - ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসাবে তার ক্ষমতায় কাজ করছে

স্লো উইকেটে দরকার নেই

বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ছেন বিরাট?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চিপকে কি কখনও সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারবেন? স্পোর্টিং উইকেট হলে হয়তো পারবেন! সারা দেশের যে কোনও মাঠে তিনি দারুণ সফল। রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন যখনই নেমেছেন ব্যাট হাতে। কিন্তু চিপক তাঁর কাছে বরাবর কঠিন ঠাঁই। মহেন্দ্র সিং ধোনির ঘরের মাঠে যেন রানই করতে পারেন না। কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে? ইনি বিরাট কোহলি। ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার। বিশ্ব ক্রিকেটের মুখ। তবু তাঁকে নিয়ে প্রশ্নের শেষ নেই। যত কেরিয়ারের প্রান্তিক স্টেশনের দিকে এগোচ্ছেন, ততই যেন তাঁকে নিয়ে গুঞ্জন ছড়াচ্ছে। আইপিএল থেকে টেস্ট, বিরাটের নামের পাশে অসংখ্য সেঞ্চুরি। তাও এই বিরাট চিপকে কেন খেলতে পারেন না? মন্থর উইকেটে মানিয়ে নিতে পারেন না। ৩০র মতো গড় চেন্নাইয়ের ওই মাঠে। সেঞ্চুরি এখনও জোটাতে পারেননি। এই যুক্তিই কি এ বার তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিম থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হতে পারে। কারণ কী? আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। দুই জায়গাতেই উইকেটের চরিত্র অনেকটাই মন্থর। স্পিন ধরবে, বল টার্ন করবে। পরীক্ষার মুখে পড়তে হবে ব্যাটারদের। যাঁরা স্পিন ভালো খেলেন, তাঁরা সফল হবেন। যাঁরা স্পিনের বিরুদ্ধে লড়াই করেন, তাঁদের পক্ষে কঠিন ঠাঁই হতে চলেছে এ বারের বিশ্বকাপ। আর সেই কারণেই বিরাটকে বিশ্বকাপের টিম থেকে বাদ দেওয়ার যুক্তি নাকি তুলে ধরা হচ্ছে। এমনই খবর ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে ক্রিকেট মহলে। এমনও বলা হচ্ছে, বিরাটকে নাকি বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকরকে। যাতে বিরাট জায়গা করে দেন তরুণ প্রজন্মকে। কেন বিরাটকে বিশ্বকাপের টিম থেকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে? টেলিগ্রাফের খবর অনুযায়ী, ২০ ওভারের ফর্ম্যাটে বিরাট নাকি টিমের সঙ্গে ফিট করছেন না। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ দুটো ম্যাচে তাঁকে খেলানো হয়েছিল। কিন্তু বিরাটের কাছ থেকে যা চাওয়া হচ্ছে, তা পূরণ করতে পারেননি। বিরাট ওই সিরিজে তেমন সফলও নন। তাই তাঁর বদলে সূর্যকুমার যাদব, তিলক ভার্মা, রিঙ্কু সিং, শিবম দুবেদের খেলানোর কথা ভেবে ফেলেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। রয়েছেন লোকেশ রাহুলও। যদিও তাঁর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফর্ম করা ধ্রুব জুরেল, জিতেশ শর্মারাও রয়েছে দৌড়ে। তা হলে কি বিরাটের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্বপ্ন শেষ? প্রশ্ন এখানেই আবার অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে। বিরাটের মতো ব্যাটার যে আইপিএলকে বেছে নেবেন নিজেকে প্রমাণ করার জন্য, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। যে চিপকে সেই অর্থে সফল নন, সেখানেই ধোনির টিমের বিরুদ্ধে আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলতে নামবে আরসিবি। ওই ম্যাচেই যদি বিরাট-বিস্ফোরণ দেখা যায়, তা হলে কিন্তু পরিস্থিতি অন্য দিকে মোড় নেবে। আইপিএলে বিরাট দুরন্ত পারফর্ম করলে তখন এত অঙ্ক থিতিয়ে যাবে তো বটেই, বিরাটকে বাদ দিয়ে ভারতের বিশ্বকাপ টিমও কল্পনা করা যাবে না।

কুয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই ম্যাচ কলকাতায় চান স্টিমাচ

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চঃ যে কোনও ফুটবলারের কাছেই কলকাতা অত্যন্ত পছন্দের জায়গা। প্রত্যেকেই চায় কলকাতায় খেলতে। ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচেরও পছন্দের জায়গা কলকাতা। ঘনিষ্ঠমহলেও তিনি জানিয়েছেন কুয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ কলকাতায় খেলতে চান। এমনকি ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবের সঙ্গেও এ বিষয়ে কথা হয়েছে স্টিমাচের। আশা করা হচ্ছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই সব কিছু চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে। দু'বছর আগে এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ কলকাতায় খেলে গিয়েছিলেন সুনীল ছেত্রীরা। এখানকার ফুটবল উন্মাদনাও বেশ উপভোগ করেন কোচ, ফুটবলাররা। ৬ জুন কুয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। তার আগে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া ম্যাচ রয়েছে সুনীলদের। শুক্রবার আফগানদের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ। ২৬ তারিখ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের হোম ম্যাচ। সেই ম্যাচটি হবে গুয়াহাটিতে। কুয়েত ম্যাচের জন্য

কলকাতা ছাড়া ভুবনেশ্বর আর হায়দরাবাদও লড়াইয়ে আছে। তবে এই মুহূর্তে এগিয়ে আছে কলকাতাই। যুবভারতীর জনগর্জন অবশ্যই ফ্যাক্টর। জুন মাস বিশেষত বর্ষার সময়। তাহলে সেই সময় কলকাতায় ম্যাচ হওয়া নিয়ে কোনও সংশয় নেই তো? ফুটবলমহলে খোঁজ নিয়ে জানা যাচ্ছে, ওই সময়টাই কাজে লাগাতে চাইছেন স্টিমাচ। সাধারণত বর্ষার ভিজে মাটিতে খেলে অভ্যস্থ নয় কুয়েতের ফুটবলাররা। এছাড়া মাঠ ভিজে থাকলে বলের গতিও সহজে আন্দাজ করা যায় না। যেদিকে ভারতীয় ফুটবলাররা কিছুটা হলেও এগিয়ে। এই অ্যাডভান্টেজটাই কাজে লাগাতে চাইছেন সুনীলদের হেডস্যার। ফেডারেশনও তৎপরতার সঙ্গে চাইছে স্টিমাচের প্রাধান্যকে গুরুত্ব দিতে।

কেরলের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে বদল আনতে পারেন হাবাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মার্চঃ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। স্প্যানিশ কোচের হাতে একেবারে বদলে গিয়েছে মোহনবাগান। শৃঙ্খলায় বেঁধে রেখেছেন গোটা দলকে। অভিজ্ঞ কোচের হাতে পড়তেই তেল খাওয়া মেশিনের মতো দৌড়াচ্ছে দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিংসরা। সুপার কাপের পরও যে দলকে ঘিরে সংশয় তৈরি হয়েছিল, সেই দল এখন টেবিল টপার। ১৭ ম্যাচে মোহনবাগানের ঝুলিতে ৩৬ পয়েন্ট। আর বড় ম্যাচ জিতেও বড্ড নির্লিপ্ত হাবাস। তাঁর লক্ষ্য সামনের দিকে। লিগ শিল্ড জয়ের রাস্তা নিশ্চিত করাই পাখির চোখ শুভাশিসদের। বড় ম্যাচ জেতার তিনদিনের মধ্যেই ফের মাঠে নামবে মোহনবাগান। বুধবার বাগানের সামনে কেরালা ব্লাস্টার্স। হাবাসের মোহনবাগান আইএসএলে এখনও অপরাজিত। সাত ম্যাচের মধ্যে পাঁচটাতে জিতেছে কামিংসরা। ২টোতে ড্র। লিগের প্রথম ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ড্র করলেও, দ্বিতীয় সাক্ষাতে চিরশত্রুকে হারিয়ে মোক্ষম বদলা নিয়েছেন দিমিত্রি পেত্রাতোসরা। বড় ম্যাচ জেতার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন হাবাস। ডার্বিতে খেলা ফুটবলাররা হালকা অনুশীলন করেই উঠে যান। কেরল ম্যাচের জন্য বাকি ফুটবলারদের তৈরি রাখলেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ। কেরলের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট তুলতে পারলে লিগ শিল্ড জয়ের দিকে অনেকটা এগিয়ে যাবে মোহনবাগান।

ডার্বিতে প্রথমার্ধে ৩-০ হয়ে যাওয়ার পর ফুটবলাররা আত্মতুষ্ট হয়ে পড়েন। তাই দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়েনি। এমনটাই জানিয়েছেন হাবাস। বড় ম্যাচে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত বাগানের স্প্যানিশ কোচ। রবিবারের পরও সেই রেকর্ড অক্ষত রাখলেন। লিগের সূচি নিয়ে আগেও সরব হয়েছেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ। ডার্বি জেতার পরও সেই ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি। ইস্টবেঙ্গলকে হারানোর পর হাবাস বলেন, ''এখন আমাদের ফোকাস কেরল ম্যাচ। তবে এত ঘন ঘন আমাদের ম্যাচ খেলতে হচ্ছে, কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে হয়তো বিমানবন্দরে অনুশীলন করেই মাঠে নামতে হবে। পরের ম্যাচে অন্য ফুটবলারদের খেলানোর সম্ভাবনা আছে।'' হাবাস জানেন লম্বা লিগে শেষ দিক এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাই ফুটবলারদের চোট আঘাত এবং ক্লান্তি থেকে বাঁচিয়ে রাখতে চান স্প্যানিশ কোচ। সেই মতোই কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে যে বদল আনছেন তিনি, তা বলাই বাহুল্য।

আইসিসি পুরস্কার জিতলেন যশস্বী

দুবাই, ১২ মার্চঃ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাজবল দেখা যায়নি। উল্টে জ্যাজবলে বেসামাল হয়ে পড়েছিল ইংল্যান্ড। হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট জিতে ভারতীয় শিবিরকে মানসিক ভাবে বিরাট ধাক্কা দিয়েছিল ইংল্যান্ড। এক যুগ আগে শেষ বার ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল তারা। আবারও এমন কিছু হবে! সাময়িক আশঙ্কা তৈরি হলেও বিশাখাপত্তনম থেকে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন ভারতের। টানা চার ম্যাচ জিতে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়। নজির গড়েছেন তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। পুরস্কারও মিলল আইসিসির তরফে। ভারতের প্রথম এবং একমাত্র ব্যাটার হিসেবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ৭০০ কিংবা তার বেশি রানের নজির গড়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল। সিরিজে ৭১২ রান করেছেন এই তরুণ ওপেনার। এর মধ্যে রয়েছে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি। আইসিসির তরফে ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা প্লেয়ারের পুরস্কার জিতলেন যশস্বী জয়সওয়াল। ভারতের এই বাঁ হাতি ওপেনার বলছেন, ''আইসিসির এই পুরস্কারে খুবই ভালো লাগছে। আশা করি, ভবিষ্যতে এমন মুহূর্ত আরও অনেক আসবে। এই প্রথম পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেললাম। এই পুরস্কার এখনও অবধি আমার কাছে সেরা। দীর্ঘ সিরিজ উপভোগ করেছি। আমরা যে ভাবে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছি, কেরিয়ারের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা।''

উল্টোদিকে ক্যাপ্টেন, গ্যালারিতে কোচ কেকেআরে দরজা খুলবে মুশিরের!

মুম্বই, ১২ মার্চঃ দাদা সরফরাজ খান আইপিএলের গত সংস্করণে দিল্লি ক্যাপিটালসে ছিলেন। কিন্তু এ বার তাঁকে রিটেইন করেনি দিল্লি টিম ম্যানেজমেন্ট। ডিসি-র হয়ে তাঁর পারফরম্যান্স ভালো ছিল না। ভেঙে পড়েননি সরফরাজ। টেস্ট অভিষেক হয়েছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অভিষেক সিরিজেই নজর কেড়েছেন সরফরাজ। একই চিত্র ভাই মুশির খানের ক্ষেত্রেও। অনূর্ধ্ব ১৯ স্তরের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার আইপিএলের মিনি অকশনে নাম দিয়েছিলেন। দল পাননি মুশির। রঞ্জি ফাইনালে উল্টোদিকে কেকেআর ক্যাপ্টেন, গ্যালারিতে কোচ। তাহলে কি? ভারতের অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ছিলেন সরফরাজ খানের ভাই মুশির খান। মনে করা

হয়েছিল, এই থ্রি-ডি ক্রিকেটারকে কোনও না কোনও দল নেবেই। সাদা বলের ক্রিকেটে তিনে ব্যাট করতে পারেন। প্রয়োজনে লোয়ার অর্ডারেও। বোলিংটাও দুর্দান্ত। আর ফিল্ডিং নিয়ে আলাদা করে কোনও প্রশংসাই যথেষ্ঠ নয়। অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপে মুশিরের সতীর্থ আর্শিন কুলকার্নি, আরাবল্লি অবনীশরা আইপিএলে দল পেয়েছেন। মুশির খান অবিক্রিতই থাকেন। বিশ্বকাপে জোড়া সেঞ্চুরি। ফিরে রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনালে ডাবল সেঞ্চুরি। আর ফাইনালের মঞ্চে সেঞ্চুরি। তাও আবার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে অনবদ্য এই ইনিংস দেখলেন কেকেআর অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। কেকেআর ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দুর্দান্ত একটা জুটি গড়লেন। আর স্ট্যান্ডে মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা কলকাতা নাইট রাইডার্স কোচ চন্দ্রকান্ত পন্ডিত। মুশিরের জন্য কি আইপিএলের দরজা খুলবে? এমন থ্রি-ডি ক্রিকেটারকে ভবিষ্যতের বিনিয়োগ হিসেবে নিতেই পারে কেকেআর।

জকোভিচকে হারিয়ে 'অলৌকিক' ঘটনার জন্ম দিলেন লুকা নার্দি

ফ্লোরিডা, ১২ মার্চঃ কোর্টের এক পাশে নোভাক জেকোভিচ, অন্তত গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের হিসেবে সর্বকালের সেরা পুরুষ টেনিস খেলোয়াড়। অন্য পাশে লুকা নার্দি, এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের ১২৩ নম্বর খেলোয়াড়। যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়ান ওয়েলস টুর্নামেন্টের তৃতীয় রাউন্ডে সেই নার্দির কাছে হেরে গেছেন ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্লাম চ্যাম্পিয়ন জকোভিচ।

অথচ এই টুর্নামেন্টটা খেলারই কথা ছিল না ২০ বছর বয়সী ইতালিয়ানের। বাছাইপর্বেই যে হেরে গিয়েছিলেন নার্দি। পরে টমাস মার্টিন ইচেভেরি নামের এক খেলোয়াড়ের চোট ভাগ্য খুলে দেয় নার্দির। অন্যের দুর্ভাগ্যে সুযোগ পাওয়া সেই 'লাকি লুজার' নার্দি ৬-৪, ৩-৬, ৬-৩ গেমে হারিয়ে দিলেন টুর্নামেন্টের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন জকোভিচকে। জকোভিচকে হারিয়ে দেওয়াটা নিজের কাছেই 'অলৌকিক' কীর্তি মনে হচ্ছে নার্দির। যুক্তরাষ্ট্রে সোমবার রাতে হলেও ম্যাচটি হয়েছে ভারতীয় সময় আজ সকালে। সেই ম্যাচে অঘটন ঘটানোর পর যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না নার্দির, ''এটা অলৌকিক। আমার বয়স ২০, বিশ্বের ১০০ নম্বর (১২৩) খেলোয়াড়, সেই আমি কি না হারিয়েছি নোভাককে। অবিশ্বাস্য, স্রেফ অবিশ্বাস্য।'' প্রথম সেটটি হেরে গেলেও দ্বিতীয় সেটে দারুণভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন জকোভিচ। ওই সেটটা জয়ের পথে নার্দির দুটি সার্ভিস ব্রেক করেন সার্বিয়ান তারকা। তবে ছেলেবেলায় যাঁর পোস্টার লাগিয়েছেন নিজের ঘরে, সেই জকোভিচকে ছাড় দেননি নার্দি। তৃতীয় সেটে দারুণ খেলে একটি ব্রেক পয়েন্ট নিয়ে ৪-২ গেমে এগিয়ে যাওয়ার পর আর পেছনে ফিরতে হয়নি তাঁকে। পরের রাউন্ডে নার্দি খেলবেন যুক্তরাষ্ট্রের টমি পলের বিপক্ষে।

ইংল্যান্ড ও স্পেনের বিপক্ষে এদেরসনকে পাচ্ছে না ব্রাজিল

সাও পাওলো, ১২ মার্চঃ ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে এই চোটে পড়েন এদেরসন। রবিবার লিভারপুলের সঙ্গে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দারউইন নুনেসকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে আঘাত পান তিনি। ওই ফাউল থেকে পেনাল্টি পেয়ে সমতায় ফেরে লিভারপুল। আর এদেরসন মাঠ ছাড়েন ডান পায়ের পেশির চোটে। সেই চোটই এখনও আরও অনেকটা সময় মাঠের বাইরে রাখবে

৩০ বছর বয়সী গোলকিপারকে। ম্যাচের পরই অবশ্য সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিএলা বলেছিলেন, ''এদেরসনের চোট ভালো কিছু মনে হচ্ছে না।'' ইএসপিএন ব্রজিলের খবর, তিন থেকে চার সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাকে। ম্যানচেস্টার সিটির সূত্র থেকেও তারা জানতে পেরেছে, চার সপ্তাহের মতো লাগতে পারে তার মাঠে ফিরতে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে আলিসন বেকার আগে থেকেই মাঠের বাইরে। ইংল্যান্ড ও স্পেনের বিপক্ষে ব্রাজিলের গোলবারে তাই এদেরসনের থাকা নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু নতুন কোচ দরিভাল জুনিয়রকে এখন খুঁজতে হবে অন্য বিকল্প। আগামী ২৩ মার্চ লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল, তিন দিন পর মাদ্রিদে খেলবে তারা স্পেনের বিপক্ষে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা লড়াইয়ের মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আগামী ৩১ মার্চ আর্সেনালের মুখোমুখি হবে ম্যানচেস্টার সিটি। সেই ম্যাচেও এদেরসনের মাঠে নামা এখন প্রবল শঙ্কায়। দুই গোলকিপার ছাড়াও আরও দুজনকে চোটের কারণে পাচ্ছে না ব্রাজিল। পিএসজির ডিফেন্ডার মার্কিনিয়োস ও আর্সেনালের উইঙ্গার গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি খেলতে পারবেন না এই দুই ম্যাচে। তাদের জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন ফ্ল্যামেঙ্গোর লেফট ব্যাক ফাব্রিসিও ব্রুনো ও পোর্তোর ফরোয়ার্ড গালেনো।

৩ গজ দূর থেকে রোনাল্ডোর অবিশ্বাস্য মিস, আল নাসরের হার

অদ্ভুত এক ম্যাচ কাটালেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। গোলকিপারের একদম সামনে থেকে সহজতম এক সুযোগ হাতছাড়া করলেন তিনি। ঠিক পরেই আবার গোল করে জাগিয়ে তুললেন জয়ের আশা। পরে টাইব্রেকারেও বল পাঠালেন জালে। কিন্তু ম্যাচ শেষে তার চোখের কোণে তবু জলের ফোটা। তার দলের জন্যও যে ম্যাচটি গেল একইরকম! খাদের কিনারা থেকে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ালেও শেষ রক্ষা হলো না আল নাসরের। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাব আল আইনের কাছে টাইব্রেকারে হেরে ছিটকে গেছে রোনাল্ডোর আল নাসরে।

রিয়াধ, ১২ মার্চঃ শেষ আটের প্রথম লেগে ১-০ গোলে জিতে এগিয়ে থাকা আল আইন সোমবার দ্বিতীয় লেগে এক পর্যায়ে এগিয়ে যায় ২-০ গোলে। দুই লেগ মিলিয়ে তখন তারা ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে। কিন্তু সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিন গোল করে আল নাসরে। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্তি সময়ে। সেখানে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন আল নাসরের আয়মান ইয়াহিয়া। ১০ জনের দলের বিপক্ষে আবার গোল করে এগিয়ে যায় আল আইন। কিন্তু শেষ সময়ে গোল করেন রোনাল্ডো। আল নাসরে ম্যাচ জিতে নেয় ৪-৩ ব্যবধানে, কিন্তু দুই লেগ মিলিয়ে লড়াই শেষ হয় ৪-৪ সমতায়। এরপর টাইব্রেকার। সেখানে রোনাল্ডো ছাড়া গোল করতে পারেননি আল নাসরের আর কেউ। ৩-১ ব্যবধানে জিতে সেমি-ফাইনালে পা রাখে আল আইন। প্রথম লেগে যার গোলে জিতেছিল আল আইন, সেই সুফিয়ানে রাহিমি দ্বিতীয় লেগেও ছিলেন দলের নায়ক। ২৮ ও ৪৫তম মিনিটে দারুণ দুটি গোল করেন তিনি। আল নাসরের তখন বিদায়ের দুয়ারে। প্রথমার্ধেই যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে আল আইন গোলকিপার খালিদ আইসার ভুলে আব্দুলরাহমান ঘারিব গোল করে আল নাসরেকে লড়াইয়ে ফেরান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে আবার আইসার ভুল। এবার বক্সের ডান পাশ থেকে শট নেন আল নাসরের ওতাভিও। সোজা আসা সেই বল ধরতে ব্যর্থ হন আইসা, তার পায়ে লেগে বল ঢুকে যায় জালে। আত্মঘাতী গোল হিসেবেই ধরা হয় সেটিকে। এরপরই রোনাল্ডোর সেই সুবর্ণ সুযোগ। ৬১তম মিনিটে একটি বল ঠিকঠাক

ধরতে পারেননি আল আইন গোলরক্ষক আইসা। তার বুকে লেগে বল যায় ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে থাকা রোনাল্ডোর কাছে। কিন্তু মাত্র তিন গজ দূর থেকে অবিশ্বাস্যভাবে বল বাইরে পাঠিয়ে দেন রোনাল্ডো। ম্যাচে আরও কয়েকটি সুযোগ তিনি হাতছাড়া করেন। আল নাসরে অবশ্য হাল ছাড়েনি। ৭২তম মিনিটে অ্যালেক্স তেলিসের গোল ম্যাচে এগিয়ে নেয় তাদেরকে আর সমতায় ফেরায় দুই লেগ মিলিয়ে। এখানেও আল আইন গোলরক্ষকের ভুলের অবদান আছে। বক্সের একটু বাইরে ডানপাশ থেকে যে ফ্রি কিক নেন তেলিস, সেটিতে জোর ছিল না তেমন। কিন্তু ধরতে ব্যর্থ হন আইসা। তার সামনে পড়ে আঙুলে ছোঁয়ায় লেগে বল ঢুকে যায় জালে। নির্ধারিত সময়ে আর গোল হয়নি। ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানে অষ্টম মিনিটে ভিএআর দেখে রেফারি লাল কার্ড দেখান আল নাসরের আয়মানকে। ১০ জনের আল নাসরে আবার আরেকটি ধাক্কা খায় গোলকিপারের ভুলে। বল ফিস্ট করে ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হন তিনি, পোস্টে লেগে ফেরত আসা বল কাছ থেকে আলতো টোকায় জালে জড়ান আল আইনের সুলতান আল-শামসি। ১০৬তম মিনিটে পরপর দুটি সুযোগ হাতছাড়া করেন রোনাল্ডো। দারুণ এক পাস থেকে বল পেয়ে বক্সের ভেতর তিনি জোরাল শট নিলেও তা ফিরিয়ে দেন আল আইন গোলকিপার আইসা। ফিরতি বলে আবার শট নেন রোনাল্ডো। এবার সেই দুর্বল শট আটকে দেন আইসা। পরে রোনাল্ডোকেই বক্সের ভেতর ফেলে দেওয়ায় পেনাল্টি পায় আল নাসরে। ১১৮তম মিনিটে গোল করতে ভুল করেননি তিনি। গোল করার পর সমর্থকদের দিকে হাতজোর করে ক্ষমা চাইতে দেখা যায় রোনাল্ডোকে। হয়তো তার আগের সুযোগগুলো হাতছাড়া করার জন্য। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। মূল ম্যাচে একের পর এক ভুল করা আল আইনের গোলকিপার আইসা টাইব্রেকারে ঠেকিয়ে দেন আল নাসরের মার্সেলো ব্রজোভিচের শট। পরে রোনাল্ডো গোল করলেও ব্যর্থ হন তেলিস ও ওতাভিও। আল আইনের কেউ বল জালে পাঠাতে ভুল করেননি। ২০১৬ সালের পর প্রথমবার সেমি-ফাইনালে ওঠে আল আইন। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ সৌদি আরবের আল হিলাল কিংবা আল ইত্তিহাদ। শেষ হয়ে যায় রোনাল্ডোর এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ স্বপ্ন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com